ধর্ম্মপথে

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।"

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।
ভরসা।



ধর্ম্মপথ

(করুণরসাত্মক ধর্ম্মভাবপূর্ণ নাটিকা)

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ।"

রত্নমালা; জাহানারা; শ্রীরাধা; অন্নপূর্ণা; চণ্ডীরাম;
অবাক্ কাণ্ড; নূতনবাবু; প্রভৃতি প্রণেতা—
প্রণীত।

কলিকাতা;
"ভারত সঙ্গীত সমাজ" নাট্যমন্দিরে
অভিনীত।

বৈশাখ,
সন ১৩২১ সাল, ইং ১৯১৪।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

মাননীয় অটল বাবু মহাশয়!

অতুল ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে উপবেশন করিয়াও, আপনি যেরূপ নিরহঙ্কারী, সহৃদয়, সরল, ও সমদর্শী তাহা দেখিলে অপার আনন্দ অনুভব করিতে হয়। অহিংসা, আস্তিক্য, দয়া, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি পবিত্রভাবে আপনার হৃদয়সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। আপনার নিরপেক্ষ গুণগ্রাহিতা ও স্বর্গীয় সত্ত্বভাবদর্শনে পুলকিত হইয়া, আপনার পবিত্র করকমলে এই পবিত্র গ্রন্থ "ধর্ম্মপথ" অর্পণ করিয়া, পরিতৃপ্ত হইলাম। আশা করি, আপনিও এই দীন গ্রন্থকারের অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য "ধর্ম্মপথ" গ্রহণে আনন্দিত হইবেন!

কিমধিকমিতি—

বিনীত গ্রন্থকার

শ্রীসতীশচন্দ্র—



শ্রীঅটল কুমার সেন

নিবেদন।

"ধর্ম্মপথ" একটি ক্ষুদ্র গল্প অবলম্বনে—লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অত্যাশ্চর্য্য, অমানুষিক ঘটনার কোনরূপ সমাবেশ করা হয় নাই। ধর্ম্মের পবিত্রগাথা শ্রবণে যাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন, পুণ্যময়, পবিত্রকার্য্যের বিচিত্র মহিমা দর্শনে—যাঁহাদিগের হৃদয়ে "ভগবদ্‌ভক্তির" মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হয়; দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতায় যাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ;—সেই সকল সত্বগুণ প্রধান, সহৃদয় মহাত্মাগণের করুণ কটাক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, "ধর্ম্মপথ" নাটকাকারে লিখিত হইয়াছে। নিতান্ত নিঃস্বহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াও, মানুষ যদ্যপি ধর্ম্মাশ্রয় পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে, ধর্ম্ম—মানুষকে যে, কি প্রকারে দুরপনেয় দুর্দ্দশার হস্ত হইতে উদ্ধার করেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র "নাট্যগ্রন্থে" দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দর্শকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য, এই গ্রন্থে "ধর্ম্মবালা" ও "কল্পনাসঙ্গিনীগণের" দৃশ্য পরিকল্পিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নাটকাভিনয় দর্শনে—যদ্যপি কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয়ে বিন্দুমাত্র পবিত্রভাবের উদয় হয়, তাহা হইলেই এই "ধর্ম্মপথ" প্রণয়ন স্বার্থক হইবে; এবং গ্রন্থকারও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী সদাশয়—মহাত্মার—পবিত্র দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল বলিয়া "ধর্ম্মপথ" এত শীঘ্র প্রকাশিত হইবার সুযোগপ্রাপ্ত হইল। উন্নত-হৃদয়—পরশ্রীকাতরতাহীন—নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী ব্যতীত—কেহ কখনই—পরের গুণের আদর করিতে সক্ষম হন না! এই "ধর্ম্মপথ" আজ কোথায়

পড়িয়া থাকিত,—যদ্যপি ঠাকুরের কৃপায় এ শুভ-সংযোগ সংঘটিত না হইত। আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই, এ শুভ সংবাদে আনন্দিত হইবেন। শুভদিনে, শুভক্ষণে, কলিকাতা "ভারত-সঙ্গীত সমাজের" গণ্য, মান্য, বরেণ্য, সম্ভ্রান্ত—সুধী সভ্যবৃন্দের-সম্মুখে—অভিনীত হইয়া "ধর্ম্মপথ" এসংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। ইতি—

বৈশাখ, সন ১৩২১ সাল।
কলিকাতা;

বিনীত গ্রন্থকার—
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ—যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যে সকল নূতন রচিত গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত হইল।

প্রাপ্তিস্থান।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
দাস, গুপ্ত এণ্ড কোং'র দোকান। ৫৪।৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

ওঁ



ধর্ম্মপথ

"মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তম্ অহম্ বন্দে
পরমানন্দ মাধবম্॥"

শ্রীচরণাশ্রিত—
সতীশ

Cover--Mohila Press, Calcutta.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অজিতকুমার।	কর্ণাটের রাজা।
বিজয়কুমার।	ঐ পুত্র (বালক রাজকুমার)।
হেমাঙ্গমোহন।	রাজার সখা ও আত্মীয়।
দয়ানন্দস্বামী।	(ছদ্মবেশী ভিখারী) রাজার গুরু।
শিবশর্ম্মা।	রাজার মন্ত্রী।
শশীশেখর।	ঐ অমাত্য।
ত্রিলোচন ঠাকুর।	জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
অনাথকুমার।	ঐ বালক পুত্র।

সহর কোতয়াল, জমাদার, চোপ্‌দারগণ, ব্রাহ্মণদ্বয়
ও গ্রাম্যলোকগণ।

স্ত্রী।

মায়াময়ী।	কর্ণাটের রাজরাণী (অজিতের স্ত্রী)।
নির্ম্মলা।	(হেমাঙ্গের স্ত্রী) রাণীর সঙ্গিনী ও আত্মীয়া।
ঊষারাণী।	(বালিকা) রাজকুমারী।
সবিতা।	ত্রিলোচনের সহধর্ম্মিণী।

কল্পনাসঙ্গিনীগণ ; ধর্ম্মবালাগণ ;

প্রোগ্রাম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর)

সবিতা, অনাথকুমার, ত্রিলোচন,
ভিখারী ও ধর্ম্মবালাগণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর সম্মুখস্থ গ্রাম্যপথ)

অজিতকুমার, হেমাঙ্গ ও ত্রিলোচন

তৃতীয় দৃশ্য।

(রাজপথ).

অনাথকুমার, গ্রাম্য-লোকগণ,
বিজয়কুমার, ঊষারাণী
ও চোপদারগণ।

চতুর্থ দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীরাভ্যন্তর)

সবিতা, ত্রিলোচন ও ধর্ম্মবালাগণ

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(মায়াময়ীর কক্ষ)

মায়াময়ী, নির্ম্মলা, বিজয়কুমার,
ঊষারাণী ও অনাথকুমার।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর সংলগ্ন স্থান)

সবিতা, ত্রিলোচন ও অনাথকুমার।

তৃতীয় দৃশ্য।

(রাজবাটীর তোরণ)

চোপদারগণ, জনৈক গ্রাম্যলোক,
জমাদার, হেমাঙ্গ, সহর কোতয়াল,
শশীশেখর ও অনাথকুমার।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজঅন্তঃপুরস্থ কক্ষ)

অজিতকুমার, মায়াময়ী, নির্ম্মলা,
হেমাঙ্গ, অনাথকুমার ও
কল্পনাসঙ্গিনীগণ।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর)

ত্রিলোচন, সবিতা ও ধর্ম্মবালাগণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর পার্শ্বস্থ পথ)

প্রতিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয়, মন্ত্রী, শশীশেখর, চোপদারগণ, হেমাঙ্গ, ত্রিলোচন, অজিতকুমার, মায়াময়ী, বিজয়কুমার, ঊষারাণী, নির্ম্মলা, অনাথকুমার ও দয়ানন্দ স্বামী।

শেষ দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর সম্মুখস্থ স্থান)

অজিতকুমার, বিজয়কুমার, হেমাঙ্গ, মন্ত্রী, ত্রিলোচন, অনাথকুমার, মায়াময়ী, ঊষারাণী, নির্ম্মলা, সবিতা, চোপদারগণ, দয়ানন্দ স্বামী ও ধর্ম্মবালাগণ।

যবনিকা পতন।





প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীর)

"উনুনের উপরে হাঁড়িতে জল ফুটিতেছে। ক্ষুধায় কাতর হইয়া, অনাথকুমার—আগুনে ফুৎকার প্রদান করিতেছে। এক পার্শ্বে চিন্তামগ্না সবিতা—উপবিষ্টা"

সবিতা। বাবা, আর কেন মিছে উনুনে ফুঁ পাড়ছিস? চোখ দুটো যে রাঙ্গা হয়ে উঠলো! আয় সরে আয়! শুধু জল ফুটিয়ে আর কি হবে বল? (নিকটে যাইয়া চোখ্ মুছাইয়া দিলেন)

অনাথ। না, মা,—জলটা আমি খুব গরম করে রেখে দিচ্ছি! বাবা যেমন চাল নিয়ে আসবেন, আর অমনি সেই চালগুলো আমি এই

হাঁড়িতে ফেলে দোব। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাত হয়ে যাবে এখন। আর অমনি আমরা খেতে বস্‌বো। উঃ! যা খিদে পেয়েছে! না, না, তত খিদে পায়নি! আমি ভুলে—বলে ফেলেছি মা! তবে—কি জানি—এই পেট্‌টা কেন এত জ্বালা করছে। মা! একটা কাজ করনা মা! আমাকে—এই হাঁড়ী থেকে একটু গরম জল তুলে দাও না মা! একটু খাই, দেখি, যদি এই পেটের জ্বালাটা একটু কমে!

সবিতা। হা ভগবান! এও আমাকে বসে বসে চখে দেখতে হচ্ছে! আহা! বাছা আমার কাল থেকে খিদেতে ছট্‌ফট্‌ করছে! এখন পর্য্যন্ত কিছুই খেতে দিতে পারলুম না! কি হবে! কেমন করে বাছার আমার প্রাণ বাঁচবে? এ সংসারে কি আমাদের এ দুঃখু দেখবার লোক কেউ নেই! (চোখে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

অনাথ। মা, দাও না মা! একটু গরম জল তুলে—দাও না মা!

সবিতা। বাবা, আর একটু খানি দাঁড়াও! এখনি তিনি এলেন বলে। তোমার জন্যে, কিছু না কিছু—নিয়ে আসবেনই এখন।

অনাথ। না মা, না! আমার জন্যে আর কিছুই আন্‌তে হবে না! আমায় তুমি খালি এখন একটু এই গরম জল তুলে দাও! আমার খিদে পায়নি! আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে! তুমি না দিতে পার—আমি আপনিই তুলে নিচ্ছি। (মালা করিয়া হাঁড়ী হইতে গরম জল তুলিয়া লইয়া ফুৎকার প্রদান করিতে করিতে পান করণ) আঃ! বেশ জলটী গরম হয়েছে! আঃ! পেট্‌টা ঠাণ্ডা হলো! মা, তুমিও একটু গরম জল খাও না মা! তোমার পেট্‌টাও ঠাণ্ডা হবে এখন। বাবা যদি এখন কিছু আর না আনেন, নেই,

নেই, আর আমার এখন কিছুই খিদে নেই! (চক্ষে বস্ত্র দিয়া সবিতার ক্রন্দন! অনাথ নিকটে যাইয়া) কেন মা, তুমি কাঁদছ? আমার ত আর খিদে নেই! গরম জলও ত মা, একরকম খাবার! এই দেখনা, আমি যেমন গরম জল খেলুম, অমনি আমার পেট্‌টা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো!

(ত্রিলোচনের প্রবেশ।)

ত্রিলোচন। সবিতা! আজ একেবারে শূন্য হাত! আজ আর কিছুই পাওয়া গেল না! এ কি! তুমি কাঁদছ কেন?

অনাথ। বাবা! মার—বোধ হয়—আজ পেট্‌টা বড় জ্বালা করছে! আমি এত করে মাকে বলছি, তা, মা—কিছুতেই একটু গরম জল খাচ্ছে না! আমার পেট্‌টাও জ্বালা করছিলো, কিন্তু আমি যেমন ঐ হাঁড়ী থেকে—একটু গরম জল—তুলে খেলুম, আর অমনি আমার পেট্‌টা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো! মা যদি একটু গরম জল খেত, মারও পেট্‌টা ঠাণ্ডা হয়ে যেত! তা—মা, কেন খাচ্ছে না বাবা? তুমি মাকে একটু গরম জল—খেতে বল না বাবা?

ত্রিলোচন। বাবারে! ঐ অগ্নিময় জলে যদি—জঠরানল নির্ব্বাণ হতো, তা হ'লে আর মানুষের এত দুঃখ এ সংসারে থাকতো না! সবিতা, চুপ কর! কেঁদনা!

সবিতা। মনে করি ত কাঁদব না! কিন্তু কান্না যে থামাতে পারিনা! এ কান্নার বেগ যে, নদীর বেগের চেয়েও প্রবলবেগে আমার চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়ে! ওঃ! আর জন্মে না জানি কত মহা-পাপই করেছিলুম! তাই এই সব চ'খে দেখতে হচ্ছে! আহা! দুধের বাছা আমার—কাল থেকে কিছু খেতে পায়নি, খিদের জ্বালায় সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করেছে! মনে করেছিলুম সক্কালে

আমার বাছাকে—কিছুনা—কিছু খেতে দিতে পারব! তা এত বেলায় তুমি কি না—শুধু হাতে ফিরে এলে! আমি যে, আর আমার বাছার শুকনো মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনি! আমাদের কি হবে? আমরা কেমন করে, এখন এই ছেলেটার প্রাণ বাঁচাব? (ক্রন্দন)

ত্রিলো। (সকাতরে) না এ প্রাণ আর রাখবো না! এ দারিদ্র রাক্ষসের ভীষণ অত্যাচার আর সহ্য করতে পারবো না! এ নির্ম্মম দৃশ্য আর চক্ষে দেখতে পারবো না! আমি আত্মহত্যা করব! আমি আত্মহত্যা করব! (প্রস্থানোদ্যত)

সবিতা। কি কর? কি কর? কোথায় যাও? ছিঃ! অমন করে কি অধীর হতে আছে! অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই! কর্ম্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে! দেখ, ভগবান—আমাদের অদৃষ্টে আর কত কষ্ট লিখেছেন দেখ!

অনাথ। মা, আর তুমি কখন' কেঁদনা! আর আমি—কখন' তোমার কাছে আমার খিদের কথা বলবো না! বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা! তুমি অমন করে—আর রাগ করে চলে যেও না! আমার কিচ্ছ্যু খিদে পায়নি বাবা, আমার কিচ্ছ্যু খিদে পায়নি!

নেপথ্যে ভিখারীর— গীত।

কোথা বিপদ বারণ! অনাথ স্মরণ!
অধম তারণ ওহে দয়াময়!
আমি ভবার্ণবে ডুবে মরি হরি, দীননাথ, দীনে হও হে সদয়!

অনাথ। ঐ একজন ভিখারী এসেছে, যাই আমি গান শুনিগে।

[দৌড়িয়া গমন।

ত্রিলো। হা ভগবান! ভিখারীর বাড়ীতে আবার ভিখারী! এ তোমার আশ্চর্য্যলীলা! সবিতা, অনাথকে বারণ করো! বৃথা কেন ঐ গরীবের সময় নষ্ট করবে! এখানেত আর ও ব্যাচারীর এক মুষ্টি চালেরও প্রত্যাশা নাই।

সবিতা। অনাথ! এদিকে এস বাবা! মিছিমিছি, লোককে কষ্ট দিও না।

(ভিখারীর হস্ত ধরিয়া অনাথের প্রবেশ।)

অনাথ। তুমি এইখানে একটা গান গাও! আমার মার মনে বড় কষ্ট হয়েছে! তোমার গান শুন্‌লে, আমাদের আর কারুর কষ্ট থাকবে না! তুমি একটা গান গাও!

সবিতা। ছি বাবা! অমন করে কি লোককে মিছিমিছি গান গাওয়াতে আছে? ওকে তুমি কি ভিক্ষা দেবে?

ত্রিলো। আপনি বোধ হয় ব্রাহ্মণ?

ভিখা। আজ্ঞে হা, নমস্কার!

ত্রিলো। নমস্কার ঠাকুর! আপনি ও ছেলের কথা শুনবেন না!

ভিখা। বাবা! ছেলের কথা যদি না শুনবো, তবে এ জগতে আর কার কথা শুনবো বাবা? "ছেলে নারায়ণ"! বালকের হৃদয় ভগবানের বড়ই প্রিয়স্থান! তিনি সর্ব্বদাই বালকভাবে আবির্ভূত হয়ে, এই সংসার মরুভূমির তাপদগ্ধ মানবের প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করেন। বাবা! আপনারা বড় ভাগ্যবান! তাই এই বালকরূপী ভগবানকে কোলে পেয়েছেন। এ সংসারে যারা ছেলেকে যত্ন করে না, তারা কি আর মানুষ! তারা নিশ্চয়ই মনুষ্যরূপী রাক্ষস।

সবিতা। বাবা! আমাদের যে, ভিক্ষা দেবার কিছুই নেই! তুমি কি গান গেয়ে অমনি চলে যাবে?

ভিখা। মা! তাতে আর হয়েছে কি! বালক আব্‌দার ধরেছে, না হয় অমনিই একটা ভগবানের নাম গাইলুম। সব বাড়ীতে কি আর ভিক্ষে পাওয়া যায় মা! সবাই কি এখন আর এই কলিকালে মুষ্টি ভিক্ষার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে মা! ভিখারীকে একমুষ্টি চাল দিলে যে, তাদের ধর্ম্মের খাতায় লক্ষমুষ্টি চাল জমা হয়, তা কি আর—এখনকার লোক—সকলে—একথা বুঝ তে পারে মা? অনেকে ত এখন ভিখারীকে অমনিই বিদেয় করে দেয়।

সবিতা। বাবা, আমরা ঐ একটি ছেলে নিয়ে ঘর করি। পাছে কারুর মনখুন্নি হয়, এই আমাদের সদাই ভয়! আমাদের আর মুখ্‌ চাইবার যে, কিছুই নেই বাবা।

ভিখা। কিছু ভয় নেই মা! কিছু ভয় নেই! আমার মনখুন্নি হওয়া দূরে যাক্, আমি বরং কায়মনে আপনাদের মঙ্গলের জন্য—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ব! আপনাদের যেন তাঁর চরণেই মতি গতি থাকে! আমি এখন একটা নাম গান করি, আপনারা শুনুন্! (অনাথের প্রতি) এস বাবা কাছে এস! গান শোন!

ত্রিলো। ঠাকুর ক্ষমা করুন! আমাদের মনে এখন আদপেই সুখ নেই! গান ভাল লাগ্‌বে না।

ভিখা। কেন সুখ্‌ নেই বাবা? কি হয়েছে?

ত্রিলো। হবে আর ছাই কি! আমিও আপনার মতনই একজন ভিক্ষুক! কিন্তু বড়ই দুর্ভাগা!

ভিখা। ব্রাহ্মণমাত্রেই ভিখারী। তাতে আর আমাদের দুঃখ করবার কি আছে বাবা?

ত্রিলো। হাঁ, তা সত্য! কিন্তু আমার ভাগ্যে যে ভিক্ষাও যোটে না, আমি এমনিই হতভাগ্য!

ভিখা। ভিক্ষা কি আর রোজ্ জোটে বাবা! তা, তার জন্য আর ভাবনা কি? আজ না জুটে থাকে, কাল জুটবে! সেই দীননাথ, পতিত-পাবনকে স্মরণ করুন! তাঁর নাম—দীনবন্ধু! তিনি অবশ্যই দীনকে দয়া করবেন।

ত্রিলো। ঠাকুর! দীনবন্ধু যদি এ জগতে কেউ থাকতেন, তা হলে আর আমার ন্যায় দীনের হাঁড়ীতে, ঐ শুধু জল ফুট্‌তো না! নিশ্চয়ই দুটী চালের যোগাড় হ'তো! দুধের ছেলে আমার তাহলে, খিদেয় কাতর হয়ে, তোমার গান শুনে ভুলে থাকবার চেষ্টা ক'রতো না!

ভিক্ষা। সে কি কথা! আপনার ঐ হাঁড়ীতে শুধু জল ফুটছে? চাল নেই? এই নিন্! এই নিন্! আমার ভিক্ষালব্ধ এই চালগুলি নিয়ে, শীঘ্র ঐ হাঁড়ীতে ফেলে দিন!

সবিতা। বাবা তুমি কি বলছো? এ জন্মে ত এই দুর্দ্দশা ভোগ করছি! একমুষ্টি অন্নের জন্য, হা—হা ক'রতে হচ্ছে! তুমি কি শেষ— আমাদের আরং নরকে ডোবাবে? তুমি আমাদের দ্বারস্থ হয়েছ, তোমাকেই আমরা ভিক্ষে দোব। তা নয়, আবার তোমার কাছ্ থেকে, তোমার ঐ ভিক্ষের চালগুলি পর্য্যন্ত কেড়ে নোব?

ভিক্ষা। মা, যদিও আমি ভিখারী সত্য। কিন্তু এটা জানবেন মা, আমি প্রাণহীন নই! আপনাদের এই দুধের ছেলে শুখিয়ে থাকবে জেনেও,—আমি আমার এই নিজের শূকর-উদর পূর্ণ করবার জন্য—আমার চালগুলো সব বেঁধে নিয়ে যাব? না, না, তা আমি কখনই পারব' না! এ চাল, আপনাদের নিতেই হবে! আপনারা যদি এখনি আমার এই চালের অন্ন রন্ধন করে, এই ক্ষুধাতুর বালকের ক্ষুন্নিবৃত্তি না করেন, তাহলে আমি আপনাদের

নিকট এখনি আত্মঘাতী হব! অ্যাঁ! এই বালক অভুক্ত? দেখুন! আমি ভিখারী হলেও সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ! আমি স্বয়ং আপনাদের হাঁড়ীতে এই চাল প্রদান ক'রব, দেখি কেমন করে আপনারা আমায় নিষেধ করেন!

(হাঁড়ীতে চাউল ঢালিয়া দেওন)

ত্রিলো। ঠাকুর, করেন কি? করেন কি? আপনার সব চালগুলো হাঁড়ীতে ঢেলে দিলেন?

ভিখা। যা করলুম,তা—আপনি বুঝতে পারবেন না! আপনার উপরে যিনি আছেন, তিনি বুঝ্‌তে পারবেন যে, আমি কি করলুম! (অনাথের প্রতি) বাবা! আর একটুখানি কষ্ট সহ্য কর! এখনি অন্ন পাক হয়ে যাবে এখন। আমি তোমায় না খাইয়ে, এখান থেকে কিছুতেই যাব না। ততক্ষণ এস তোমায় ভগবানের নাম গান শোনাই।

ত্রিলো। সবিতা, একি! ইনি কে? আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি! আমাদের ওপর এঁর এত দয়া কেন?

সবিতা। তুমি বুঝ্‌তে না পেরে থাক, আমি বুঝতে পেরেছি! ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা। ভিখারীর বেশে আমাদের দয়া ক'রতে এসেছেন। (ভিখারীর প্রতি) বাবা! আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন! আমরা আপনাকে চিন্তে পারিনি!

(প্রণাম করণ)

ভিখা। একি মা! আপনি আমায় প্রণাম ক'রছেন কেন? আমি আপনাকে মা বলেছি, আমিই আপনার পদধূলি মাথায় ক'রে নোব। আপনি সাধ্বী—সতী, পতিব্রতা, আপনার দর্শনেও আমার পুণ্য আছে। মা, আমি দেবতা নই, মা!

আমি দেব্তা নই! আমি আপনাদের মতনই একজন মানুষ। তবে আমার কায়, মন, প্রাণ, সব আমি এখন আমার সেই প্রাণবল্লভ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেছি। এখন আমি পরোপকার ব্রতকেই জীবনের সার বিবেচনা করেছি। মা! আমিও আপনাদের মতন অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছি! মনটা যখন আমার সন্দেহ দোলায় দুল্‌তো, এ জগৎ কাণ্ডের যখন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারতুম না, তখন আমিও অনেক রকম দুঃখ, যন্ত্রণা পেয়েছি! তারপর যখন স্থির বুদ্ধি দ্বারা বুঝ্‌তে পার্‌লুম যে, এ জগতের কোন কার্য্যের উপরই মানুষের কোন হাত নাই, মানুষ জগৎকর্ত্তার হাতের একটি ক্রীড়া-পুতুল মাত্র! তখন—যেন অন্তরে অন্তরে কি একটা মহাশান্তির অনুভব হলো! প্রাণ যেন এই অনিত্য সংসারের, তুচ্ছ ভোগসুখের আশা পরিত্যাগ করে, কোথায়, কোন শান্তিময় স্থানে ছুটে যেতে লাগলো! তখন বুঝলুম যে, পঞ্চভূতের মোহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, একই আত্মা, সর্ব্বদেহে বিরাজিত। তখন কে যেন, আমার কানে কানে বলে দিলে, যে আত্মপর "ভেদাভেদজ্ঞান" কেবল জীবের মোহবন্ধন মাত্র। কার ছেলেকে এ সংসারে কে খাওয়ায় মা? যাঁর ভাব্‌না, তিনিই ভাব্‌ছেন। কেবল তাঁকে বিস্মৃত হয়েই, আপনারা এত কর্ম্মফল ভোগ করছেন। মা, এই ভিখারীর একটা কথা স্মরণ রাখবেন! শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, উপবেশনে, সদাসর্ব্বদাই—সেই বিপদহারী,—মধুসূদনকে স্মরণ করবেন! সত্যপথে থেকে, পরের উপকারের জন্য, কৃতসংকল্প হবেন! দেখবেন, এ জগতে আর আপনাদের—কোন দৈন্য, কোন দুর্দ্দশাই থাক্‌বে না!

সবিতা। বাবা! আপনি আমাদের পায়ে রাখুন! আপনি আমাদের উদ্ধার করুন!

ভিখা। মা! আমি আপনাদের এই প্রাণ পুত্তলিকে, আজ—ভগবানের নামমন্ত্র প্রদান করবো, এই বালক, আজ থেকে—যেখানে ভগবানের নাম গান ক'রবে, সেইখান থেকেই প্রচুর ভিক্ষা প্রাপ্ত হবে। এই বালকের ঐ মধুর মুখে, মধুর হরিনাম গান শুনলে, নির্ম্মলআত্মা, পবিত্র পুণ্যবান ব্যক্তি মাত্রেই, স্নেহ মমতায় বিগলিত হবে! তাঁদের পবিত্রহৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির উদয় হবে। এই সন্তান হতেই আপনাদের সর্ব্বসন্তাপ বিদূরিত হবে। আর কোন দুঃখই থাকবে না। এস বাবা! ভগবানের নাম গান-শিখ্‌বে এস! এই নাম গান, তোমাকে আবার এমনি করে, লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে গাইতে হবে।

অনাথ। যদি আমি হরিনাম গাইলে, আমার মা, বাবার দুঃখু দূর হয়, তাহলে আমি খুব নাম গান গাইতে পারব!

ভিখা। তুমি যে পারবে,তা আমি জানি। তোমার পিতামাতার দারুণদুর্দ্দশা দূর করবার জন্যই যে, তোমার জন্ম হয়েছে, তাও আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। এখন এস! আমার সঙ্গে নাম গান শিক্ষাকরবে এস!

(ভিখারী ও অনাথকুমারের গীত।)

(কীর্ত্তন)

কোথা বিপদবারণ! অনাথ স্মরণ!
অধম তারণ ওহে দয়াময়!
আমি ভবার্ণবে ডুবে মরি,
হরি দীননাথ, দীনে হওহে সদয়!

আমি জেনেছি, জেনেছি, জেনেছি এখন,
তুমি অগতির গতি পতিত পাবন !
তুমি নারায়ণ ! জগত তারণ !
দিয়ে শ্রীচরণ, প্রদান অভয় !

(সহসা ধর্ম্মবালাগণের আবির্ভাব ও সমবেত সঙ্গীত ।)

ধর্ম্মবালাগণ ।

ওহে মঙ্গলময় নাথ, কর হে মঙ্গল !
দেখা দাও দীনে, দীনের সম্বল !

ভিখারী ও অনাথ ।

হের আঁখি জল, ঝরে অবিরল !
ঘুচাও আমার করমের ফল !
নিভাও আমার, অনুতাপানল !
এই তাপিত হৃদয়ে—হও হে উদয় ॥

ধর্ম্মবালাগণ ।

কর শান্তিদান ! ওহে মহাপ্রাণ !
কর, কর, প্রভু ! কর পরিত্রাণ !
ওহে তাপিত তারণ ! শ্রীমধুসূদন !
দাও, দাও, প্রভু ! দাও শ্রীচরণ !

সকলে—লইনু স্মরণ ! ঘুচাও বন্ধন !
ঘুচাও আমার এ ভব ভয় ॥

[পট-পরিবর্ত্তন]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিলোচন ঠাকুরের কুটীর সম্মুখস্থ গ্রাম্যপথ।

(ছড়িহস্তে অজিতকুমারের প্রবেশ।)

অজিত। জানিনা কেন আমার প্রাণ এত নির্জ্জন স্থান ভালবাসে! সংসারের অসার, অর্থহীন, কোলাহল থেকে, কেন প্রাণ দূরে থাকৃতে চায়! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিষয়, বিভব, কিছুই যেন আর ভাল লাগে না! জানিনা এ অতৃপ্ত প্রাণ কিসের জন্য লালায়িত হয়েছে! কি জানি কিসের জন্য মনে এমন উদাস ভাবের উদয় হয়! কোথায় কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, মন আপনি যেন—ভেসে চলে যায়! কি যেন এক—মোহনসুরের অজ্ঞাত মধুর তানে—প্রাণ আপনি আকুল হয়ে ওঠে! কি যে করি! কোথায় যে যাই! কিছুই স্থির কৃর্তে পারি না! এ অনিত্য জীবনের অসার কল্পনাসুখ, আর যেন আমাকে তৃপ্তি প্রদানে সক্ষম হয় না! গুরুদেব যা দেখালেন, যা বোঝালেন, তা অতি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ! এ মনুষ্য জীবনটা কি—শুধু মোহের বন্ধন? না স্বপ্ন কল্পনা? কিছুই বুঝতে পারৃছি না!

(হেমাঙ্গমোহনের প্রবেশ।)

হেমাঙ্গ। (স্বগত) এই যে, হুজুর আমার এখানে নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে কি বিড়, বিড় করে বকৃছেন। (প্রকাশ্যে) বলি প্রভু! ব্যাপারখানা কি? এই বয়সে এত একলা থাকৃবার সাধ কেন? যান, বাহন, লোকজন, সমস্ত সরিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। মায় শরীর

রক্ষীটী পর্য্যন্তও কাছে নাই, বলি, ব্যাপারখানা কি? এখানে কি, কিছু আঁতের টানের জিনিষ আছে না কি?

অজিত। হেমাঙ্গ! আঁতের টানের জিনিষ, এ সংসারের সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু আমরা এমনি মায়ামোহে অন্ধ-যে, কিছুই দেখতে পাইনি!

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে হ্যাঁ! কথাটা সত্য বটে! কিন্তু আবার এক এক সময় এমন দেখতে পাই—যে, তখন আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তা সে কথা চুলোয় যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, বলি—এখানটায় এত পায়চারী করা হচ্ছে কেন? কেউ, উঁকি, ঝুকি মেরেছে না কি?

অজিত। হেমাঙ্গ! এই নিরানন্দময় সংসারে, এত আনন্দ তুমি কোথায় পাও? সদাই সদানন্দ মূর্ত্তি! আমি দেখ্‌ছি, এ সংসারে তুমিই সুখী।

হেমাঙ্গ। তা সুখী না হ'য়ে, আর করি কি বলুন প্রভু? আমার দুঃখের কথা আর, এ সংসারে কে শুন্‌বে বলুন? এই যে, আপনাকে আতি, পাতি, করে, খুজে খুঁজে আমার হাঁফ্ ধরবার যোগাড় হ'য়েছেঁ! তা,—সে কথা—কে আর আমায় জিজ্ঞাসা করছেন বলুন দেখি?

অজিত। তা, কে তোমাকে এত পরিশ্রম করতে পরামর্শ দিলে? আমিত আর বালক নই, যে পথ বিস্মৃত হব।

হেমাঙ্গ। দয়াময়! আপনি বালক না হ'লেও যে, খুব বেশী বুদ্ধিমান, তাত আমার বোধ হয় না। কারণ, আপনার জীবনের মূল্যটা যে, কিরূপ তা বোধ হয়, আপনার অনুধাবন করবার শক্তি একেবারেই নেই!

অজিত। জীবনের মূল্য? জীবনের আবার মূল্য কি? জীবন কি

মানুষের হাতধরা ? জীবন এ সংসারে আপনি আসে, আবার আপনিই চলে যায় ! তবে যে কদিন আপন-ইচ্ছায়, এই মাংস-পিণ্ডটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সেই কদিনই—মানুষ মনে করে যে, আমি জীবিত আছি ।

হেমাঙ্গ। ও বাবা ! এ যে দেখছি একেবারে—বেদান্ত দর্শন ! এ সব লক্ষণ ত বড় ভাল নয় ! এ যে দেখছি সব "বনং ব্রজেতের" লক্ষণ। না আর আপনাকে এমন করে—নির্জ্জনে ছেড়ে দেওয়া দেখছি যুক্তি সঙ্গত নয়। শেষে কি আবার একটা কাণ্ড করে বসবেন। এখন চলুন দেবতা ! এখন চলুন ! আর বাক্-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, এখন যেখানকার নিধি—সেইখানে পৌঁছে দি চলুন !

অজিত। কেন, আর বাক্-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নেই কেন ? আমি কি কিছু—অন্যায় কথা বলেছি ?

হেমাঙ্গ। না প্রভু ! না, কিছু না, কিছু না, কিন্তু আমি আপনার নিকট আর এ সব আধ্যাত্মিক কথা শুন্‌তে সম্মত নই। বাবা ! শেষে কি আবার, আমার মাথাটা শুদ্ধ্ গুলিয়ে যাবে ! এখন সোমত্ত পরিবার ঘরে জ্যান্ত রয়েছে। না না, আর কথায় কাজ নেই, এখন চলুন ! চলুন ! আহা ! রাণী মা আমাদের যা বলেন, তা মিথ্যে কথা নয়। এ যে দেখছি, একেবারে পরিবর্ত্তন। ও বাবা ! প্রভু যে, ভিতরে, ভিতরে, এতদূর এগিয়েছেন—তা আমি জানতুম্ না।

(এই সময় অজিতকুমার, অন্যমনস্ক হইয়া, ভূমিতে ছড়ি ঠুকিতে লাগিলেন, এমন সময় অজ্ঞাতসারে হস্ত হইতে হীরকাঙ্গুরী পতিত হইল।)

হেমাঙ্গ। প্রভু ! আর লাঠি ঠুকতে হবে না ! এখন গৃহে চলুন ! এখনত

বয়স আছে দয়াময়, এখনত বয়স আছে! এর মধ্যে অত তত্ত্ব চিন্তা কেন? চলুন! চলুন! এখন ঘরের ছেলে—ঘরে চলুন! বিষয় কর্ম্মগুলো-সব, একবার দেখ্‌বেন চলুন!

অজিত। চলো যাচ্ছি! কিন্তু কার বিষয় কে দেখবে, তা তুমি কিছুই জান না! আচ্ছা চলো!

"মায়া যবনিকাছন্ন মজ্ঞাধোক্ষ জম ব্যয়ং।
ন লক্ষ্যসে মূঢ় দৃশা নট নাট্যধরো যথা॥"

[প্রস্থান।

হেমাঙ্গ। না, এ লক্ষণ বড় ভাল নয়! এ দেখছি সব ভূতে পাওয়ার লক্ষণ! কিন্তু এত, যে, সে ভূত নয় বাবা! এ যে পঞ্চভূতের বাবা—ভূতনাথ কৃপা করেছেন! এ ভূত যে, সংসারীকে—সন্ন্যাসী করে। দেখি, আবার—প্রভু আমার, কোন্ দিকে গেলেন দেখি।

[প্রস্থান।

(ত্রিলোচন ঠাকুরের প্রবেশ।)

ত্রিলো। এত বেলা হ'লো, অনাথ আমার এখন ফিরে এল না কেন? কোথায় গেলো? ভিক্ষা কর্‌তে, কর্‌তে কি, কোন দূরগ্রামে গিয়ে পড়েছে? ছেলেটার জন্যে যে, প্রাণটা বড়ই অধীর হয়ে উঠলো! বাবা—আমার, একলা—কোথায় ঘুরে, ঘুরে, বেড়াচ্ছে! সবিতাও যে, তার জন্যে—বড়ই অধীর হয়ে পড়েছে! এখন কি করি? কোথায় তাকে অনুসন্ধান করি? (সম্মুখে ভূপতিত হীরকাঙ্গুরী দেখিয়া) একি! এ কার আংটী

এখানে পড়ে রয়েছে? এ কিসের আংটী? এ কি—হীরে? হীরে কি এত বড় হয়? এ যদি সত্যি হীরে হয়, তাহলে, তাহলে—এর মূল্য কত হবে? ভগবান কি আমাদের দারুণ দুর্দ্দশা—দূর করবার জন্যই, এই মহামূল্য বস্তু—আমার এই কুটীর দ্বারে এনে ফেলে দিয়েছেন? যাই! যাই! সবিতাকে—দেখাইগে! এইবার বোধ হয়, আমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে! ভগবান, ধন্য তোমার দয়া!

[প্রস্থান।



তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(অনাথ কুমার ও গ্রাম্য লোকগণ।)

অনাথকুমারের গীত।

কোথা প্রেমসিন্ধু!
আমায় কৃপা-বিন্দু কর দান!
আমি বড় দীন, ওহে দীনবন্ধু!
আমার নাহি কিছু দিতে প্রতিদান॥
আমি বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি এখন!
তুমি অগতির গতি, পতিত-পাবন!
নিত্য নিরঞ্জন! ভুবন পালন!
তুমিই অপার করুণা নিদান॥

[এই গান গাহিবার সময় গ্রাম্যলোকগণ অনাথকুমারের চতুর্দ্দিকে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এবং গান সমাপ্ত হইবার পর, সকলে বলিতে লাগিলেন]

সকলে। বাঃ! বাঃ! চমৎকার গান! চমৎকার গান!

১ম লোক। ছোক্‌রার গলাও যেমন মিঠে, কথাগুলিও তেমন্নি মিষ্টি! বলিহারী বাবা! বলিহারী! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক।

২য় লোক। ছোকরা, তুমি এ বয়সে এমন গান শিখলে কি করে? আহা! প্রাণটা যেন জুড়িয়ে দিলে! বাঃ বাঃ কি সুন্দর গান! দীর্ঘজীবী হও বাবা! দীর্ঘজীবী হও!

৩য় লোক। ওহে ছোক্‌রা, গাও! গাও! আর দু চার খানা গাও! এত ভদ্রলোক সব, তোমার গান্‌ শোন্‌বার জন্যে দাঁড়িয়ে গেছে; চুপ করে আছ কেন? গাওনা! গাওনা! আর দু একটা গাও না!

অনাথ। আপনারা আমায় দয়া করে, কিছু ভিক্ষা দিন! আমি আবার গাইব এখন!

সকলে। ও বাবা! বলে কি? পয়সা চায় যে হে?

৩য় লোক। তাইত, এখানে দাঁড়ান আর সুবিধা নয়, বেটা দেখছি জাত ভিখিরীর ছেলে। একটা গান গাইতে না গাইতেই বলে পয়সা দাও! আরে অমন গান্‌ ঢের শোনা গেছে। এস হে, যদু দাদা, চলে এসো!

২য় লোক। চলো! চলো! ব্যাটা মনে করেছে, আমরা যেন আর কখন গান্‌ শুনিনি, পয়সা অমনি প'ড়ে আছে আর কি?

[২য় ও তৃতীয় লোকের প্রস্থান।

১ম লোক। (ট্যাঁকে হাত দিয়া) তাইত বাবা! কাছেত এখন একটাও পয়সা নেই দেখছি, তা দেখ, আবার যখন এদিকে আসবে, আমার সঙ্গে দেখা কোর! তোমার পয়সাটা আমার কাছে পাওনা রইল। দেখা কোর! ভুলনা!

[প্রস্থান।

সকলে। চল হে, চল! বেলা হ'য়ে গেছে! আর এখন গান শোনে না, চলো! চলো! বেটা আবার পয়সা চায়! পয়সা অমনি খোলামকুচি আর কি।

[সকলের প্রস্থান।

অনাথ। কৈ! এখানেত কিছুই ভিক্ষা পেলুম না! তবে কি হবে? মা

আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছেন, আমি ভিক্ষে করে না নিয়ে গেলে, আমার মা বাবার আজ খাওয়া হবে না! কৈ? এরাত আমার গান শুনে কেউ ভিক্ষে দিলে না! তবে কি হবে? ভিখারী ঠাকুর বল্লেন যে, আমার গান শুন্‌লেই লোকে ভিক্ষে দেবে! তা কৈ দিলে? এরা সকলেই ত অম্‌নি চলে গেল, আচ্ছা,—আর একবার গান গেয়ে দেখি, ভিক্ষা পাই কি না।

অনাথকুমারের গীত।

অকুলে আকুল হয়ে, লয়েছি স্মরণ!
কোথা হরি দেখা দাও—বিপদ বারণ।
হর, ভয় হর! হরি ভয় বিনাশন॥
মায়ার বন্ধনে—হয়ে আত্মহারা!
[আমি] ভাবিতেছি—শুধু—পুত্র কন্যা দারা;
কিন্তু নাহি ভাবি কভু—কেহ নয় তাহারা,
কেবল মায়ার সংসারে মোহেরি বন্ধন!
আমি, শেষের সে দিন, ভাবি মনে মনে!
আমার কম্পিত হৃদয় হয় ক্ষণে ক্ষণে!
দেখো প্রভু দেখো! আমায়—নিজগুণে রেখো!
অন্তিমে এ দীনে দিও শ্রীচরণ॥

(বিজয়কুমার, উষারাণী, ও চোপদারগণের প্রবেশ।)

বিজয়। এ কাদের ছেলে, এখানে দাঁড়িয়ে গান গাইছে?

উপরের গীতের দ্বিতীয় লাইনের পর—

"সংসারে জড়িত—ভয়-ভীত চিত"

এই লাইনটী বসিবে।

বিজয়। না, আমি গান শুনবো ! তোমরা একটু দাঁড়াও !

২য় চোপ। রাস্তামে এ কেয়া বখেড়া লাগায় দিয়া ? আরে ছোক্‌রা হট্ যাও ! হিঁয়াসে হট্ যাও !

ঊষা। না, ও হট্ যাবে না ! ও গান করুক ! আমরা শুন্‌বো।

১ম চোপ। আরে, ইয়েত বড়া মুস্কিল লগায় দিয়া। আভি কেয়া করে ? কুমার বাহাদুরকো, আভি কেয়সে হিঁয়াসে লে যাই ?

২য় চোপ। কুমার বাহাদুর ! ঊষামায়ী ! চলো, ঘরমে চলো ! দেখো কেত্‌না বেলা হো গিয়া, আভি বদন্‌মে ধুপ্ লাগেগা ! রাণী মায়িকি গোঁসা হোয়েঙ্গি।

ঊষা। তবে আমরা ওকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব। দাদামণি ! তুমি ওকে আমাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে চলো না !

বিজয়। তুমি আমাদের বাড়ীতে যাবে ? আমরা তোমার গান শুন্‌বো !

অনাথ। যাব ! কিন্তু এরা যে আমায় বক্‌বে !

(চোপ্‌দারকে দেখাইয়া দেওন)

বিজয়। না, ওরা কিছু বল্‌বে না। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো !

অনাথ। তোমরা আমায় ভিক্ষে দেবে ?

ঊষা। আমার মার কাছে—যদি তুমি গান কর্‌তে পার, তাহলে তুমি অনেক ভিক্ষে পাবে। মা আমার খুব ভিক্ষে দেন।

অনাথ। তবে আমি তোমার মার কাছেই গান গাইব। আমার বড় ভিক্ষের দরকার ! আমরা বড় গরীব লোক ! ভিক্ষে না কর্‌লে আমরা খেতে পাই না !

ঊষা। দাদা, ও কি বল্‌ছে ? ওরা কেন খেতে পায় না দাদা ? ওদের বাড়ীতে কি লুচি ভাজা হয় না ? সন্দেশ তৈরি করে না ?

বিজয়। তোমার মা কি—তোমায় খেতে দেন না ?

অনাথ। আমার মা—খাবার পেলেই আমায় খেতে দেন্। কিন্তু সব দিন ত আর খাবার পান্ না।

বিজয়। আচ্ছা চলো, আমাদের বাড়ীতে চলো! আমার মা তোমায় অনেক খাবার দেবেন এখন।

১ম চোপ। আরে, এ কেয়া মুস্কিল হো গিয়া! আরে ছোক্‌রা, তোম্ কেয়া বখেড়া লাগায় দিয়া? ভাগো, হিঁয়াসে ভাগো!

ঊষা। তোম্ চোপ্‌রাও! উস্‌কো কুছ্ মত্ বোলো! দাদামণি! চলো না, ওকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই!

বিজয়। চলোনা ভাই! আমাদের সঙ্গে—আমাদের বাড়ীতে চলো না! [হস্তধারণ]

ঊষা। আমরা দুজনেই তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব। আমার মার কাছে তোমায় গান গাইতে হবে। (অপর হস্ত ধারণ)

১ম চোপ্। আরে, এ ভিখারীকা লেড়্‌কাকো লেকে, এ লোক্, কেয়া হাঙ্গামা লাগায় দিয়া? ছোড়্ দিজিয়ে—হুজুর! উস্‌কো হাত ছোড়-দিজিয়ে! এই-সাহি উস্‌কো আনে দিজিয়ে!

বিজয়। না, আমি ওর হাত ছাড়বো না। আমি ওর হাত ধরেই নিয়ে যাব।

ঊষা। আমিও তাহলে এ হাত্ ছাড়বো না। আমিও হাত ধরে নিয়ে যাব।

উভয়ে। (দুইজনে অনাথ কুমারের দুই হস্ত ধরিয়া যাইতে যাইতে)
আমরা একদিকে ভাই, একদিকে বোন্ ধরে নিয়ে যাই!
তুমি চলে এস! চলে এস! চলে এস ভাই! [প্রস্থান।

চোপদারগণ। এ কেয়া বখেড়া—হো গিয়া ভাই! এ কেয়া বখেড়া—হো গিয়া! সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(ত্রিলোচনের কুটীরাভ্যন্তর)

(চিন্তামগ্না সবিতা আসীনা, ত্রিলোচনের প্রবেশ)

ত্রিলো। সবিতা, এইবার বুঝি আমাদের দুঃখের অবসান হলো! দেখ! দেখ!—ভগবান আমায় কি দিয়েছেন দেখ! (সবিতার হস্তে অঙ্গুরী প্রদান)

সবিতা। একি! এ যে মাণিকের আংটী! এ তুমি কোথায় পেলে?

ত্রিলো। ভগবান দিয়েছেন সবিতা, ভগবান দিয়েছেন! এইবার বোধ হয়—আমাদের আর কোন দুঃখুই থাকবে না!

সবিতা। এ নিয়ে—তুমি কি করবে?

ত্রিলো। কেন? বিক্রি করবো!

সবিতা। অমন কাজও কর না! তুমি নিশ্চয় যেন, এ আংটী বড় সামান্য লোকের আংটী নয়! এ আংটী বেচ্‌তে গেলেই তুমি অপ-হরণের অপরাধে ধরা পড়্‌বে। এ আংটী তুমি কাছে রেখ না! রাজবাড়ীতে গিয়ে—জমা দিয়ে এস, আমার কথা শোন! এ আংটী বেচে—দুঃখু্‌ দূর করবার চেষ্টা করলে, আমাদের দুঃখু্‌ আরও বাড়বে বই—কমবে না! তুমি নিশ্চয় যেন যে, এ আংটী নিশ্চয়ই কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আংটী। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি—এরূপ আংটীর অধিকারী, তিনি বড় সামান্য ব্যক্তি নন্‌। আম্‌রা পথের ভিখারী, আমাদের হাতে—এরূপ মহা মূল্যবান দ্রব্য থাকলে, আমরা রাজদ্বারে দণ্ডনীয়

হব। আমার কথা শোন! তুমি এখনি এই আংটী—রাজ বাড়ীতে জমা দিয়ে এস! রাজা এ আংটীর যথার্থ অধিকারীকে, অনুসন্ধান করে, আংটী প্রদান করবেন এখন।

ত্রিলো। সবিতা, তুমি কি বলছ? দরিদ্রতা দোষে, তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি সব বিলুপ্ত হয়েছে? আমি কি কারুর গৃহ থেকে এ আংটী চুরি করে এনেছি যে আমার রাজদ্বারে দণ্ড হবে? এ আমায় ভগবান দিয়েছেন। আমার কুটীর দ্বারে, আমি পথের ধুলায় এই অমূল্য বস্তু কুড়িয়ে পেয়েছি। ভগবান দত্ত জিনিষ, আমি উপেক্ষায় পরিত্যাগ করব? না, তা আমি কখনই পারব না।

সবিতা। না—না! ভগবান তোমায়—কখনই এ দ্রব্য—দেন্‌নি! তুমি লোভের বশীভূত হয়ে, বৃথা ভগবানের নাম করে, আত্মমত পোষণ করছ। দেখ, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী! আমার কথা শোন! সেই দেবপ্রকৃতি ভিখারীর কথা স্মরণ কর! তিনি বার, বার, বলেগেছেন—"সত্য পথ কখন পরিত্যাগ করোনা!" ও গো, আমার মনে খুব—আশা হচ্ছে! অনাথকুমার, আজ আমার প্রচুর ভিক্ষা আন্‌বে! বাছার আমার সেই মধুর মুখে, মধুর হরি নাম শুন্‌লে, অনেকের প্রাণ গলে যাবে! আমি তোমায় বল্‌ছি, তুমি লোভ ত্যাগ কর! লোভে পাপ! পাপে মৃত্যু! সেই ভিখারীর কথার উপর বিশ্বাস কর! তুমি দেখো, আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমাদের আর কোন দুঃখু থাক্‌বে না! ঐ ছেলে হতেই আমাদের সব দুঃখু—দূর হবে। ধর্ম্মপথে থাক, এত কষ্ট পেয়েছ! কিন্তু কৈ, কখনত তুমি অধর্ম্মের কথা মুখে আননি! আজ তোমার একি বুদ্ধি হলো?

আমার কথা শোন! এ আংটী তুমি রাজসরকারে—জমা দিয়ে এস! আমি বল্‌ছি, তাহলে আমাদের ভাল বই মন্দ হবে না।

ত্রিলো। সবিতা, আমি তোমার সব কথা শুন্‌তে পারব, কিন্তু তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারব না। এ ভগবানের দান্ আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে পারব না। আমি বড় কষ্ট পেয়েছি; দারিদ্রের দারুণ দুর্দ্দশায়—আমার অস্থি, চর্ম্ম, সব নিষ্পেষিত হয়ে গেছে! আমি আর সেই নিদারুণ দুর্দ্দশার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারব না! আর আমি, এই মায়া মমতাহীন রাক্ষসের সংসারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব না! আমি এই রত্ন বিক্রয় করে—যে, প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হব, তাতে বোধ হয়, আমার পুরুষানুক্রমে—ঐশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ করবে। আমি কিছুতেই এ লোভ পরিত্যাগ করতে পারব না! আমায় তুমি ক্ষমা কর! এখন আমি কিছুদিন এ আংটী অতি গোপনীয় স্থানে রেখে দেব। তারপর—সময় ও সুযোগ বিবেচনা করে, এই আংটী বিক্রয় করব। তারপর? তারপর যা হবে, তুমি নিশ্চই তা দেখ্‌তে পাবে! দাও! এখন আংটী দাও! (আংটী গ্রহণ করিয়া) আমি এখন একে, অতি সন্তর্পণে—একটা গোপনীয় স্থানে রেখে আসি।

(প্রস্থান)

সবিতা। হা ভগবান! এ—কি কর্‌লে প্রভু! এ দরিদ্রের ঘরে বিপদের রাশী এনে—কেন ঢেলে দিলে! হায়! হায়! কি হবে! কেমন করে ওঁকে এ লোভের হাত থেকে উদ্ধার করব! দেখি, দেখি, কোথায়—আংটী লুকিয়ে রাখে একবার দেখি! ভগবানের কৃপায় কি, ধর্ম্মরক্ষার—কোন উপায় করতে পারব না? অবশ্য

পারব! আমি কিছুতেই এই আংটী গ্রহণ করতে দোব না! ভগবান রক্ষা কর প্রভু! রক্ষা কর! লোভ-রাক্ষসের হাত থেকে আমার স্বামীকে রক্ষা কর!

[প্রস্থান।

(ধর্ম্মবালাগণের আবির্ভাব ও গীত।)

যদি মতি, গতি, ওগো সতী,
থাকে তাঁর পায়!
তবে বিপদে, সম্পদে, বিপদ বারণ,
করিবেন উপায়॥
মায়া, মোহে, নর আপনা হারায়,
সুখ-আশে সদা বিপথেতে ধায়,
সুখ নাহি পায়, করে হায়! হায়!
শেষে অনুতাপানলে—হৃদি জ্বলে যায়!
মরণের দিন নিকটে দেখিয়া,
নিরাশ হৃদয়ে করে হায়! হায়!!
ধরমের আলো—ধিকি, ধিকি, জ্বলে,
ধরমের সুখ—ধীরে, ধীরে, ফলে;—
বলী যদি হও,—ধরমের বলে!
তবে কেন—হবে—নিরুপায়!
হের, ভবের কাণ্ডারী—নিয়ে ধর্ম্ম-তরী,
ঐ কর্ণধার হয়ে, ডাকিছেন তোমায়॥

[পটক্ষেপন।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মায়াময়ীর বিলাসকক্ষ।

মায়াময়ী ও নির্ম্মলা।

নির্ম্মলা। একি সত্য বল্‌ছ সখি? আমার ত ভাই বিশ্বাস হয় না, অমন প্রেমিক পুরুষ কি কখন অপ্রেমিক হ'তে পারেন?

মায়া। নির্ম্মলা, তোমার কাছে আমার আর কি গোপনীয় আছে বল? আমি তোমায় সত্য কথা বল্‌ছি, তিনি এখন আঁর আমায় তেমন—ভালবাসেন না! সে সোহাগ, সে ভালবাসা, সে পলকে প্রলয়, এখন আর সে সব কিছুই নেই! সেই হাসিভরা প্রফুল্ল মুখ এখন যেন গাম্ভীর্য্যের আঁধারে আবৃত! সর্ব্বদাই একমনে কি যে চিন্তা করেন, তাত আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।

নির্ম্মলা। সখি, তুমি যদি তাঁর ভাব বুঝতে না পেরে থাক, তা হ'লে এ জগতে যে, আর কেউ বুঝতে পারবে তাত আমার বিশ্বাস হয় না! আমার বোধ হয়, তোমার প্রণয়-দুগ্ধটা একেবারে নবনীতে পরিণত হয়েছে, তাই তিনি আর অধিক পরিমাণে পান করতে পারেন না। ভাল জিনিষ—অধিক পরিমাণে খাবারও ত উপায় নেই! পোড়া বিধির বিধান! এমন অবিচারও দেখিনি!

মায়া। নির্ম্মলা! তোমার কি—খালি ঐ রহস্য! আমি কোথায়, তোমায় আপনার ভেবে—দুটো মনের কথা বল্লুম, তাই, এই কি তার—জবাব হলো?

নিৰ্ম্মলা। কি জান সখি, একটা চল্‌তি কথায় আছে, "যার ছেলে যত খায় তার ছেলে তত নালায়!" যার ঘরে—যে জিনিষটী থাকে, তার তাতে মন ওঠে না! যে ফলটা হাত বাড়িয়ে পাওয়া যায়, লোকে সেটীর দিকে না চেয়ে, সেই মক্‌ডালের ফলটীর দিকেই হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। তোমার ঘরে ভালবাসার ছড়াছড়ি, সোহাগের হুড়োহুড়ি, তাই আমোদেরও গড়াগড়ি! একটা গানে আছে শুনেছিলুম, কি—ছাই মনেও আস্‌ছে না! হ্যাঁ! হ্যাঁ! মনে হয়েছে! শুন্‌বে? শুন্‌বে? তবে শোন!—

নিৰ্ম্মলার গীত।

বিরহে প্রাণ হয় যে ব্যাকুল,—
কেবল অনুরাগ তায় বোঝা যায়!
অদর্শনে যে যাতনা,
দর্শনে থাকেনা হায়!
যেখানে যার যত মান,
সেখানে তার তত টান!
অভিমানে-আত্মহারা,
কাঁদে গো প্রাণ—যাতনায়;—
এ যে, কি যাতনা—বুঝতে নারি,
ওগো, যাতনায় সুখ একি দায়॥

মায়া। তোমার মুখে আগুন! এত রঙ্গও জান! যেমন দেবা, তেমনি দেবী, রঙ্গ রসে যেন ডুবে আছেন।

নির্ম্মলা। কি করি রাণিজি! তা ছাড়া আর কাজ কি আছে বলুন দেখি? নিশ্চিন্ত মনে, রাজবাড়ীতে এরূপভাবে অন্নধ্বংশ কর্‌লে,—কার না শরীরে রসের উদ্ভব হয়? আমার শরীরত এখন রসে ডগ্‌মগ্ করছে! রস—উথলে পড়্‌ছে! কিন্তু কি পরিতাপ! যে এমন স্থধারস পান্ কর্‌বার, উপযুক্ত রসিক—আর এ ভাগ্যে কেউ জুট্‌লো না!

মায়া। কেন? তোমার আবার রসিকের অভাব হ্‌লো কেন?

নির্ম্মলা। কি আর বলবো বল সখি! ও দুঃখু সকলেরই সমান, কথায় বলে,— "তুমি খাও ঘাটে জল আমি খাই মাঠে!
আর তোমার দুঃখু দেখে সখী, আমার বুক ফাটে!"
তুমি রাজরাণী হ'য়েও যখন সম্পুর্ণভাবে সন্তোষলাভ কর্‌তে পার না, তখন আর আমাদের কথা—কি বলব বল দেখি? ব্যথার ব্যথি—পাওয়া এ সংসারে—বড় শক্ত কথা! জগতের মজাই এই যে, সবাই সবাইকে সুখী দ্যাখে! অথচ সবাই ভাবে যে, অমার মতন দুঃখী—বুঝি আর এ জগতে কেউ নেই! এ জগতের কাণ্ড, কি করে, কে বুঝবে বল দেখি?

(বিজয়কুমার, উষারাণী, ও অনাথকুমারের প্রবেশ।)

বিজয়। মা! এই ছেলেটী কেমন গান গাইতে পারে;—

উষা। মা! আমরা ওকে সঙ্গে করে এনেছি, তুমি ও'র গান শোন না—মা!

মায়া। বেশ ছেলেটী। আহা—কাদের ছেলে?

উষা। ও মা, গরীবদের ছেলে। ওরা খেতে পায় না। ওদের বাড়ী লুচি সন্দেশ কিছুই হয় না!

নির্ম্মলা। রাজরাণি! এই চাঁদের হাট যার ঘরে, তার আবার এ জগতে কিসের দুঃখু? আহা, বাছাদের কথা শুন্‌লে প্রাণ শীতল হয়! এ জগতের এখন কিছুই জানে না!

ঊষা। ওগো! তুমি ওকে গান গাইতে বল না!

নির্ম্মলা। বল্‌ছি মা, বল্‌ছি! আগে তোমার মার—কথা শেষ হ'তে দাও।

মায়া। তুমি কাদের ছেলে?

অনাথ। আমি বামুনদের ছেলে। আমরা বড় গরীব মানুষ!

মায়া। তোমার কে আছেন?

অনাথ। আমার মা আছেন, আর বাবা আছেন, আর কেউ নেই।

মায়া। তাঁরা কি করেন?

অনাথ। মা আমার বাড়ীতেই থাকেন, বাবা আগে ভিক্ষে করতেন, কিন্তু বাবাকে আর কেউ ভিক্ষে দেয় না ব'লে, আমি ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি। আপনি যদি আমায় ভিক্ষে দেন, তাহলে আমি গান গাইতে পারি।

বিজয়। হ্যাঁ!—মা তোমায় খুব—ভিক্ষে দেবেন, তুমি গান গাও!

ঊষা। মা, তুমি ওকে খুব বেশী করে ভিক্ষে দিও! তা নইলে ওরা খেতে পাবে না।

মায়া। (স্বগত) তোমরা যখন—ওর হাত ধরে ডেকে এনেছ, তখন আমি ওদের খাবার দুঃখ আর রাখবো না! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ মা, দোব বৈকি, আচ্ছা তুমি একটী গান গাও।

(সকলের উপবেশন)

অনাথকুমারের গীত।

ওগো, চেয়ে দেখ ফিরে!
ঐ—কে ডাকে তোমারে,

বাজাইয়া বাঁশী মোহন রবে !
কেন ভুলে যাও ! নিজ গৃহ পানে চাও !
চিরদিন—ভবে থাকিতে না হবে ॥
বাঁশী বড়ই কাতরে,—
বলিছে তোমারে,
আপনার পানে—চেয়ে দেখ ফিরে,—
ঐ ভবসিন্ধু তীরে,
চেয়ে দেখ ফিরে !
ঐ দাঁড়ায়ে রয়েছে ভুবন মোহন !
কেন ভুলে যাও ! চাও ফিরে চাও !
ঐ ডাকিছে তোমারে-পতিত পাবন !
ওগো, ফিরে কি যাবে না ?
খেলা, সাঙ্গ কি হবে না ?
(বল) পরবাসে আর—কত দিন রবে ! !

(মায়াময়ী ও নির্ম্মলা চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

বিজয়। মা ! মা ! তুমি কাঁদছ কেন ?

মায়া। বাবা ! আজ যা শুনলুম, তা জীবনে কখন শুনিনি ! নির্ম্মলা ! তোমার চক্ষেও জল বেরিয়েছে ?

নির্ম্মলা। এ গান শুনে কে চুপ করে থাকতে পারে বল ? এমন গান আমি আমার জীবনে কখন শুনিনি ! প্রাণের ভেতর যেন তরঙ্গ উথ্‌লে উঠলো ! বাবা ! তুমি কি এমন গান আর জান ?

অনাথ। হাঁ, অনেক জানি। কিন্তু এখন আর গাইতে পারব না। আমার

মা বাবা আমার জন্য আশা-পথ চেয়ে বসে আছেন! আমি ভিক্ষে নিয়ে গেলে, তবে তাঁরা খেতে পাবেন।

মায়া। নির্ম্মলা! এই বালকের দু-হাত ভরে ভিক্ষা দাও! বাবা, আবার তুমি এস! আমি—আবার তোমার গান শুনবো! ভুলনা! এস! (দাড়ি ধরিয়া চুম্বন) আহা! কি সুন্দর বালক! কি সুন্দর গান!

নির্ম্মলা। আমার ত ছাড়তে ইচ্ছা করছে না! আহা কি মধুর গানই শোনালি বাবা!

বিজয়। মা! ওকে আবার আসতে বলুন না! আমি আবার গান শুনবো! বাবাকে একবার গান শোনাব।

ঊষা। (হাত তালি দিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ হবে! বেশ হবে! তোমার গান—আমার বাবামণি শুন্‌বেন! তুমি আবার খুব ভিক্ষে পাবে।

অনাথ। (রাণীর প্রতি) আচ্ছা মা, আমি আবার আস্‌বো! আমি ভিক্ষে পেলে রোজ এইখানে আসবো। কিন্তু আজ আর আমি এখন থাক্‌তে পারবো না! আমার মা হয়ত' আমার জন্য কত ভাবছেন!

মায়া। না, এখন আর তোমায় থাকতে হবে না! তুমি এখন ভিক্ষে নিয়ে—তোমার মার কাছে যাও! আবার কাল এসো! নির্ম্মলা দাও—যা বল্লুম তাই দাও!

নির্ম্মলা। এস—বাবা এস। ভিক্ষে নেবে এস!

বিজয় ও ঊষা। (হাত তালি দিয়া) হো! হো! বেশ হয়েছে! মা—খুব গান শুনেছেন!

বিজয়। চলো, চলো, তোমায় আমি বার মহলে দিয়ে আসি চলো!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিলোচনের কুটীরসংলগ্ন স্থান।

(সবিতা ও ত্রিলোচনের প্রবেশ)

ত্রিলো। সবিতা! তুমি আর কথা কইছ না কেন? তোমার কি হয়েছে? অনাথের জন্য চিন্তা করছ? কিছু চিন্তা নেই! সে এখনি আসবে এখন।

সবিতা। দেখ, আমার মনে আর সুখ নেই! তুমি যে পাপ ঘরের ভিতর রেখেছ, ও পাপ যতক্ষণ না আমার ঘর থেকে বার হবে, ততক্ষণ কিছুতেই আমার শান্তি নাই!

ত্রিলো। ফের ঐ কথা! আমি তোমায় করযোড়ে অনুরোধ করছি! তুমি আর ও কথা মুখে এনো না! কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে! শেষে কি---তুমি আমার সর্ব্বনাশ করবে?

সবিতা। দেখ, যে জিনিব নিয়ে—প্রাণের ভেতর—সদা সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করতে হয়, সে জিনিষে মানুষের কখনই সুখ হতে পারে না! অদৃষ্ট ছাড়া মানুষের পথ নেই! আমরা যেমন কর্ম্ম করে এসেছি, তেমনিত—ফলভোগ করবো! তা—তার জন্য আর দুঃখু কিসের? কিন্তু এটা আমি ঠিক বুঝেছি—ধর্ম্ম-পথের চেয়ে—মানুষের সুখের পথ আর কিছুই নেই! আমাদের যে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না! একটীমাত্র ছেলেও যে—খিদের সময় খেতে পায় না—তা আমি জানি! কিন্তু এত দুঃখের ভেতরও যখন আমার মনে হয় যে, আমরাত কখন কোনও অধর্ম্ম করিনি! তখন আমার বুকটা যেন দশহাত হ'য়ে ওঠে! তখন আমি মনে

করি, আমরা ভিখারী হলেও, আমরা ধর্ম্মধনে ধনবান! আমাদের—ঘরে—চাল নেই, ডাল নেই, কিছুই নেই, কিন্তু আমাদের ঘরে ধর্ম্মের ভাণ্ডার আছে! আমাদের এত দুঃখেও যে এত সুখ—কেন—তা জান? কেবল আমরা—ধর্ম্মপথে আছি বলে! কিন্তু জানিনা—আজ কি মোহমুগ্ধ হয়ে, তুমি আমার সেই ধর্ম্মের সংসারে আগুন দিতে বসেছ! পরদ্রব্য অপহরণ করে কি, এ জগতে কেউ কখন সুখী হতে পারে? কখনই পারে না! তুমিও কখন পারবে না! এখন' আমার কথা শোন! যার আংটী তার অনুসন্ধান করো! নচেৎ রাজবাড়ীতে গিয়ে—ঐ আংটী জমা দিয়ে এস।

ত্রিলো। সবিতা! তোমায় মিনতি করি! যোড়হাত করি! ও কথা তুমি আর তুলো না! আমায় ক্ষমা কর! আমি তোমার স্বামী, আমার একটা অনুরোধ তুমি রক্ষা কর! ঐ বুঝি অনাথ আসছে! চুপ কর! সবিতা চুপ কর!

(অনাথের প্রবেশ)

অনাথ। মা! মা! আজ অনেক ভিক্ষা পেয়েছি! মা, সেই ভিখারী ঠাকুর যা বলে গেছেন, তা মিথ্যে হবার নয় মা, তা মিথ্যে হবার নয়! দেখ—মা দেখ! কত টাকা পেয়েছি একবার দেখ! (বস্ত্রাঞ্চলের টাকা প্রদর্শন)

সবিতা। ওগো, দেখ! দেখ! একবার চেয়ে দেখ! বাছা আমার—কত টাকা এনেছে একবার চেয়ে দেখ! আমিত তোমায় তখনি বলে ছিলুম যে, ও ভিখারী সামান্য ভিখারী নয়! ও নিশ্চয়ই কোন দেবতা—ছদ্মবেশে এসেছিলেন! দেখ, যা বলে গেছেন, তাই

ঠিক হয়েছে। তিনি বলে গেছেন যে, এই ছেলে হতেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হবে! তুমি এখনও আমার কথা শোন!

ত্রিলো। আবার ঐ কথা! আবার ঐ কথা! তুমি চুপ কর!—সবিতা চুপ কর! অনাথ! বাবা—তোমায় এত ভিক্ষে কে দিলে বাবা?

অনাথ। কে দিলে—তা জানি না বাবা! আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান করছিলুম্—এমন সময় একটী সুন্দর ছেলে, আর একটী সুন্দর মেয়ে এসে, আমাকে তাদের বাড়ী ধরে নিয়ে গেল। তাদের খুব মস্ত বাড়ী! তাঁদের মা, আমার গান শুনে, আমায় এই—এত টাকা দিলেন! বাবা! আর তুমি দেরি করনা, শিগ্‌গীর করে সব জিনিষ কিনে আন! আজ আমরা খুব পেট ভরে খাব এখন! কেমন বাবা? আজ আমরা খুব পেট ভরে খেতে পাব না?

সবিতা। বাবা! আর আমাদের খাবার ভাবনা কি? তুমি যখন টাকা আন্‌তে শিখেছ, তখন আর আমাদের দুঃখ কিসের?

ত্রিলো। তা হলে এখন এ থেকে আমায় কিছু দাও! আমি সব আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র কিনে আনি।

অনাথ। এই নাও বাবা! এই নাও! তুমি শিগ্‌গীর করে সব কিনে আনগে! (টাকা প্রদান) মা, তুমি এধারকার সব যোগাড় কর!

ত্রিলো। সবিতা, আমি তবে এখুনি সব কিনে আন্‌ছি! তুমি উনুনে আগুন দাও!

সবিতা। তোমার কি এখনও চোখ ফুটল না? তুমি কি এখন' লোভের হাত থেকে—আপনাকে উদ্ধার কর্‌তে পারলে না? এখনও কি তুমি বুঝ্‌তে পারছনা যে, ভগবান আমাদের উপর মুখ তুলে চেয়েছেন! আমাদের দুঃখের দিন অবসান প্রায় হয়েছে! এই

দুধের ছেলে—এক আঁচ্‌লা টাকা নিয়ে ঘরে এল! এ দেখেও কি তোমার—জ্ঞান চক্ষু ফুট্‌লো না?

ত্রিলো। ফের ঐ কথা! ফের ঐ কথা! না—না আমি আর এখানে থাকবনা! আমি চল্লুম! আমার—একটা অনুরোধ—তুমি রক্ষা কর্‌তে পারলে না? ছি! ছি!

[প্রস্থান।

সবিতা। ভগবান! দীননাথ! পতিতপাবন! প্রভু! অভাগিনীর স্বামীকে রক্ষা কর! হে সুবুদ্ধিদাতা! আমার স্বামীকে সুবুদ্ধি দাও প্রভু! আমার স্বামীকে সুবুদ্ধি দাও! তাঁর ধর্ম্ম রক্ষা কর প্রভু! তাঁর ধর্ম্ম রক্ষা কর! (করযোড়ে প্রার্থনা ও ক্রন্দন)

অনাথ। কি হয়েছে মা? তুমি অমন করে কাঁদছ কেন মা? বাবা কি তোমায় কিছু বকেছেন?

সবিতা। বাবারে! আর বুঝি আমাদের কিছু থাকে না! এইবার বুঝি আমাদের সব যায়! (ক্রন্দন)

অনাথ। কেন মা? কি হয়েছে মা? আমায় বলনা মা! আমায় তুমি যা বলবে আমি তাই করব!

সবিতা। বাবা! তুই কি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বি বাবা?

অনাথ। কেন পারব না মা! তুমি আমায় যা করতে বল্‌বে, আমি তাই করব!

সবিতা। বাবা, আমি তোমায় একটী আংটী দেবো, তুমি সেই আংটী নিয়ে, যেথান থেকে তুমি এই ভিক্ষা এনেছ, তাঁদের কাছে দিয়ে আসতে পার্‌বে?

অনাথ। কেন পারব না মা! এখুনি পারব! তুমি আমায় দাও! আমি

একদৌড়ে গিয়ে—এখুনি তাঁদের হাতে আংটী দিয়ে আসব এখন !

সবিতা। আচ্ছা দাঁড়াও বাবা ! আমি আংটী এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান ও ক্ষণপরে প্রবেশ) এই নাও বাবা—এই নাও ! খুব সাবধানে নিয়ে যেও ! রাস্তায় যেন খুলনা ! (অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন)

অনাথ। না—মা ! আমি কখন রাস্তায় খুলবো না।

সবিতা। যাও—বাবা যাও ! তুমিই তোমার পিতাকে—এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর ! তাঁদের বোল যে, এই আংটীটা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। যথার্থ যাঁর আংটী—তাঁরা যেন—তাঁর অনুসন্ধান করে, তাঁকেই এই আংটীটি প্রদান করেন !

অনাথ। আচ্ছা মা, আমি ঠিক ঐ কথা বলব এখন ! তবে মা আমি যাই ?

সবিতা। এস বাবা এস ! ভগবান তোমায় রক্ষা করুন !

[মার পদধূলি লইয়া অনাথের বেগে প্রস্থান।

দীননাথ ! দয়াময় ! লজ্জানিবারণ ! আজ আমার মুখ রক্ষা কর—ঠাকুর ! মুখ রক্ষা কর ! বিপদভঞ্জন ! আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর ! (প্রস্থান)



তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটীর তোরণ।

লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চোপদারগণের প্রবেশ।

সকলে। আরে ইয়ে আঙ্গুঠি যায়েগা কাঁহা? হামলোক—আঙ্গুঠিকো নিকালকে—তব ছোড়েগা। (আস্ফালন করিতে লাগিল)

১মচো। দেখো ভাই, খুব হুঁসিয়ার! কৈ শালা নেহি ভাগ যায়!

সকলে। খুব হুঁসিয়ার ভাই! খুব হুঁসিয়ার!

জনৈক গ্রাম্য লোকের প্রবেশ।

সকলে। এই, এই, এই শালা আঙ্গুঠি লিয়া! এই শালা আঙ্গুঠি লিয়া! এই শালা আঙ্গুঠি লিয়া! (ধারণ) চোর—পাকৃড়া গিয়া! চোর পাকৃড়া গিয়া!

লোক। একি বাবা! খামকা আমাকে চোর বলছ কেন?

১মচো। তোম্ আলবৎ চোর হ্যায়!

লোক। কেন বাবা, কিসে চোর হ্যায়! হাম—কেয়া চুরি করা হ্যায়?

১মচো। তোম্ মহারাজকা, আঙ্গুঠি চোরি কিয়া হায়!

লোক। আঙ্গটী? মহারাজকা? এ তোম্ লোক কেয়া বল্‌তা হ্যায়? হাম্ ত কুছ সম্‌ঝাতে পার্‌তা নেহি হায়!

১মচো। আরে যব্ ডাণ্ডা পড়েগা, তব সম্‌ঝানে সাকোগে!

লোক। একি জুলুম হ্যায় বাবা? আমি কিছুই জান্‌তা নেহি হায়! আর অম্‌নি শুধু শুধু ডাণ্ডা খায়েগা?

সকলে। আলবৎ খায়েগা! শালা তোম্ আলবৎ ডাণ্ডা খায়েগা।

লোক। আমি কিছু জানি না বাবা! তবু আমি ডাণ্ডা খাব কেন বাবা! ওরে বাবারে! আমার একি হল রে! (ক্রন্দন)

জমাদারের প্রবেশ।

জমা। আরে কেয়া সব গোলমাল লাগায় দিয়া? কেয়া হুয়া? কেয়া হুয়া?

সকলে। ইয়েহি আঙ্গুঠি চোর হ্যায়! ইয়েহি আঙ্গুঠি চোর হ্যায়!

লোক। দোহাই বাবা! দোহাই বাবা! আমার কোন পুরুষে আংটী চোর নয় বাবা! আমি কিছুই জানি না বাবা! আমি কিছুই জানিনা! আমি আঙ্গুটিও জানিনা! মহারাজও জানিনা! আমি কিছুই জানিনা। (ক্রন্দন)

জমা। আরে—কেয়া সব—ঝুটমুট—বখেড়া লাগায় দিয়া? ছোড় দিজিয়ে ইয়ে গরীব কিষান আদ্‌মি হায়! বেফয়দা ইস্‌কো উপর কেয়া জুলুম্ কর্‌তে হো? ছোড় দেও! এ আদ্‌মি কো ছোড় দেও! যাও! যাও! তোম হিঁয়াসে চলা যাও!

লোক। রামজী তোমার ভালা করুক বাবা! 'রামজী তোমার ভালা করুক! ভাগ্‌গিস্ তুমি এলে, তাই ছাড়ান পেলুম! তা নইলে এতক্ষণে ডাণ্ডার চোটে—আমাকে আঙ্গুঠি চোর বানিয়ে—তবে ছাড়তো!

[সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান।

জমা। এ—কেয়া হে গিয়া! এ কেয়া হে গিয়া! মহারাজকা মানিক্‌কা আঙ্গুঠি—কাঁহা খো গিয়া! কেয়া গজব্ হুয়া! কেয়া গজব্ হুয়া!

২য়চো। জমাদারজি! ইস্ আঙ্গুঠি কি—কিম্মৎ কেত্‌না হোগি?

জমা। আরে ভাই, ইসকি কিম্মৎ কোন কহে শাখতা হ্যায়! হামনে

শুনা হ্যায়! ইয়ে মাণিক কি আঙ্গুঠি, মহারাজকা দাদা-মাহারাজ যো—থে, উন্‌কা—দাদা-মহারাজকা,—দাদা-মহারাজকো—কৈ দেওতাসে—মিলিথি। কেয়া কহেঙ্গে ভাই! এতনা বড়া মাণিক আউর কভি—হামনে দেখা নেহি! আগকা মাফিক্ জ্বল্‌তা হ্যায়!

১মচো। আরে বাপ্! তব কেয়া হোয়েগা?

জমা। হোয়েগা কেয়া? যিস্ তরেসে হো—ইয়ে আঙ্গুঠি—নিকালনা পড়েগা! ভাই, সব আভি খুব্ হুঁসিয়ারি সে, চারো তরফ নজর করকে, দেখো। (সকলের আঙ্গুঠি অন্বেষণে নিযুক্ত হইল)

২য়চো। (দেউড়ির উপর দিকে চাহিয়া আংটী খুঁজিতে লাগিল)

হেমাঙ্গের প্রবেশ।

হেমাঙ্গ। বলি কি—হচ্চে কি—জমাদার সাহেব? সব যে একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেছ? বলি—কিছু কি—সন্ধান হলো? এই যে, এই চোপদার সাহেব—বোধ হয় কিছু সন্ধান পেয়েছে! ভেলা মোর বাপ্ রে! জিতা রহো! জিতা রহো! হাঁ! ঠিক্ ঐ কারনিসের কোনেতেই আঙ্গুঠি আছে! ঐ যে, চিক্ চিক্ কর্‌ছে! ঐ—উঁচু কার্‌নিসের কোণে—ঠিক দেখা যাচ্চে! দেখ বাবা! দেখ! খুব ভাল করে, ঐ কার্‌নিসের দিকে চেয়ে দেখ! ঐখানে নিশ্চই—আঙ্গুঠি আছে—

জমা। আরে কম্ বখ্‌ৎ—হুঁয়া কেয়া দেখ্‌তা হ্যায়?

২য়চো। কেয়া জানে, কৈ সুরৎসে—যব আঙ্গুঠি—হুঁয়া গিয়া হোই?

হেমাঙ্গ। ঠিক বলেছ বাবা! ঠিক বলেছ! মহারাজের হাত থেকে, আঙ্গুঠিটাত ছিট্‌কে গিয়েও, ঐ কারনিসের ওপর পড়তে পারে

তা—এত—বুদ্ধি—নিয়ে—তুমি চোপদারি করতে এসেছ কেন বাবা? হাকিম হতে পারনি?

(মন্ত্রী, সহরকোতয়াল ও শশীশেখরের প্রবেশ। জমাদার ও চোপদারগণ সেলাম করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।)

মন্ত্রী। তাইত! এ আংটী না পাওয়া গেলে—কি আর রক্ষে আছে? এই আংটীটিই হলো, আমাদের রাজবাড়ীর লক্ষ্মী! এ কি আজকের আংটী? কত পুরুষানুক্রমে এই মাণিকের আংটী রাজভাণ্ডার আলো করে রেখেছে! মহামূল্যবান্ বস্তু! মহামূল্যবান্ বস্তু! ওহে হেমাঙ্গমোহন! মহারাজ বোধ হয়, এই আংটীর শোকে—এতক্ষণ অধীর হয়ে পড়েছেন! একবার দেখ, দেখ! অন্দরে গিয়ে, মহারাজের অবস্থাটা একবার দেখে এস! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হলো! এমন জিনিষও হারায়!

শশী। তাইত মন্ত্রী মশাই! এত—কম দুঃখের কথা নয়! আমরা সব এতগুলো লোক থাকৃতে কি না, মহারাজের একটা হারাণ আংটীর অনুসন্ধান হবে না? তা হলে লোকে বলবে কি?

স-কো। দেখুন মন্ত্রী মশাই! এ আংটী যখন মহারাজের হাত থেকে হারিয়েছে, তখন এ আংটীর অনুসন্ধান করা যে, বড় কঠিন ব্যাপার, তা নয়! তবে আমার ওপর—এখন মহারাজের একটা হুকুমনামা, আপনাদের বার করে দিতে হবে।

হেমাঙ্গ। তাত নিশ্চয়! তাত নিশ্চয়! তা নইলে কি—কখন আংটী খোঁজা অমনি হতে পারে? আর তা নইলে কি—কখন অমনি—আংটী বেরুতে পারে? হুকুমনামা চাই বইকি! হুকুমনামা চাই বইকি!

মন্ত্রী। তা আপনার যা—আবশ্যক, তাত নিশ্চয়ই দিতে হবে। কিন্তু এ আংটীর সন্ধান আপনাকে করতেই হবে। তা নইলে আমাদের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকৃবে না! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই হলো।

শশী। সর্ব্বনাশ বলে সর্ব্বনাশ! একেবারে রাজ-সংসারের লক্ষ্মীটিই হারিয়ে গেল!

স-কো। দেখুন মন্ত্রী মহাশয়! আর বিলম্ব কর্‌লে হবে না! আমাকে টাটকা—টাটকা সব অনুসন্ধান কর্‌তে হবে! আপনি শীঘ্র করে—আমাকে ক্ষমতাপত্র প্রদান করুন! আমি এখনি মহারাজের আংটী এনে দিচ্ছি।

হেমাঙ্গ। আপনার তা হলে এখন কিরূপ হুকুমনামার আবশ্যক বলুন ত? আমি এখনি এনে দিচ্ছি।

স-কো। যে সমস্ত রাস্তা দিয়া, আজ মহারাজ প্রাতঃসমীরণ সেবনের জন্য গমনাগমন করেছিলেন, সেই সমস্ত পথের উভয় পার্শ্বে যে সকল মানুষের গৃহ আছে, আমি সেই সকল গৃহ অবাধে অনুসন্ধান করিব। আর ঐ সকল গৃহের—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাদের নিকট থেকে, যে উপায়ে হোক—মহারাজের—আংটীর—অনুসন্ধান করিব। এতে কেহ কোন প্রকার বাধা প্রদান করিতে পারিবেনা।

হেমাঙ্গ। ভেলা মোর বাপরে! ভেলা মোর বাপ! এমন নইলে কি কেউ কখন—নেমকের চাকর হতে পারে? এ উপায়—অবলম্বন করলে ও আংটীতো—আংটী, আংটীর—চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত বেরিয়ে পড়বে এখন। কোতয়াল সাহেব! ধন্য! ধন্য! ধন্য আপনার বুদ্ধি! একেই বলে—রাজসরকারের—জবরদস্ত কোতয়াল! মন্ত্রি

মশাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই! বিলম্বে প্রয়োজন নাই! কার্য্য অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এখন আপনি হুকুমনামাটার একটা মুসবিদে করে ফেলুন! ও আংটী একরকম পাওয়া গেছেই ধরুন।

মন্ত্রী। যুক্তি মন্দ নয়! যুক্তি মন্দ নয়! তবে মহারাজের বিনা হুকুমে— এরূপ হুকুমনামার মুসাবিদা করা—কর্ত্তব্য কি না—তাই আমি চিন্তা কর্‌ছি!—

হেমাঙ্গ। তার আর চিন্তা কি! তার আর চিন্তা কি! আমি এখনি মহারাজের অনুমতি এনে দিচ্ছি।

মন্ত্রী। হেমাঙ্গমোহন, তাই যা হয় তুমি এর একটা উপায় বিধান কর ভাই! আমরাত এই আংটী হারাণর সংবাদ শ্রবণ পর্য্যন্ত, সব দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হচ্চি! কি যে করি—কিছুই স্থির কর্‌তে পারছি না।

হেমাঙ্গ। কিছু চিন্তা নেই—মন্ত্রী মশাই! কিছু চিন্তা নেই! আমি এখনি মহারাজের নিকট এ সংবাদ নিয়ে যাচ্চি। মহারাজ এ সংবাদ শ্রবণে আনন্দে অধৈর্য্য হবেন এখন! যা হক্ এতক্ষণে তবু আংটী আবিষ্কারের একটা উপায় নির্ণয় হলো!

স-কো। মশাই! সহর কোতয়াল কি অমনি—হলেই হল? অনেক বুদ্ধি চাই! অনেক বুদ্ধি চাই! এই রাজ্য চালাবার চাবি কাটি কে—তা জানেন?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে—তা আর জানিনা! তা আর জানি না! খুব জানি! খুব জানি! এই যে চাবি কাটিটি স্বশরীরে আমার সম্মুখেই দণ্ডায়মান রয়েছেন।

মন্ত্রী। হেমাঙ্গমোহন! যাও ভাই যাও! এরূপ হুকুমনামা প্রদানে—

মহারাজের কোন প্রকার আপত্য আছে কি না—একবার জেনে এস!

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে—তবে আমি চল্লুম! আপনি মুসোবিদেটা করে রাখুননা! মহারাজের এতে কোন আপত্য হবে না! কোন অমত হবে না! এ হুকুম নামার মধ্যে এমন আর অন্যায় কথাটা—কি আছে, বলুন দেখি? সবই ন্যায়সঙ্গত—যুক্তিপূর্ণ, সুবিচারের কথা! এমন ধারা না কর্‌লে, আংটীর সন্ধান হবে কেন? আমি তবে চল্লুম! [প্রস্থান।

মন্ত্রী। আসুন মশাই! আপনারা আসুন! আরও একটু এ বিষয়ের জন্য গভীর গবেষণা করা যাক্ আসুন!

স-কো। চলুন মশাই চলুন! আমি চোপদারদের সব ঠিক করে রেখে যাই।

মন্ত্রী। এস! শশীশেখর এস! কি দুশ্চিন্তা! কি দুশ্চিন্তা!

শশী। দুশ্চিন্তা—বলে—দুশ্চিন্তা! একেবারে আহার—নিদ্রা ত্যাগ হয়ে গেছে! [উভয়ের প্রস্থান।

স-কো। জমাদার!

জমা। হজুর! তাঁবেদার—গোলাম—হাজির হ্যায়! (সকলের সেলাম)

স-কো। দেখো, সব খুব হুঁসিয়ারিসে রহো! আভি সবকৈকো আঙ্গুঠি কা ওয়াস্তে বহুৎ জবর কাম্‌মে যানে হোয়েগা।

জমা। হুজুর—মায়ত সব সমঝ্ লিয়া! আভি আপ্‌কো হুকুমকো ওয়াস্তে হামলোক খাড়া হ্যায়!

স-কো। আচ্ছা—সব হাম্‌রা সাথ্ আও! হাম সব বন্দবস্ত কর্ দেঙ্গে।

জমা। (উচ্চৈঃস্বরে) এ—হেই! (চোপদারগণ সারিবন্দি হইয়া দণ্ডায়মান হইল) ঢিলা—কদম্—ঢিলা কদম্—(সকলের ধীরে ধীরে গমন) খাড়া হো যাও! (সকলের দণ্ডায়মান হওন)

স-কো। হাঁ—সব ঠিক হ্যায়! তোম্‌কো জরুর বক্‌সিস্—মিলেগা।

জমা। হুজুরকা মেহেরবাণি! হুজুরকা মেহেরবাণি! হামত' আপই কা তাঁবেদার হ্যায়! (অগ্রে সহর কোতয়াল, পরে জমাদার, ও একে একে চোপদারগণের যাইতে যাইতে ;—)

জমা। হুঁসিয়ার! ঢিলা কদম্! ঢিলা কদম্!

[প্রথম চোপদার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অনাথকুমারের প্রবেশ।)

অনাথ। এইত সেই রাস্তা! এইত সেই বাড়ীর ফটক! এই বাড়ীতেইত আমি এসেছিলুম! মা আমার আঁচলে আংটী বেঁধে দিয়েছেন। আমি সে আংটী খুলিনি। ঠিক এনেছি। যাই এইবার সেই—যিনি আমাকে অনেক ভিক্ষে দিয়েছেন—তাঁর হাতে এই আংটীটী দিয়ে আসি।

১ম-চো। এই, তোম্ কোন্ হ্যায়?

অনাথ। আমি এই বাড়ীতে যাব! আমায় চিন্তে পার্‌ছনা দরওয়ান? আমি সেই গান গেয়েছিলাম! আমি আবার এইখানে গান গাইতে এসেছি।

১ম-চো। হাঁ হাঁ, আভি পছান লিয়া! তোম্‌কো—কুমার বাহাদুর, আউর ঊষামায়ী—বড়া পশন্দ কর্‌তা হ্যায়! চলো—লেড়কো চলো! হাম তুমকো অন্দরকা রাস্তা বাতায় দেগা—চলো!

অনাথ। চলো, আমি ভাবছিলুম যে—কেমন করে—কোন রাস্তা দিয়ে ভেতরে যাব?

১ম-চো। কুছ্ ডর নেই! চলো! তোম্ হামরা সাথ্ চলো! তোম্‌কো রাজকুমার—আউর রাজকুমারী—বড়া পশন্দ কর্‌তা হ্যায়! তোম্ হামরা সাথ আও! হাম তুমকো রাস্তা বাতায় দেগা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজঅন্তঃপুরস্থ সুসজ্জিত কক্ষ।

(অজিতকুমার, মায়াময়ী ও নির্ম্মলা আসীন।)

নির্ম্মলা। এ বড় আশ্চর্য্য কথা! অমন আংটীটা অমনি হারিয়ে গেল বল্লেই গেল?

অজিত। নির্ম্মলা, এ সংসারে কিছুই আশ্চর্য্য নয়! হারাবার সময় হলে, এ সংসারে—কেউ কখন কাউকে—ধ'রে রাখতে পারে না! তুমি ঐ সামান্য আংটীর কথা কি বলছ? মানুষই যখন মানুষের সাম্‌নে থেকেও হারিয়ে যায়—তখন একটা আংটী হারিয়ে যাবে, এ কি আর বেশী কথা! (রাণীর প্রতি) রাণি দেখ! আংটীর জন্য নির্ম্মলার একবার চিন্তা দেখ!

মায়া। মহারাজ, আপনি কি জানেন না? নির্ম্মলা যে—আমাদের আপনার চেয়েও—আপনার ভাবে! তাই আমাদের আংটীর জন্য ওর এত চিন্তা!

অজিত। কিন্তু আমাদের চেয়েও যে, ওর আর একজন পরম আত্মীয় আছে,—তাকি ও জানে না? আমাদের এ ক্ষণিক্ সম্বন্ধে, এতদূর আত্মহারা হওয়া কর্ত্তব্য নয়! এক একবার ভাবতে হয় যে, আমরা কেউ চিরদিনের জন্য এ সংসারে আগমন করিনি! আমাদের যথার্থ আপনার লোক একজন আছেন! তাঁর কাছে আমাদের সকলকেই একদিন যেতে হবে।

নির্ম্মলা। ক্ষমা করুন প্রভু, ক্ষমা করুন! আমার এখন অত তত্ত্বজ্ঞানের

প্রয়োজন হয়নি! তা যদি হত, তাহ'লে এই রাজবাড়ী ছেড়ে এতক্ষণ সেই ভটচাজ্জিদের টোলে গিয়ে বসে থাকতুম! আর দেখুন মশাই! সকল কথাতেই আপনি যদি কেবল ঐ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলেন, তাহলে ত দেখছি—আপনার সঙ্গে—আর আমাদের কথা কওয়াই হয় না!

অজিত। নির্ম্মলা! তত্ত্বজ্ঞানের কথা ছাড়া আর এ সংসারে সার কথা কি আছে বল দেখি? তত্ত্বজ্ঞানহীন বলেই এ সংসারে আমাদের এত দুঃখ!

নির্ম্মলা। না সখি, আমি পারব না! আমার সাধ্য নাই যে, আমি মহারাজের ঐ সকল কথার জবাব দি! বাবা! রাজারাজড়ারা কখন যে কি মেজাজে থাকেন, তা বোঝে কার সাধ্য?

অজিত। কেন নির্ম্মলে! তুমি কি এতদিনেও আমাকে বুঝতে পারলে না?

নির্ম্মলা। আজ্ঞে! আগে মনে করতুম বুঝেছি! কিন্তু এখন দেখছি কিছুই বুঝিনি! আপনি যে কখন কি ভাবে থাকেন, তা বোঝে কার সাধ্যি? কখন প্রেমিক! কখন ধার্ম্মিক! কখন রসিক! কখন নৈতিক! কখন ভৌতিক! কখনও চিক্ চিক্! আবার কখন কখন ফিক্ ফিক্ হাসিটুকুও আছে! এ সব ভাব বোঝবার সাধ্য কি—এই ছোটখাট অবলা সরলা—মেয়েমানুষের আছে মহারাজ?

অজিত। নির্ম্মলা—তুমি যে আপনার মনে কি কতকগুলো বলে গেলে, তাত আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না! এ সব কথার অর্থ কি?

নির্ম্মলা। তা, আপনার কথা যখন আমি বুঝতে পারিনি—তখন আপনিই বা আমার কথা বুঝতে পারবেন কেন? অভিধান আনুন! টীকাকারকে ডাকুন! তবেত আমার কথার মীমাংসা করতে

পারবেন! আমিও যে বড় বড় তত্ত্বকথা জানিনা—তা মনে করবেন না মহারাজ! তবে কইনা—কেবল মনের দুঃখে!

অজিত। তোমার আবার মনের দুঃখ কিসের? তুমি হলে বাক্‌বিদ্যা বিশারিণী! হেমাঙ্গ-হৃদি-মোহিনী! জন-মন-তোষিনী! রস-রঙ্গিণী! সুভাষিণী! সুহাসিনী! কল-কণ্ঠ-নিনাদিনী! তোমার আবার দুঃখ? এ কথা আমি বিশ্বাস করি নি!

নির্ম্মলা। আঃ—বাঁচলুম্! এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো! নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হ'ল! এখন তবু বুঝলুম যে, আমার সখীর গেরুয়া পরবার বিলম্ব আছে! ভয় নেই—সখি ভয় নেই! তুমি যতটা ভেবেছিলে, ততটা এখনও হয় নি! মহারাজের—উদ্বেলিত প্রণয়সিন্ধু—এখন দেখছি—ফল্‌গু নদীর মত অন্তঃশীলে হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে! উপরে কেবল—কতকগুলো তত্ত্বকথারূপ বালি ঢাকা পড়েছে! মহারাজের ঐ গুরুগম্ভীর—নীরস বদনে আবার যখন রসের কথা বেরিয়েছে, তখন আর উনি যাবেন কোথায়! তুমি কেন বৃথা হা হুতাশ করছ সখি! তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও! আমি বলছি—তুমি দেখে নিও! যে, মহারাজ আবার—তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাবেন—

নির্ম্মলা— গীত।

ওগো, আবার শ্যাম কদমতলায় বাঁকা হয়ে দাঁড়াবে।
আবার, বামে হেলে, রাধা ব'লে, তেমনি বাঁশী বাজাবে॥
প্রাণ উদাসী, মোহন বাঁশী, বাজ্‌বে রাধা ব'লে!
আবার হরি রাধার নামে, ভাস্‌বে নয়ন জলে!
প্রেম সাগরে—উঠ্‌বে তুফান! বইবে উজান!

আবার—আকুল হবে শ্যামের প্রাণ—
আবার—রাধার প্রেমে বাঁধা হরি, আপনা হারাবে!
আবার—জয় রাধে—শ্রীরাধে বলে, কাঁদিয়ে লুটাবে!
"দেহি পদ পল্লব" বলি—কাঁদিয়ে লুটাবে!
"আবার, যুগল রূপের" প্রেম তরঙ্গে—
ধরা ভেসে যাবে॥

অজিত। নির্ম্মলে! ধন্যা তুমি! ধন্য তোমার সঙ্গীত মহিমা! তোমার প্রাণস্পর্শী সুমধুর সুরলহরীতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়! এমন সুমধুর সঙ্গীত—তুমি কেমন করে শিক্ষা কর্‌লে?

নির্ম্মলা। (রাণীকে দেখাইয়া) এই—প্রেমময়ীর—প্রেমের দায়ে পড়ে, আমায় যে—সবই শিখে রাখ্‌তে হয় মহারাজ!

মায়া। পোড়ারমুখীর—কথায়—কথায় গান—আর রঙ্গরস! জ্বালাতন করেছে আরকি!

অজিত। রাণি! অমন কথা বল না! নির্ম্মলা আর হেমাঙ্গ না থাক্‌লে, আমাদের এ জীবনে কোন সুখই থাক্‌ত না! এই স্বার্থ-তাড়িত কুটীল সংসারে, এমন সদানন্দময়—সরলমূর্ত্তি, আর আছে কিনা জানি না! আমার বোধ হয়—হেমাঙ্গ আর নির্ম্মলা, শাপভ্রষ্ট হয়ে, আমাদের জন্যই যেন এ সংসারে এসে জন্মগ্রহণ করেছে। কপটতা নেই! হিংসা নেই! পরশ্রীকাতরতা নেই! সদাই সদানন্দ ভাব! সর্ব্বদাই পরোপকারের জন্য কৃতসঙ্কল্প! বহু সৌভাগ্যের ফলে, আমরা এমন প্রিয় সঙ্গ লাভ করেছি!

নির্ম্মলা। ক্ষমা করুন মহারাজ! ক্ষমা করুন! আর অত প্রশংসাবাক্যে প্রয়োজন নাই! আপনি আমার—সখীর সঙ্গে নির্জ্জনে দুটো

মনের কথা কইবেন, সেই কথা বল্লেই ত—সব চুকে যায়! আমি তা হলে, আপনিই এখান থেকে চলে যাই!

অজিত। নির্ম্মলে! তোমার কাছে আর আমাদের কি গোপনীয় আছে বল? তোমার সামনে কি আর আমি তোমার সখীর সঙ্গে কথা কইতে পারি না?

নির্ম্মলা। তা, কৈ পারেন দয়াময়! এইত সেই অবধি—ক্রমাগত আমার সঙ্গেই কথা কইছেন! কৈ, আমার সখীর সঙ্গেত কোন কথাই কইছেন না! আপনি দেখছি এইবার একটা কাণ্ড না করে আর ছাড়বেন না! এতদিন পরে শেষ দেখছি আমাকে এই—রাজরাণীর বিষ নয়নে নিপতিত হ'য়ে, রাজবাড়ী থেকে বিদেয় হতে হবে!

অজিত। (সহাস্যে) নির্ম্মলা, তুমি কি উন্মাদের ন্যায় কথা বল্‌ছ?

মায়া। তোমার মুখ দগ্ধ হ'ক! তুমি শীঘ্র যমালয়ে যাও!

নির্ম্মলা। তোমার—মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! সখি—তোমার—মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! তোমার কথা ভগবান—স্থানে থেকে—কাণে শুনুন! আমি যেন সত্য সত্যই, তোমাদের এই সুখের বাসর সাজান দেখে, যমালয়ে একটু এগিয়ে যেতে পারি! সখি! এমন ভাগ্য কি আমার হবে? তোমার কথা কি সত্য হবে?

অজিত। নির্ম্মলা, তুমি যমালয়ে এগিয়ে গেলে, তোমার সখী কি আর একদিনও—এ পৃথিবীতে থাকতে পারবেন? তুমি কি জাননা যে, তোমার সখী—তোমায় কত ভালবাসেন?

নির্ম্মলা। মহারাজ! আমি এ পৃথিবীর—আর কিছু জানি আর নাই জানি! কিন্তু আমি এটা খুব জানি যে, সখী আমায়, তাঁর পবিত্র—প্রাণের—ভালবাসার—অগাধ-সাগরে ডুবিয়ে রেখে

দিয়েছেন ! এত ভালবাসা এ জগতে আর কেউ কখন—কারর সখীর— কাছে পেয়েছে কি না—তা আমি জানি না !

নির্ম্মলার গীত।

আমি—জানি আমার মনে মনে, আমায় সখী কত ভালবাসে !
সে যে, আপন সাধে, যত্নে বেঁধে, রেখেছে প্রাণ প্রাণের পাশে ॥
আমার হাসি দেখ্‌লে সে যে, হেসে গলে যায় !
আমার নয়ন কোণে—দেখলে বারি, কাঁদিয়ে ভাষায় !
এমন প্রাণ জুড়ান ভালবাসা—কেবা কোথায় পায় !
আমি ভালবাসার সুধার সাগর, পেয়েছি ধরায় !
তাই, সেই সোহাগে—অনুরাগে—অ'মি বাঁধা আছি প্রেম ফাঁসে ॥

নির্ম্মলা। মহারাজ ! আমার জীবনের সকল সাধ এখন পূর্ণ হয়েছে। সেই জন্যই আমি এখন—আমার এই—লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমূর্ত্তি সম্মুখে রেখে—দেখতে—দেখতে এ পৃথিবী থেকে—চলে যেতে চাই ! শশঙ্কিত হৃদয়ে আর আমি এক মূহুর্ত্তও এ পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছা করি না ! মানুষ কখন আছে, কখন নেই ! কি জানি মহা-রাজ ! কে—কখন কাকে ফাঁকি দিয়ে—কার মাথায় বজ্রাঘাত ক'রে—পালিয়ে যাবে ! তাই আমার সদাই ভয় হয় ! মহারাজ ! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন ! আমি যেন আপনাদের সকলকে বজায় রেখে,এই আনন্দ-কানন—সাজান দেখে—সত্যি সত্যিই—একটু এগিয়ে যেতে পারি ! (সজল নয়নে অবস্থান)

অজিত। রাণি ! দেখ ! এইবার কে তত্ত্বজ্ঞানের কথা কইছে—একবার দেখ ! নির্ম্মলার মুখেরদিকে একবার চেয়ে দেখ ! আ মরি-মরি !

কি পবিত্র প্রশান্ত ভাবের পুণ্যময় প্রতিভা প্রতিফলিত হয়েছে! নির্ম্মলহৃদয়া—নির্ম্মলার—নির্ম্মলবদন—যেন—আজ—গঙ্গাজল-বিধৌত—শ্বেতশতদলের—শোভা ধারণ করেছে! রাণি! ধন্যা তুমি! যে এমন মহিমাময়ী—সরলা রমণীকে সঙ্গিনীরূপে প্রাপ্ত হয়েছ!

নির্ম্মলা। মহারাজ! অবলার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করুন! আমি যে কি বলিছি, তা কিছুই জানি না!

হেমাঙ্গ। (নেপথ্যে) বলি—হুজুর কি ঘরে আছেন? অধীন—কি, অভ্যন্তরে—আগমনের জন্য—হুকুম প্রাপ্ত হ'তে পারে?

মায়া। এই যে—হেমাঙ্গ এসেছে! বেশ হয়েছে! এইবার আমি নির্ম্মলার গুণের কথা—সব বলে দিচ্চি! বড়—তোমার মরবার সাধ হয়েছে—না? আচ্ছা দাঁড়াও!

অজিত। আস্‌তে—আজ্ঞা হয় মশাই! নিরাপত্তিতে—আস্‌তে আজ্ঞা হয়!

(হেমাঙ্গমোহনেরপ্রবেশ।)

হেমাঙ্গ। এই যে—বেশ সব—বসে, বসে, নিশ্চিন্ত মনে—খোষ গল্প হচ্চে! আর এদিকে রাজ্যময়—একেবারে হুল-স্থূল্ পড়ে গেছে! একেই বলে "যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।" এমন না হলে আর লোকে—রাজারাজড়ার কাণ্ড বল্‌বে কেন? বাঃ বাঃ! চমৎকার! চমৎকার! আবার—চমৎকারের উপর আর' চমৎকার! যে নির্ম্মলাদেবী—স্বয়ংই এখানে উপস্থিত রয়েছেন! তা নীরবে অবস্থান করছেন কেন? কলকণ্ঠনিনাদে—রাজপ্রাসাদ মুখরিত করুন! রাজ-কর্ণে—কর্ম্মনাশার—অমৃত-ধারা সিঞ্চন করুন!

অজিত। বলি কি! ব্যাপারখানা কি? অকস্মাৎ একেবারে এত উচ্চ বক্তৃতার কারণ কি? এই এতক্ষণ ত আমরা নির্ম্মলার বক্তৃতা শুনে সব মোহিত হয়েছিলুম! তার উপর আবার তুমি এসে যোগ দিলে? তা, ভাল! ভাল! দুজনে এইবার এক-যোগে বক্তৃতা কর! আমরা শুনি!

হেমাঙ্গ। ও যোগ-যাগ যা দিতে হয়, সে সব মহারাজ, আপনি দিন! আমি এখন যে—ব্যবকলনের—ধাক্কায় পড়েছি—তার তাল সামলাতেই বুঝি আমার প্রাণ যায়!

অজিত। কেন? কি হয়েছে কি?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে না, এমন কিছু হয় নি! তবে এই নির্ম্মলা আজ, আহার করেছে কি না—তাই একবার আপনার কাছে জান্তে এলুম!

নির্ম্মলা। আহা! রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনি! অত হেঁয়ালীর দরকার কি? কি হয়েছে—সোজা করে বলে ফেল না?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে! সেটা এতক্ষণ আপনার হুকুম হয়নি বলে, বলতে পারিনি!

মায়া। হেমাঙ্গ! কি হয়েছে, আমায় বল!

হেমাঙ্গ। মহারাণি! আপনিও কি আজকাল বধিরতা প্রাপ্ত হয়েছেন?

মায়া। কেন হেমাঙ্গ! এ কথা তুমি আমায় বলছ কেন?

হেমাঙ্গ। কেন বলছি, তা আর এ পাপমুখে কেমন করে ব্যক্ত করব বলুন? রাজবাড়ীতে একেবারে হুলস্থূল পড়ে গেছে! আমলা, অমাত্য, সেপাই-সান্ত্রী, সৈন্য-সামন্ত, সব একেবারে, হৈ, হৈ, রৈ, রৈ, করছে! চারিদিকে সাজ—সাজ রব পড়ে গেছে! আর এদিকে মহারাজ কি না, নিশ্চিন্ত মনে—এখানে বসে বসে নির্ম্মলা দেবীর—সঙ্গে খোষ গল্প করছেন!

নির্ম্মলা। হ্যাঁ—খোষগল্প করছেন! তাতে তোমার হয়েছে কি?

হেমাঙ্গ। না, আমার আবার হবে কি বল? কর্ম্মনাশা রূপিণী তুমি যখন স্বয়ং স্বশরীরে এখানে বিরাজমানা রয়েছ, তখন আর এখানে অন্য সংবাদ কে কি রাখবে বল?

নির্ম্মলা। তুমি যে বাক্-চাতুর্য্যে খুব পটু—তা আমি বেশ জানি! তা এখন বাক্যচ্ছটা পরিত্যাগ ক'রে আসল কথাটা যে কি—না হয় একটু দয়া করে বলেই ফেলনা!

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে আপনাকে তাহ'লে—এখন একটু চুপ করতে আজ্ঞা হয়! আপনার কাছে আমি—এ সব কথা বলতেই সম্মত নই!

নির্ম্মলা। কেন? বলবে না কেন? বলতেই হবে!

হেমাঙ্গ। কেন? না বল্‌লে কি, আপনি—বল—বল—বলে—গান ধরবেন নাকি?

নির্ম্মলা। হাঁ গান ধরব! গান না ধরলে, তুমিত জব্দ হবে না!

হেমাঙ্গ। দোহাই নির্ম্মলে! দোহাই তোমার! আমি তোমার কাছে করযোড়ে মিনতি করছি! তুমি এ সময়ে—আর কৃপা করে গান ধ'রনা!

নির্ম্মল। বেশ! তা হলে, কি হয়েছে শীঘ্র বল?

হেমাঙ্গ। কেন বল দেখি? তোমার এত—জোর তলব কেন বল দেখি?

নির্ম্মলা। কেন? জোর তলব হবেনা কেন? তুমি জান! আমি তোমার কে?

হেমাঙ্গ। তা আর জানিনি! তুমি আমার সাক্ষাৎ স্বর্গরূপিণী! চতুর্ব্বর্গ ফল দায়িনী! দুস্তর ভবার্ণবের—সোণার তরণী! তুমি আমার কে—তা আর জানিনি!

নির্ম্মলা। তবে সাবধানে আমার সঙ্গে কথা কইবে!

হেমাঙ্গ। তা নইলে কি আবার আমায় সেই ভয় দেখাবে নাকি ? দোহাই নির্ম্মলে! দোহাই তোমার! দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাণীর! নির্ম্মলা দেবী যেন—এখন গান—না ধরে—এই আমার কাতর ও বিনীত প্রার্থনা!

অজিত। আচ্ছা হেমাঙ্গ! তোমরা কি দুজনে একত্র হলেই খালি ঝগড়া করবে ?

হেমাঙ্গ। এ ঝগড়া নয় মহারাজ! এ ঝগড়া নয়! ঐ কর্ম্মনাশী নির্ম্মলা দেবীর গানকে আমি বড় ভয় করি! দিন নেই—রাত নেই, সময় নেই—অসময় নেই, যখন—তখন—অমনি গান গাইলেই কি হল ? ওতে যে অনেকের সর্ব্বনাশ হয়! মাথামুণ্ডু সব যে একেবারে গুলিয়ে যায়!

নির্ম্মলা। (সুর সহ) "আমি সাধে কিগো—শ্যামা নাম এত ভালবাসি—"

হেমাঙ্গ। দোহাই রাণীমার! দোহাই মহারাজের! তবে আর আমি এখানে থাকব না! আমি তবে চল্লুম! ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ! বল্‌তে না বল্‌তে যে—একেবারে তান ধরে ফেলেছে! (কর্ণে হস্ত প্রদান) এমন ডাকা বুকো মেয়ে মানুষও ত কখন দেখিনি! স্বামী বলে কি একটু সমিহ পর্য্যন্ত করা নেই! মহারাজ! ঐ দেখুন! ঐ দেখুন! ঐ আবার ঠোঁট ফোলচ্চে! ঐ আবার বুঝি তান ধরে! তবে আমি চল্লুম! (প্রস্থানোদ্যত)

অজিত। যাবে কোথায় ? এইখানে দাঁড়াও! নির্ম্মলা যখন প্রথম পদটী গেয়েছে, তখন দ্বিতীয় পদটী পূরণ করে দিক!

হেমাঙ্গ। ক্ষমা করুন মহারাজ! ক্ষমা করুন! নির্ম্মলা যদি আবার দ্বিতীয় পদটী পূরণ করে—তা হলে আমায় চতুষ্পদ হয়ে এখান থকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে হবে!

নির্ম্মলা। তা বেশ! তা হ'লে আমি না হয় তোমার কথাই শুন্‌লুম! তোমাকে না হয়,—চতুষ্পদ কর্‌তে বিরত হ'লুম! তুমি তা হ'লে আমার কথা শোন! কি হয়েছে শীঘ্র করে বল?

হেমাঙ্গ। হে কলকণ্ঠ-নিনাদিনি! চারুশীলে! মুঞ্চময়ি! তোমার এ রাজনীতির কথা শ্রবণ কর্‌বার জন্য—এত আগ্রহান্বিতা হবার প্রয়োজন কি?

নির্ম্মলা। হে আর্য্যপুত্র! গুণধাম! দাসীর প্রতি আপনিই বা এত বাম হচ্চেন কেন? আমার যে আপনার ওপর ষোল আনা অধিকার আছে, তা কি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন?

হেমাঙ্গ। হে আপদ উদ্ধারকারিণি! সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশিনি! ক্ষণকালের জন্য—আপনি তাহলে একটু প্রসন্না হউন! মহারাজকে দুটো আবশ্যকীয়—কথা বলবার অবসর প্রদান করুন!

অজিত। হেমাঙ্গ, ও সব বাজে তর্ক এখন ছাড়! কি হয়েছে সত্য করে বল?

হেমাঙ্গ। বা! বা! চমৎকার! অতি চমৎকার! এ যে সেই "সাতকাণ্ড রামায়ণ—আর সীতে কার পিতে" সেই গোছ হল দেখছি!

অজিত। হেমাঙ্গ! রহস্য রাখ, কি হয়েছে শীঘ্র বল?

হেমাঙ্গ। তা বটেই ত! আমার কথা আপনার ভাল লাগবে কেন? আমিত—আর নির্ম্মলা দেবী নই! তা যা হক প্রভু! এ অধীনকে না হয় অতটা বঞ্চনা নাই কর্‌লেন,—আমিত—আপনার দাসানুদাস—অনুরক্ত—ভক্ত বইত নয়!

অজিত। আচ্ছা হেমাঙ্গ! তোমরা কি দুজনেই সমান! কথন কি আসল কথাটা সোজা করে—সহজে বলতে জান না?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে! তা জানব কেমন করে হুজুর! এই অষ্টাবক্র মুনির

সঙ্গগুণে—আমরাও যে—তেড়ে বেঁকে—নববক্র হয়ে গিয়েছি প্রভু!

অজিত। আচ্ছা বেশ! তা হলে এখন আর তোমায় কোন কথাই বল্‌তে হবে না! তুমি এইখানে—

হেমাঙ্গ। উপবেশন করহ! আজ্ঞে হুজুর—এইত আপনার হুকুম? কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই! উপস্থিত কার্য্যের একটা নিষ্পত্তি না হলে, আমিত এখন আর কিছুতেই—নিশ্চিন্ত হয়ে—উপবেশন করতে পাচ্চিনি!

মায়া। কেন হেমাঙ্গ! কেন তুমি এত উতলা হয়েছ?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে—মা জননী! আমি আমাদের এই বিরূপাক্ষের ব্যাপার দেখে, একেবারে অবাক হয়ে গেছি! অমন মহামূল্যবান্ পৈত্রিক সম্পত্তিটা হারিয়ে গেল! তা একবার একটু ভ্রুক্ষেপ পর্য্যন্ত নেই! আশ্চর্য্য বটে! আর এদিকে, রাজ্যময় একটা হুলস্থূল পড়ে গেছে! আহার নিদ্রাত্যাগ করে—হাজার হাজার লোক সব—সেই আংটী অনুসন্ধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে! আর আমাদের প্রভু এখানে কিনা, নিশ্চিন্ত মনে বসে, ঐ নির্ম্মলাদেবীর—সঙ্গে খোষগল্প করছেন!

অজিত। ওঃ তাই বল! সেই আংটীর কথা বলছ?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে! হাঁ হুজুর! এই রকম অনুমান হয়!

অজিত। তা—তার জন্য কি আর করতে হবে? একটা জিনিষ ছিল, হারিয়ে গেল! তা—তার জন্য আর এত কাণ্ড কেন?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে! আপনি ত তার জন্য কিছুই করবেন না! তা জানি! কিন্তু আপনার—পোষ্য পুত্তুররা তা শুনবে কেন? তারা যে সব—সেপাই-সান্ত্রি—তোজদান—বন্দুক নিয়ে, সেই আংটীরূপ

সীতার উদ্ধারের জন্য সাগর লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন! এখন কেবল আপনার হুকুমের যা অপেক্ষা--

অজিত। এ সামান্য বিষয়ের জন্য এত গোলমালের প্রয়োজন কি?

হেমাঙ্গ। আপনি হলেন রাজা! আপনার পক্ষে অতি গুরুতর বিষয়ও সামান্য বলে ধারণা হতে পারে। কিন্তু যাঁরা আপনার রাজ সরকারের অন্নভক্ষণ ক'রে পরিপুষ্ট হয়েছেন, তাঁরা ত আর কেউ "লবণ শূকর" হতে পারেন না! রাজ সরকারের বিশুদ্ধ লবণ যে—এখন তাঁদের গা ফুটে বেরিয়ে পড়েছে। তাঁরা এখন সব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলছেন যে, হয় সেই আংটীর উদ্ধার করবেন, নচেৎ "জয় রাম"—বলে জীবন বিসর্জ্জন দেবেন!

অজিত। হেমাঙ্গ, কি উন্মাদের মতন প্রলাপ বক্‌ছ? যাও সকলকে নিরস্ত হতে বলগে!

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে, সে এখন আর হবার উপায় নেই দয়াময়! আমার বোধ হয়—ও "বিনা যুদ্ধে সূচ্যাগ্র মেদিনীও" এখন কেউ দিতে পারবে না। আংটীর অনুসন্ধান না করে—তাঁরা কিছুতেই ক্ষান্ত হবেন না! রাজমন্ত্রী, সহরকোতয়াল, অমাত্যপারিষদবর্গ সব একেবারে আংটীর শোকে অধীর হয়ে পড়েছেন! এখন—মহারাজ—এর একটা—বিহিত না করলে, আমার বোধ হয়, তাঁরা কেউ আর জীবন ধারণ করতেই সক্ষম হবেন না!

অজিত। এমন উন্মাদ যদি আর কোথাও দেখে থাকি! আমার আংটী আমার হস্তচ্যুত হয়ে হারিয়ে গেছে, তা—তার জন্য আমার বিনানুমতিতে—এত আন্দোলনের প্রয়োজন কি?

হেমাঙ্গ। তা বল্লে কি হয় হুজুর! তবে আর রাজসরকার বলেছে কেন? মশা মারতে—যদি কামানেরই না প্রয়োজন হবে—তবে আর

লোকে—রাজারাজড়ার কাণ্ড বলবে কেন? তা সে যা হোক, এখন আপনার "হুকুমনামার" জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন! আপনি এখন একটা "হুকুম নামা" প্রদান করে—রাজকর্ম্মচারীদের—কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য উৎসাহ প্রদানে আপনার—রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন!

অজিত। রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম যে কি, তা আমি জানি। আর রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তা আমি স্বয়ং কর্‌ব। সে জন্য তোমাদের এত চিন্তা কর্‌তে হবে না!

হেমাঙ্গ। চিন্তা না কর্‌লে চলবে কেন মহারাজ! রাজবাড়ীর সকলেই যখন আংটীর জন্য চিন্তিত হয়েছেন, তখন আমিই বা কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকি বলুন? তা সে যা হক্—এখন আংটীটার অনুসন্ধান করবার জন্য, একখানি "হুকুম নামা" প্রদান করে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন!

অজিত। এর জন্য আবার "হুকুমনামা" কি দোব? তুমি কি—উন্মাদের মত কথা বলছ?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে! অধিক কিছু আপনাকে এখন আর লিখে দিতে হবে না! হুকুমনামার মুসোবিদে একরকম প্রায় নিষ্পত্তই হয়ে গেছে। এখন কেবল মহারাজের অনুমোদনের জন্যই যা অপেক্ষা করা হচ্চে।

অজিত। কিরূপ হুকুমনামার প্রয়োজন? অভিপ্রায়টা তাহলে একবার ব্যক্ত করেই বলুন! আমি শ্রবণ করি!

হেমাঙ্গ। হুকুমনামার—অভিপ্রায় বিশেষ কিছু এমন গুরুতর নয়! তবে মহারাজের নামাঙ্কিত "ক্ষমতাপত্র" প্রাপ্ত না হলে, লোকে কি প্রকারে—আপনার আংটীর অনুসন্ধান করবেন বলুন?

অজিত। আজ্ঞে! সেত সবই হৃদয়ঙ্গম করলুম! কিন্তু তাহলে এক্ষণে কিরূপ ক্ষমতাপত্রে আমায় স্বাক্ষর করতে হবে, সেই বিষয়টা আপনি একটু প্রকাশ করেই বলে ফেলুন, যথেষ্ট পরিমাণে ত ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে! আর কেন? এখন আসল কথাটা কি—বলেই ফেলুন না!

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে—হুজুর আজ প্রাতঃ সমীরণ সেবনের জন্য—যে সকল পথ দিয়া গমনাগমন করেছেন, সেই সকল পথের উভয় পার্শ্বে—যে সকল সজীব জীবের বাসস্থান আছে, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক—তন্ন তন্ন করিয়া রাজসরকারের হারাণ আংটীর অনুসন্ধান করিবা। এবং যে কোন উপায়ে হউক, উক্ত আংটীর উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজভাণ্ডারকে পুনরায় ঐ মহা-মূল্য রত্নের দ্বারা সুশোভিত করিবে! আমি নিজ রাজশক্তি বলে—স্বইচ্ছায়—সুস্থ শরীরে—এই ক্ষমতাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিলাম! ইতি—

অজিত! বাঃ—অতি চমৎকার ব্যবস্থা! কিন্তু এরূপ ব্যবস্থার অনুমোদন করা—আমার সাধ্যাতীত। অতএব আপনি এখন নিরস্ত হউন!

হেমাঙ্গ। কেন মহারাজ! এতে আর আমাকে নিরস্ত হতে বলছেন কেন? এত আপনার—হারাণ আংটী—পুনঃ প্রাপ্ত হবার অতি সুবিবেচনার—সুব্যবস্থাই করা হয়েছে! আপনার ক্ষমতাপত্র প্রাপ্ত হলেই—দলে, দলে, সব রাজকর্ম্মচারীরা, সেপাই-শান্ত্রী নিয়ে, রাজ্য তোলপাড় করে ফেলবে এখন! তারপর গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে, তাদের সব উদবাস্ত করে তুল্‌বে এখন। তারপর—ঘোড়ার ল্যাজে বাঁধা, বুকে বাঁশ দিয়ে ডলা, প্রভৃতি

মোলায়েম রকমের—রকমারি সৎব্যবহার হলেই—একেবারে গাদা—গাদা আংটী চোর সব বেরিয়ে পড়বে এখন। কাছারী বাড়ীতে একেবারে আংটী চোরের গাঁদী লেগে যাবে এখন। মহারাজ! আপনার ত একটীমাত্র পৈতৃক আংটী হারিয়েছে, কিন্তু আপনার এই একটী আংটী অনুসন্ধানের ফলে, আমার বোধ হয়, এ রাজ্যে আর কারুর ঘরে—তাদের পৈতৃক কুটো গাছটী পর্য্যন্ত থাক্‌বে না! সব ঐ আপনার পুষ্যিপুত্তুরদের ঘরে, অতি অজ্ঞাতসারে প্রবেশলাভ করবে এখন।

নির্ম্মলা। আ মরি! মরি! মহারাজের কাছ থেকে, কি হুকুমই নিতে এসেছেন! যাও যাও আর তোমাকে আংটী অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে না! তুমি খুব বুদ্ধিমান্ তা বুঝ্‌তে পেরেছি! আংটী খোঁজবার ছুতো করে—যত সব নির্দ্দোষী লোকের উপর অত্যাচার কার্‌বার্ মৎলব আর কি?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে—মাপ্ করতে হয়েছে! আমি আপনাকে প্রেম নীতির তর্কপঞ্চানন, বা ন্যায়সিদ্ধান্ত বলে সম্মান কর্‌তে পারি। কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে আমি আপনার সিদ্ধান্তকে কিছুতেই সম্মান করতে পারি না! অতএব হে বাকবাদিনি! আপনি এ ক্ষেত্রে একটু নিরস্ত হউন!

অজিত। দেখ হেমাঙ্গ, নির্ম্মলা যা বলেছে, অতি সত্য কথা। একটা আংটীর জন্য যে, কতকগুলি নির্দ্দোষী লোক—প্রপীড়িত হবে, এ আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়! একটা আংটী একজন লোকেই প্রাপ্ত হয়েছে! কিন্তু সেই অপরাধের জন্য—আমি কি—আমার সমস্ত নির্দ্দোষী প্রজাকে প্রপীড়িত করবার জন্য অনুমতি প্রদান করব? যাও তুমি মন্ত্রীকে গিয়ে বলগে,

আমার আংটী অনুসন্ধানের জন্য আপাততঃ কোন প্রকার উদ্‌যোগ, আয়োজনের প্রয়োজন নেই। আমি স্বয়ং গোপনে এ বিষয়ের ব্যবস্থা করব। আজ থেকে আমার আংটী সম্বন্ধে কোন কথা—আর যেন কেউ কোন প্রকারে—না আলোচনা করে।

নির্ম্মলা। (হেমাঙ্গের নিকটে যাইয়া) বলি, রাজনীতি-বিদ্যাবিশারদ মশাই! এইবার আপনার রাজনীতির বুদ্ধিটা কোথায় রইল? কেমন—খুসী হয়েছেন ত? এখন যান—মানে, মানে, এখান থেকে বিদেয় হন্! বিদেয় হয়ে সকলকে—গিয়ে, এই রাজ আজ্ঞা শুনিয়ে দিন্‌গে! যান্—যান্ আর এখানে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকৃতে হবে না! চলে যান! চলে যান্!

হেমাঙ্গ। দেখুন! মহারাজ দেখুন! একবার মেয়ে মানুষের—স্পর্দ্ধা দেখুন! আমায় কি রকম করে—একবার অপমান করছে দেখুন! আপনি এর বিচার করুন! তা নইলে কিন্তু;—

নির্ম্মলা। তা নইলে কিন্তু কি? কি তুমি করবে কি? এখন' আমি ভাল কথায় বলছি—শীঘ্র এখান থেকে গিয়ে—সকলকে রাজ আজ্ঞা শুনিয়ে দাওগে! তা নইলে এখনি কিন্তু মজা টের পাবে।

হেমাঙ্গ। ইস্! তাইত! খুব যে তর্জ্জন গর্জ্জন হচ্চে দেখ্‌তে পাচ্চি। মহারাজের কাছে থেকে, একেবারে যে সেপাই হয়ে দাঁড়িয়েছ দেখছি!

নির্ম্মলা। হাঁ! হইছি! হবনাত কি? এইবার যদি আমার কথা না শোন,তা হলে কিন্তু তোমায় আমি সঙ্গীনের খোঁচা—দোব তা জান? আমি রাজরাণীর সেপাই—মনে থাকে যেন!

হেমাঙ্গ। মহারাজ—দেখুন! একবার স্থান মহাত্মের—মহিমাটা দেখুন! সাধে কি আর কবি বলেছেন—

"জানামি রে সর্প তব প্রভাবং,
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্থ।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং—
স্থানস্থিতো কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

তা নির্ম্মলে! তোমার যত বাহাদুরী সব—এই মহারাজের সম্মুখেই শোভা পায়! মহাদেবের কণ্ঠস্থিত সর্প—যেমন গরুড়কে দেখে—তর্জ্জন, গর্জ্জন করে, তেম্‌নি তুমিও আজ—মহারাজের নিকটে থেকে, আমাকেও খুব এক চোট তর্জ্জন, গর্জ্জন করে নিলে! মহারাজের কাছে যদি বিচার থাকৃত, তাহ'লে কি আর তোমার মতন একটা সামান্য স্ত্রীলোক—আমায় অপমান কর্‌তে পার্‌তো?

অজিত।— "অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বাচ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংসে চ মূর্খতা॥"

একটা মেয়ে মানুষের একটু কোমল অপমান সহ্য কর্‌লে—যদি স্বকার্য্য সাধিত হয়, তা এতে কি আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করে? তা করে না! বিশেষতঃ অর্দ্ধাঙ্গিনীর—তর্জ্জন, গর্জ্জন, এ সংসারের সকলকেই একটু আধটু সহ্য করতে হয়।

হেমাঙ্গ। জানি! মহারাজ জানি! আপনি যে—নির্ম্মলার পক্ষ অবলম্বন করে কথা কইবেন, তা আমি বেশ জানি!

অজিত। হেমাঙ্গ, আমিও যে তোমায় জানি না—তা মনে ক্‌রো না! পাছে কোন নিরপরাধী ব্যক্তি, বিনা কারণে প্রপীড়িত হয়,

এই আশঙ্কায় তুমি নানা ছলনায়—আমার মন পরীক্ষা করছ। কিন্তু হেমাঙ্গ। এতদিনেও কি তুমি তোমার এই বাল্য সঙ্গীর—অন্তর বুঝতে পারনি? তা যদি না পেরে থাক? তা হলে—এ জগতে আর আমায় কে বুঝতে পারবে বল?

হেমাঙ্গ। মহারাজ! সখা! দয়ার অবতার! নিজগুণে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন! (করযোড়ে অবস্থান)

অজিত। (হেমাঙ্গের হস্ত ধরিয়া) ছি হেমাঙ্গ! ও কি কথা বলছ? তুমি কি জান না যে আমি তোমাকে কত আপনার বলে জানি?

হেমাঙ্গ। না মহারাজ! তবে আমারি হার! আমারি হার! নির্ম্মলার জিত্! নির্ম্মলার জিত্! কেমন নির্ম্মলে! এইবার ত খুসী হয়েছ? আমি তবে যাই! রাজআজ্ঞা প্রচার ক'রে—তোমার হুকুম তামিল করিগে! তুমি এটা ঠিক জেন যে, আমি তোমার নিতান্ত অবাধ্য স্বামী নই। মহারাজ অজিতকুমার—মহারাণী মায়াময়ীর—দোহাই দিয়ে আমি তাহলে—একবার জোর গলায় তবে—রাজ আজ্ঞা প্রচার করিগে!

মায়া। হেমাঙ্গ, এ ধর্ম্মের রাজ্যে যেন—বিন্দুমাত্র অধর্ম্ম না হয়! অমন শত শত হীরকাঙ্গুরীর জন্যও যেন—আমার একটী নির্দ্দোষী প্রজাও প্রপীড়িত না হয়! আমিও তোমায় এই হুকুম দিচ্চি—তুমি নির্ভয়ে গিয়ে এই আজ্ঞা প্রচার করগে!

হেমাঙ্গ। (রাণীর প্রতি) রাজরাজেশ্বরি! রাজকুললক্ষ্মি! মা! এইবার বুঝলুম যে, তুমি শুধু আমার মা নও! তুমি এই জগতের মা! আমি তবে চল্লুম! নির্ম্মলে অধীনকে স্মরণ রেখো!

[প্রস্থান।

অজিত। রাণি! এমন অদ্ভুত চরিত্রের লোক কি, তুমি আর কখন দেখেছ?

মায়া। দেখব না কেন? এই যে, আর একটী সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অজিত। তা ঠিক বলেছ। নির্ম্মলা যেমন আমার নির্ম্মল গঙ্গাজল! হেমাঙ্গও—তেমনি আমার হেমের পর্ব্বত! আমাদের ধন্য ভাগ্য যে, এই স্বার্থময় কুটীল সংসারেও এমন স্বর্গের দেব-দেবীকে—সুহৃৎভাবে—প্রাপ্ত হয়েছি।

নির্ম্মলা। (করযোড়ে) ও কি কথা মহারাজ! আমরা আপনার আশ্রিত! ও অনুগত! আমাদের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করবেন না!

অজিত। নির্ম্মলা! আমার আংটীর জন্য তুমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করোনা! আমি তোমায় নিশ্চয় বলছি, যদি সেই আংটী—আমার সত্য হয়—তা হলে—আমি নিশ্চই সে আংটী পুনঃ প্রাপ্ত হব!

(নেপথ্যে) অনাথকুমারের গীত।

বড় ক্লান্ত হয়েছি আমি, এই সংসারে এসে!
কেন—হা হা করি! কেন ঘুরে মরি!
বুঝিতে না পারি! কি সুখ আশে!

অজিত। আহা! একি—মধুর গান! এ—গান এখানে কে গাইছে? এ যে, সংসার বদ্ধ জীবের—মুক্তি-মার্গের—অনুতাপভরা—কাতর ক্রন্দন! এ যে, "পঞ্চভূতাবদ্ধ আত্মার" আত্মজ্ঞানের—দেবগাথা! এ গান এখানে কে গায়?

মায়া। নির্ম্মলে! আবার সেই বালক এসেছে! ওকে তুমি এইখানে নিয়ে এস! [নির্ম্মলার গমন।

(নিলর্ম্মার সহিত অনাথকুমারের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

হাসিলেই যদি—কাঁদিবারে হয়!
মিলনেতে—সদা বিচ্ছেদের ভয়!
সদাই শঙ্কিত—কি হয়! কি হয়!
জীবনে—অথবা মরণের শেষে!
কেহ নাহি জানে! কিবা প্রয়োজনে!
আসে জীব—এই মরণের দেশে॥

অজিত। আহা! কি সুন্দর গান! বালক! এ গান তোমায় কে শিখিয়েছেন?

অনাথ। ভিখারী ঠাকুর আমায় এ গান শিখিয়েছেন! আমি এই রকম গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করি! কিন্তু এবার আমি ভিক্ষা করতে আসিনি! আমার বড় দরকার আছে—তাই আবার এসেছি!

মায়া। বাবা! তোমার কি দরকার বল?

অনাথ। কি দরকার বলবো! এই—আমরা—একটা আংটী—কুড়িয়ে পেয়েছি! আমার মা সেই আংটীটী—আপনার হাতে আমায় দিতে বলেছেন।

মায়া। আংটী কুড়িয়ে পেয়েছ? কৈ দেখি কি আংটী?

অনাথ। এই যে, মা আমার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিয়েছেন! (কাপড় হইতে আংটী খুলিয়া) এই নিন্! (আংটী প্রদান)।

মায়া। অ্যাঁ! একি! এযে, মহারাজেরই আংটী! এ আংটী এ বালক কোথায় পেলে?

নির্ম্মলা। অ্যাঁ! বলকি সখি! দেখি! দেখি! ওমা—সত্যিইত! এযে—মহারাজেরই সেই—আংটী দেখ্‌তে পাচ্চি! কি আশ্চর্য্য!

অজিত। নির্ম্মলে! আমি তোমায় বলেছিলুম্ যে, এ সংসারে কিছুই আশ্চর্য্য নেই! এই দেখ, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! একবার ভাল করে, ভেবে দেখ দেখি! এ সংসারে কার কার্য্য কে করে! যাঁর কার্য্য তিনিই এ সংসারের সমস্তই নির্ব্বাহ করেন! মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র! মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে মনে করে যে, মানুষই এ সংসারের কর্ত্তা। কিন্তু মানুষের সেটী সম্পুর্ণ ভ্রম কল্পনা মাত্র। এক মুহূর্ত্ত আগে আমি যা বলেছি, অন্তর্য্যামী ভগবান—আমার সেই অন্তরের কথা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর্‌বার জন্য—যেন—এই বালক বেশে এসে আমায় দেখা দিলেন! লীলাময়! ধন্য তোমার লীলা!

নির্ম্মলা। মহারাজ! আমি জ্ঞান বুদ্ধিহীনা—সামান্যা রমণী! আমায় আপনি নিজগুণে মার্জ্জনা করুন!

অজিত। রাণি! ধর্ম্মের পবিত্র প্রভাব একবার নিরীক্ষণ কর! অবিচলিতভাবে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখলে—এ সংসারে মানবের আর কোন দুঃখই থাকেনা! (আংটী দেখাইয়া) আমার পিতৃ-প্রদত্ত মহামূল্যবান এই স্মৃতিচিহ্ন, যখন আমার অজ্ঞাতসারে হস্তচ্যুত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তখন ক্ষণিকের জন্য আমার হৃদয়ে একটু চিন্তার ছায়া নিপতিত হয়েছিল! কিন্তু পরক্ষণেই ধর্ম্মের নির্ম্মলজ্যোতিঃ—আমার হৃদয়ে বিকশিত হয়ে, আমাকে জ্ঞানালোক প্রদান করেছিল। আমি তখন

স্থিরবুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করলুম যে—এ সংসারের কোন দ্রব্যের উপরই—মানুষের কোন অধিকার নাই! পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যই এই পৃথিবীর বক্ষে—আবহমানকাল—সমভাবে—বর্ত্তমান আছে! কেবল—মানুষই এ সংসারে চিরস্থায়ী নয়! আজ যে আছে, কাল সে নেই! আজ এই যে মুক্তামালা আমার কণ্ঠ সুশোভিত করে রেখেছে! কাল হয়ত এই মুক্তামালাই মেদিনী বক্ষে—ধুলি-বিলুণ্ঠিত হয়ে—নিপতিত থাক্‌বে! কোন দ্রব্যের জন্যেই কোন মানবের আত্মহারা হওয়া কর্ত্তব্য নয়! ধর্ম্মের প্রভাব মানব হৃদয়কে কত উচ্চস্থান প্রদানে সক্ষম—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ভিখারী সন্তান! এই বালকের পিতা-মাতা ভিক্ষাজীবী হ'লেও—কিন্তু কি উন্নত হৃদয়! কি সত্যনিষ্ঠাপূর্ণ—প্রত্যাহার! এই মহামূল্যবান অঙ্গুরীয় অনায়াসালব্ধ জেনেও—নগন্য দ্রব্যের ন্যায়—পরিত্যাগ করেছেন! এখন পর্য্যন্ত এমন মহাত্মার পদরজ যে ভূমি বক্ষে ধারণ করে আছে, সে ভূমিকে আমি স্বর্গাদপিগরিয়সী বিবেচনা করি! এমন পবিত্র-পদ-স্পর্শিত জন্মভূমির গরীমায়, আমিও গৌরবান্বিত। রাণি! এখন এই ব্রাহ্মণ বালকের উপযুক্ত পুরস্কার কি?

অনাথ। (রাজার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে অবলোকন)

মায়া। মহারাজ! আমি চিরদিনই আপনার অজ্ঞানুবর্ত্তিনী! আপনি যা মনস্থ করবেন, তারউপর দ্বিরুক্তি কর্‌বার অধিকার আমার নাই! দেখুন মহারাজ! দেখুন! বালক—কিরূপ সরল নয়নে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখুন!

নির্ম্মলা। (অনাথের প্রতি) তোমার কোন চিন্তা নাই বাবা! ইনি

এই দেশের রাজা। ইনি আজ তোমাকে—স্বয়ং ভিক্ষা প্রদান করবেন।

অনাথ। ইনি রাজা? (করযোড়ে নতজানু হইয়া) আমি ত জানিনা! আমাকে ক্ষমা করুন! (নমস্কার করন)

অজিত। (হস্তধারণ) বালক! তোমার কোন চিন্তা নাই! তুমি নির্ভয়ে অবস্থান কর! আমি তোমাকে যে এখন কি পুরস্কার প্রদান করব, তাই চিন্তা করছি।

অনাথ। আমি আর এখন কিছুই চাইনা! আমার রাণীমা আমায় অনেক ভিক্ষা দিয়েছেন। আমার মা বলেছেন, তাতে এখন আমাদের অনেকদিন চলবে! আমি এখন কেবল এই আংটীটী—রাণীমাকে দিতে এসেছি! মা বলে দিয়েছেন, যাঁর—আংটী—আপনারা তাঁকে এই আংটীটী ফিরিয়ে দেবেন!

অজিত। তুমি তোমার মাকে গিয়ে বোলো—যে, যাঁর আংটী, তিনি স্বয়ং সেই আংটী গ্রহণ করেছেন! আরো বোলো—আমি তোমার সেই সত্যধর্ম্মের আদর্শ রূপিণী—জননীকে একবার দর্শন করবার জন্য—তোমাদের গৃহে গমন করব!

অনাথ। আপনি রাজা! আপনি আমাদের বাড়ীতে যাবেন? সেত এমন ভাল বাড়ী নয়! সে—যে আমাদের মাটীর ঘর! খড়ের চাল! সেখানে গেলে—আমি আপনাকে—বস্‌তে দেবো কিসে?

নির্ম্মলা। সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই! ওঁর বসবার স্থান উনি আপনিই করে নেবেন এখন!

অজিত। রাণি! এই আংটীর জন্য তুমি এই বালক্‌কে—সন্তোষচিত্তে আপাততঃ কিছু পুরস্কার প্রদান কর! বোধহয় অবগত আছ যে—এই আংটীর মূল্যের পরিমাণ কত?

মায়া। নির্ম্মলা, বিজয়কুমারের—শিশুকালের সেই মোহরমালাটা নিয়ে এস! আজ থেকে—বিজয়কুমার—আর এই ব্রাহ্মণ-কুমার—আমার সমান স্নেহের অধিকারী হবে!

(নির্ম্মলার গমন এবং মোহরের মালা হস্তে করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

মায়া। (সস্নেহে অনাথের গলায় মোহরের মালা পরাইয়া দিলেন)

অজিত। রাণি! এই দরিদ্র সন্তানের প্রতি তোমার আন্তরিক মমতা দর্শনে—আমি বড়ই আনন্দলাভ করলুম্! আমি এখন এই বালকের সেই পূণ্যময় পিতামাতাকে একবার দর্শন কর্‌তে ইচ্ছা করি! রাণি! চলো আমরা সকলে আজ এই ব্রাহ্মণ-বালকের গৃহে—আতিথ্য গ্রহণ করিগে—চলো! নির্ম্মলা, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে!

নির্ম্মলা। প্রভু! আপনি দরিদ্রের বন্ধু! বিপন্নের সহায়! দয়ার অবতার! সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! আপনার তুলনা এ জগতে, আর কোথাও আছে কি না জানিনা! আপনার পদধুলি নিপতিত হলে,এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের—পর্ণকুটীর যে—স্বর্ণকুটীর হবে—তা আমি জানি! সেই ইচ্ছাতেই যে, আপনার এ আতিথ্য গ্রহণের অভিলাষ—তাও আমি বুঝতে পেরেছি!

অজিত। রাণি! একে ব্রাহ্মণ বাড়ী—তাতে আবার তোমার এই ধর্ম্ম-পুত্রের বাড়ীতে গমন করতে হবে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিতে যেন বিস্মৃত হয়োনা! বিজয়কুমার, আর উষারাণীকেও সঙ্গে নাও! (রাণীর প্রস্থান) নির্ম্মলা, হেমাঙ্গকে সংবাদ দাও, যেন অবিলম্বে আমার এই ব্রাহ্মণগৃহে—গমনের জন্য—উপযুক্ত আয়োজন করে!

নির্ম্মলা। আর বলতে হবে কেন মহারাজ! আমি আপনার

অভিপ্রায় ইঙ্গিত মাত্রেই—সমস্ত বুঝতে পেরেছি! আমি এখনি সংবাদ প্রেরণ করছি! [প্রস্থান।

অজিত। লীলাময়! এ সবই তোমার লীলা! মানুষকে যে তুমি কি উপাদানে সৃষ্টি করেছ—তা তুমিই জান! মানুষ এ সংসারে কখন যে কিভাবে—কি কার্য্য করে,তা কেউ বুঝতে পারেনা!

(চতুর্দ্দিক হইতে গান গাহিতে গাহিতে কল্পনা সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।)

এই মানবের মাঝে-সবই দেখা যায়!
নরকের কথা—স্বরগের গাথা,
যাহা কিছু আছে ধ্যান ধারণায়!
কখন মানব—দেবতার বেশে,
শান্তি সুধা দিতে—পৃথিবীতে আসে!
দেখিলে সে মুখ, দূরে যায় দুঃখ,
পৃথিবী তখন সুখে ভেসে যায়!
কখন মানব—দানবের সাজে,
সৃজিতে নরক—আসে ধরা মাঝে,
মানবের প্রাণ—মানবে ছিঁড়িয়া,
রুধীর খাইয়া—পিপাসা মিটায়!
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণের মায়া,
ত্রিগুণের খেলা, ত্রিগুণের ছায়া!
তমোগুণে নাশ, রজেতে বিকাশ,
সত্ত্ব-গুণে শুদ্ধ "ব্রহ্মনাম" গায়!!

[পটক্ষেপন।]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ত্রিলোচন ঠাকুরের কুটীর।

(ত্রিলোচন ও সবিতার প্রবেশ।)

ত্রিলো। সবিতা! তুমি করেছ কি? এমন সর্ব্বনাশ তুমি কেন করলে? হাতের লক্ষ্মী তুমি কেন পা দিয়ে বার করে দিলে? তুমি কোন সাহসে সেই মহামূল্যবান রত্ন ঐ একটা শিশুর হাতে প্রদান করলে? হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই করেছ! আমার এত আশা! এত সাধ—সব নির্ম্মূল করে দিলে? না আমি এ প্রাণ আর রাখবো না! আমি আত্মঘাতী হব! আমি আত্মঘাতী হব! তোমাকে আমি ব্রহ্মহত্যা! স্বামীহত্যা পাপে লিপ্ত করব! ওঃ! কি সর্ব্বনাশ হলো! মা লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় আমার ঘরে এসেছিলেন, আর তুমি কিনা তাঁকে জোর করে আমার ঘর থেকে বিদেয় করে দিলে? হা ভগবান! আমার কি হবে! আমি আর কতদিন এ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করব! আর যে পারিনি! আর যে পারিনি!

সবিতা। কেন এত অধৈর্য্য হচ্ছ? কেন আত্মহারা হয়ে উন্মত্তের ন্যায় এত অধীরতা প্রকাশ করচ? তোমার এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন হলো? তোমার সেই ধর্ম্মের তেজ! সেই সত্যনিষ্ঠা! সেই হৃদয়ের বল! সব কোথায় গেলো? এত কষ্টে এতদিন

ধর্ম্মাশ্রয়ে থেকে, শেষ কি না তুমি একটা পরদ্রব্যের লোভে ধর্ম্মত্যাগ করতে বসেছ ?

ত্রিলো। না না ! আমি আর ধর্ম্ম মানি না ! আমি আর ধর্ম্ম মানি না ! আমার ধর্ম্মের উপর আর কোন আস্থা নেই ! আমি আজীবন ধর্ম্মের সেবা করেছি ! ধর্ম্মরক্ষার জন্য অকাতরে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি ! কিন্তু তবু আমি দুবেলা দুটি ক্ষুধার অন্ন প্রাপ্ত হইনি ! ধর্ম্ম নেই ! সবিতা—ধর্ম্ম নেই ! আমি তোমায় নিশ্চয় বল্‌ছি ! এ সংসারে ধর্ম্ম নেই ! ধর্ম্ম যদি থাকতো, তা হ'লে তোমার মতন সাধ্বী সতীকে দুটী অন্নের জন্য কখনই এত কষ্ট পেতে হত না !

সবিতা। কষ্ট ! কিসের কষ্ট ? আমার এ সংসারে কিছুই কষ্ট নেই ! তবে সময়ে সময়ে মায়ার তাড়নায়—আমাকে অভিভূত হতে দেখে, তুমি কি মনে কর যে, আমি বড় কষ্টে আছি ? তুমি নিশ্চয় জেন, আমার এই সহস্র কষ্টের মধ্যেও আমার যা সুখ আছে তা বোধ হয় অনেক রাজার ঘরণীরও নেই ! আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত শান্তি ! কত সুখ ! কত ধৈর্য্য ! তাকি তুমি জাননা ? আমার চখে জল দেখে কি তুমি মনে কর যে, আমি তোমার—দুরবস্থার জন্য ক্রন্দন করি ? না প্রভু না ! সেজন্য আমি আমার—জীবনে কখন কাঁদিনি ! আমি কাঁদি কেন তা জান ? যখন আমার একমাত্র সন্তান—ক্ষুধায় কাতর হয়ে'—আমার মুখের পানে চেয়ে দেখে ! তখন আমি কি মনে করি তা জান ? আমি তখন মনে করি—আমি হয়ত পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাপ করেছি ! এই রকম কত ক্ষুধাতুর দরিদ্র শিশুর সম্মুখে—হয়ত আমি কেবল—আমার নিজ সন্তানকেই উদরপূর্ণ

করে—আহার করতে দিয়েছি! কখনো কারুর ছেলের মুখের দিকে—একবার ভুলেও চেয়ে দেখিনি! তাই এ জন্মে আমার সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে! আমার বাছারও মুখের দিকে—আজ এ জগতের কেউ একবার ফিরে চেয়ে দেখছেনা! আমি নিশ্চয় বলছি! তুমি নিশ্চয় জেনো! ধর্ম্ম নিশ্চয়ই আছেন! ধর্ম্ম আছেন বলেই—আজ আমরা আমাদের সেই দারুণ দুষ্কৃতির—হাত থেকে—ধর্ম্মের কৃপাতেই—ধীরে ধীরে উদ্ধারের পথে অগ্রসর হচ্চি! আমি জানি! তুমি তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কৃতকর্ম্মের ফলে—অনেক কষ্ট পেয়েছ! অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছ! কিন্তু তুমি কখনত ধর্ম্মত্যাগ করনি! তবে আজ আবার ঐ সামান্য—তুচ্ছ হীরকাঙ্গুরীর লোভে—কেন আত্মহারা হচ্চ? কেন—তোমার সেই—আজন্মঅর্জ্জিত—মহামূল্য ধর্ম্মরত্নকে—ঐ সামান্য ধূলিকণার জন্য—বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ? ঐ দেখ! ঐ তোমার পর্ণকুটীরবাসী ধর্ম্ম আজ—তোমার এই ঘৃণিত কার্য্যদর্শনে—কিরূপ মলিনভাব ধারণ করেছেন—একবার চেয়ে দেখ!

(কুটীরের দিকে অঙ্গুলী প্রদর্শন)

(সহসা ধর্ম্মবালাগণের আবির্ভাব।)

গীত।

ওগো—বুঝিতে না পেরে, মায়া মোহ ঘোরে,
লোকে মনে করে—কিছুই নাই!
ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা, কিছু নহে তাহা,
পাপ—পুণ্য কিছু এ জগতে নাই!

এত কান্না-হাসি ! এত দুঃখরাশি !
এত কর্ম্মফল—কোথা হ'তে আসে !
এক শক্তি হতে— আসি এ জগতে,
কেহ সুখে—কেহ—কেন দুঃখে ভাসে !
কর্ম্মফলে—জীব ঘটায় বন্ধন !
কর্ম্মে মুক্ত হয়—কর্ম্মেতে পতন !
দেখরে বুঝিয়া—করিয়া যতন !
কর্ম্মফল বিনা—আর কিছু নাই !!

(প্রস্থান।

ত্রিলো। সবিতা ! এ সব আমি কি দেখছি ! এ সব আমি কি শুন্‌ছি ! আমি এ কোথায় এসেছি ! আমার অনাথকুমার কোথায় ? আমার অনাথকুমার কোথায় ? ঐ যে, ঐ যে, বাবা আমার রাশি—রাশি ভিক্ষা নিয়ে—এই দিকে আস্‌ছে ! চলো ! চলো সবিতা ! চলো ! অনাথকুমারকে—কোলে নেবে চলো ! আর আমাদের—কোন দুঃখ নেই ! আর আমাদের—কোন দুঃখ নেই ! বাবা ! বাবা ! আমাদের উদ্ধার কর বাবা ! আমাদের উদ্ধার কর ! দারিদ্র্য রাক্ষসের—নির্ম্মম হাত থেকে—আমাদের উদ্ধার কর !

[বেগে প্রস্থান—পশ্চাৎ পশ্চাৎ সবিতার প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিলোচন ঠাকুরের কুটীরপার্শ্বস্থ পথ।

(প্রতিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম ব্রা। বলি ভায়া! এ ব্যাপারখানা কি? এত সব দ্রব্যসম্ভার লয়ে, এঁরা সব কারা এদিকে আগমন করছেন?

২য় ব্রা। আমি ত কিছুই অনুধাবন করতে পারছিনা! দাঁড়াও! দাঁড়াও! ব্যাপারখানা কি—একবার দেখা যাক্!

(ফর্দ্দহস্তে শশীশেখর, মন্ত্রী, ও চোপদারগণের প্রবেশ)

শশী। মশাই, বল্‌তে পারেন, এখানে ত্রিলোচন ঠাকুরের ঘর কোথায় বল্‌তে পারেন?

উভয়ে। আজ্ঞে! কেন? কেন? কি প্রয়োজন? কি প্রয়েজন?

শশী। প্রয়োজন আছে, আপনারা কি তাঁকে জানেন?

১ম ব্রা। আজ্ঞে! দাঁড়ান! দাঁড়ান! একটু গবেষণা করে দেখি!

২য় ব্রা। এর আর গবেষণা করা করি কি আছে? ত্রি—লো—চ—ন্! অর্থাৎ যাঁর তিন্‌টী চক্ষু! তা—কৈ মশাই, এ পাড়ায় ত—তিন চোখো ব্রাহ্মণ—কৈ, কাউকেইত দেখতে পাইনা! তবে—একচোখো ব্রাহ্মণ—দু—একটা আছে বটে জানি।

মন্ত্রী। আপনারা বোধহয় তাহলে—তাঁর কোন সন্ধান অবগত নন্?

১ম ব্রা। আজ্ঞে, দাঁড়ান! দাঁড়ান! একটু যেন ঐ নামের ছায়া—

আমার স্মৃতিপথে নিপতিত হচ্চে! আচ্ছা, আপনারা কি বল্‌তে পারেন যে, "ত্রিলোচন" নামটী তাঁর ডাক নাম? না রাশ নাম?

শশী। সে বিষয় আমরা সঠিক অবগত নই! আপনারা তাহলে ত্রিলোচন—ঠাকুরের কোন সন্ধানই জানেন না?

১ম ব্রা। ঠিক যে জানি না, তাই বা বলি কেমন করে?

২য় ব্রা। (জনান্তিকে) দেখছ না—বামন বাড়ীতে বিদেয় দিতে এসেছে! হাতছাড়া কোরনা! হাতছাড়া কোরনা! কোন রকমে বাগিয়ে নাও! মস্ত দাঁও!

১ম ব্রা। দেখুন, অনেক গবেষণার পর আমি নির্ণয় করলুম যে, বর্ত্তমান সঠিক ত্রিলোচন নামক—কোন ব্রাহ্মণই এ পল্লীতে বসবাস করেন না!

২য় ব্রা। হাঁ! তা ঠিক্ কথা! তা ঠিক কথা! কৈ আমরাও ত বড় একটা কাকেও—ত্রিলোচন বলে, জানিনা!

১ম ব্রা। তবে, এর মধ্যে একটা কথা আছে—আমার বর্ত্তমান নাম যদিও পঞ্চানন্ শর্ম্মা, কিন্তু আমার মাতুলানী—আমাকে সর্ব্বদাই আদর করে, ঐ নামে, অর্থাৎ—ত্রিলোচন নামেই সম্বোধন করতেন!

২য় ব্রা। ভায়া! আগে—একথা বল্‌তে হয়! এতক্ষণ তবে চুপ্ করে রয়েছ কেন? ও মামীর আদর কখনই মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয়! তুমি নিশ্চয়ই তাহলে ত্রিলোচন! ত্রিলোচন না হয়ে তুমি—যেতেই পারনা! আর কেন বৃথা ছলনা করছ দাদা! স্পষ্ট করেই বলে ফেল না! ভদ্রলোকদের—আর কেন মিছে কষ্ট দিচ্চ?

মন্ত্রী। কোথায় পঞ্চানন্! আর কোথায় ত্রিলোচন! এযে—একে-বারেই কোন সৌসাদৃশ নেই!

২য় ব্রা। সৌসাদৃশ কি আর সব সময় থাকে মশাই! একটু চেষ্টা চরিত্র করে সৌসাদৃশ করে নিতে হয়!

মন্ত্রী। এ যে, একেবারে অসম্ভব! এ কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে? কোথায় পঞ্চানন্! আর কোথায় ত্রিলোচন?

২য় ব্রা। কেন ম'শায়! ঐ শেষের—দিকটায় ত অনেকটা মিল আছে। এদিকে পঞ্চাননের—নন্—আর ওদিকে ত্রিলোচনের—চন্ এত' প্রায় একই রকমের—দেখা যায়! তবে আর—অসম্ভব ভাবচেন কেন?

(হেমাঙ্গমোহনের প্রবেশ)

হেমাঙ্গ। কি হলো মন্ত্রি মশাই! কিছু কি সন্ধান করতে পারলেন? আমিত ত্রিলোচন ছেড়ে,একটি এক লোচনেরও সন্ধান করতে পারলুম না! ও পাড়া এ পাড়া সব খুঁজে এলুম! কিন্তু ত্রিলোচনের কেউত কোন সন্ধানই দিতে পারলেনা। ইদিকে ত—প্রভুর আমাদের—আসবারও—সময় হয়ে এলো!

মন্ত্রী। এই, এঁরা—কি বলছেন, একবার শোন দেখি!

শশী। (পঞ্চাননকে দেখাইয়া) ইনি বলছেন, ওঁর আসল নাম হলো পঞ্চানন শর্ম্মা। তবে ছেলেবেলায়—ওঁর মামী ঠাকরুণ নাকি —ওকে আদর করে, ত্রিলোচন বলে ডাকতেন।

হেমাঙ্গ। তা হলেত—উনি নিশ্চয়ই—ত্রিলোচন! ত্রিলোচন না হয়ে আর উনি যান কোথায়? কিন্তু ঠাকুরমশাই! এর ভেতর কিন্তু একটা কথা আছে। আচ্ছা, আপনার আসল নামত—হলো

পঞ্চানন? তা থেকে—আদর করে না হয়, জোর আপনাকে পেঁচো.পচা বা পঞ্চা পর্য্যন্ত বলতে পারে। কিন্তু কি হিসাবে—আপনার মামী ঠাকরুণ, আপনাকে একেবারে ত্রিলোচন করে ফেল্‌লেন? ত্রিলোচন আর—পঞ্চাননের মিলের মধ্যেত দেখছি, কেবল ঐ শেষের দন্ত 'ন'। কিন্তু ত্রিলোচন শব্দের আগেকার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি—ব্যাকরণের কোন্ সূত্রে—একেবারে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, তা আমায় বলতে পারেন?

১ম ব্রা। আজ্ঞে! কি প্রয়োজনে আপনারাও ত্রিলোচনের এত অনুসন্ধান করছেন, তা আমিও সম্পূর্ণরূপে অবগত না হলে, আর কোন কথাই ব্যক্ত করতে প্রস্তুত নহি!

হেমা। আজ্ঞে! আছে! একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে! আপনি একটু কৃপাপরবশ হয়ে, ত্রিলোচন ঠাকুরের সত্য সন্ধানটা বলে দিন্ না?

১ম ব্রা। আজ্ঞে—আপনারাই না হয়, আপনাদের সত্য প্রয়োজনটা ব্যক্ত করে, আমার কৌতুহল নিবারণ করুন না?

হেমা। প্রয়োজন শুনবেন? প্রয়োজন কিছু গুরুতর রকমের!

২য় ব্রা। কি? কি? কিছু কি বিদেয়-আদায় দেবেন না কি?

হেমা। আজ্ঞে—বিদেয়—আদায়—ত—দেওয়া হবেই—কিন্তু আপাততঃ, তাঁর নামে একখানি যে, পরওয়ানা আছে—সেখানি তা'হলে কে নেবেন বলুন দেখি?

১ম ব্রা। পরওয়ানা? কিসের পরওয়ানা?

হেমা। আজ্ঞে, রাজবাড়ীর পরওয়ানা! বড় সাংঘাতিক! রাজার আংটী চুরির কথা বোধ হয় শুনেছেন?

১ম ব্রা। ও বাবা! আপনারা বুঝি, সেই আংটী চোরকে সব ধর্‌তে

এসেছেন? তাই বুঝি এত লোকজন এসেছে? ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ! আমি ত্রিলোচন নই বাবা! আমি ত্রিলোচন নই! আমি পঞ্চানন! আমি পঞ্চানন! আমি কেবল এই লোকটার পরামর্শে, মিথ্যা কথা বলছিলুম! ত্রিলোচন বলে একটা—-বদমাইস্—-চোর—জোচ্চোর—-হাড় দরিদ্র লোক—ঐ কুটীরে থাকে মশাই—ঐ কুটীরে থাকে। (ত্রি-লোচনের কুটীর প্রদর্শন) যান্! যান্! ঐখানে গিয়ে তাকে ডাকুন! ও বাবা! আংটী চুরির পরওয়ানা! ভায়া! তোমার মতলবে—এখুনি আমি মারা গেছলুম্ আর কি! আংটী চুরির পরওয়ানা নিয়ে—সব চোর ধর্‌তে এসেছে। আর তুমি আমায় বলছ কিনা বিদেয় দিতে এসেছে? তা—নাও এখন নগদ বিদেয় নিয়ে—খুসি হয়ে ঘরে যাও! আমি তবে—অমনি অমনিই সরে পড়ি। [প্রস্থান।

২য় ব্রা। ও বাবা! এ আবার কি রকম করে—চোর ধর্‌তে আসা বাবা? এত জিনিষ পত্র নিয়ে আবার, কে কোথায় চোর ধরতে আসে? বলি মশাই! চোরের সঙ্গে কি, আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন না কি? তাই এত জিনিষপত্র এনে-ছেন? চালাকি করবার বুঝি আর যায়গা পাননি? [প্রস্থান।

হেমাঙ্গ। ও ঠাকুর মশাই! ও ঠাকুর মশাই! দাঁড়ান! দাঁড়ান! যদি নিতান্তই তাই হয়, তা'হলে আপনাকে কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ করা হবে। মন্ত্রি মশাই, এইবার বোধ হয় সন্ধান পাওয়া গেছে। তা'হলে একবার আসুন, এইখানেই একবার ডেকে দেখা যাক!

মন্ত্রী। হেমাঙ্গমোহন! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তুমি না এলে আমরা বোধ হয়, কিছুতেই এ সন্ধান কর্‌তে পারতুম্ না।

হেমাঙ্গ। সেত, যা হবার হয়ে গেছে। এখন একবার আসুন! ত্রিলোচন ঠাকুরকে দর্শন করা যাক্! জান্‌বেন যে, এ ব্রাহ্মণ বড় সামান্য ভাগ্যবান নয়! স্বয়ং মহারাজ যাঁকে দর্শন করতে আসছেন—তিনি কি সামান্য ব্যক্তি! (কুটীরের নিকটে যাইয়া উচ্চৈস্বরে) বলি, এ বাড়ীতে কে আছেন মশাই!—

ত্রিলো। (নেপথ্যে) আজ্ঞে কে মশাই—

হেমাঙ্গ। একবার অনুগ্রহ করে—এদিকে আস্‌বেন! একটু প্রয়োজন আছে।

(ত্রিলোচন ঠাকুরের প্রবেশ)

ত্রিলো। আপনারা, কাকে অন্বেষণ করছেন ?

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে, আপনার নাম কি ত্রিলোচন শর্ম্মা ?

ত্রিলো। আজ্ঞে, এই দীনের নামই ত্রিলোচন শর্ম্মা। কেন ? কিছু প্রয়োজন আছে কি ?

হেমাঙ্গ। প্রয়োজন বলে প্রয়োজন! বিশেষ প্রয়োজন!

ত্রিলো। কি আজ্ঞা করুন!

হেমাঙ্গ। বলি, আপনি কি একটা হীরের আংটী কুড়িয়ে পেয়েছেন ?

ত্রিলো। (বিস্মিত ভাবে) আজ্ঞে হাঁ—পেয়েছিলুম্ বটে! কিন্তু—কিন্তু সে—ত আমার ছেলে নিয়ে গেছে।

হেমাঙ্গ। সে সব কথায়, আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নেই। তবে সেই আংটীর জন্য—মহারাজ স্বয়ং—আপনার এখানে আগমন কর্‌ছেন!

ত্রিলো। আজ্ঞে! আমি নিতান্ত দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সঙ্গে এরূপভাবে—পরিহাস করা—আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির শোভা পায় না!

হেমাঙ্গ। আজ্ঞে, সম্মুখে স্বয়ং রাজমন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন। জিজ্ঞাসা করতে পারেন ?

ত্রিলো। অ্যাঁ! বলেন্ কি ? ইনি রাজ-মন্ত্রী! মহাশয়! আমি কি অপরাধ করেছি বলুন! আমি অতি সামান্য দীন-হীন ব্যক্তি! আমি কেমন করে—আপনাদের সম্মান রক্ষা করব ?

মন্ত্রী। আমাদের সম্মান রক্ষার জন্য, আপনার কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই! আপনি এখন মহারাজের সম্মান রক্ষার জন্য চিন্তা করুন!

ত্রিলো। মন্ত্রি মহাশয়! এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে—কেন এরূপভাবে পরিহাস কচ্চেন ? আপনারাই আমার নিকট মহারাজা।

শশী। পরিহাস নয় মহাশয়! পরিহাস নয়! এই দেখুন—ফর্দ্দ দেখুন! এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী—মহারাজ—আপনার ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করেছেন। এখন এ সমস্ত দ্রব্য কোথায় রাখবেন, তার একটা ব্যবস্থা করুন! ঐ দেখুন! ঐ অদূরেই এই সমস্ত দ্রব্য রক্ষিত হয়েছে।

ত্রিলো। একি স্বপ্ন! না সত্য! মহাশয়! এ সব আপনারা কি বলছেন ? আমি পর্ণকুটীরবাসী ভিখারী ব্রাহ্মণ! আমি এ রাজ-ঐশ্বর্য্য কি প্রকারে গ্রহণ করব ? মহাশয়! আর আমার সহিত পরিহাস করবেন না! আমি করযোড়ে মিনতি করছি! আপনারা আমায় ক্ষমা করুন! আপনারা আমায় ক্ষমা করুন!

হেমাঙ্গ। ঐ মহারাজ এসেছেন! ঐ মহারাজ এসেছেন!

(নেপথ্যে চোপদারগণ গোলমাল করিয়া উচ্চৈস্বরে)

মহারাজাধিরাজ—অজিতকুমার বাহাদুর কি জয়!

জয়—রাণী মাইকি জয়! রাজকুমার—রাজ-কুমারী কি জয়!

ত্রিলো। এ কি! এ কি ব্যাপার! আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি! এ যে দেখছি—সত্য সত্যই মহারাজ স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন! সবিতা! সবিতা! দেখ! এদিকে এসে একবার দেখ! (দ্বার অভ্যন্তরে সবিতার আগমন ও লোকজন দেখিয়া প্রস্থান) আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চিনি! (কম্পিত হওন)

(অজিত কুমার, বিজয় কুমার, মায়াময়ী, নির্ম্মলা, ঊষারাণী,
এবং সুসজ্জিতবেশে অনাথ কুমার ও
চোপদারগণের প্রবেশ।)

সকলে। জয়! মহারাজাধিরাজ—অজিত কুমারের জয়! জয় মহারাণী মাতাজীর জয়!

অনাথ। বাবা! বাবা! এই দেখ! আমার—রাণীমা আমাদের বাড়ীতে এসেছেন! রাজা মশাই এসেছেন! রাজকুমার এসেছেন! ঊষারাণী এসেছেন! আর কতলোক এসেছেন একবার দেখ!

ত্রিলো। (হতভম্ব ভাবে দর্শন ও কম্পিত হওন!)

অজিত। আপনি এই বালকের পিতা? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন! (সকলের প্রণামকরণ) আপনার ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের চরণ দর্শনেও আজ আমরা ধন্য হলুম! এ রাজ্যের মহারাণী আজ স্বয়ং আপনার দ্বারে উপস্থিত! আজ আমরা সকলেই আপনার অতিথী।

ত্রিলো। অ্যাঁ! স্বয়ং মহারাণী! মা জননী—আমার গৃহে এসেছেন? (বসিয়া পড়ন)

হেমাঙ্গ। (হস্তধারণে উঠাইয়া) ঠাকুর! অমন করছেন কেন? আজ ত

আপনার মহানন্দের দিন! চলুন! চলুন! মহারাজকে—রাণীমাকে—রাজকুমার—রাজকুমারীকে—অভ্যর্থনা করে—আপনার কুটীরাভ্যন্তরে নিয়ে চলুন!

ত্রিলো। (সানন্দে উচ্চৈস্বরে) সবিতা! সবিতা! শীঘ্র এস! শীঘ্র এস! স্বয়ং রাজলক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন! স্বয়ং রাজলক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন! জলের ধারা দাও! শঙ্খধ্বনি কর! শঙ্খধ্বনি কর! পুজার আয়োজন কর! পূজার আয়োজন কর!

(বেগে অভ্যন্তরে প্রবেশ। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি।)

হেমাঙ্গ। আহা! ব্রাহ্মণ—আনন্দে আত্মহারা হয়েছে! কি যে করবে, কিছুই স্থির কর্‌তে পারছে না! একেই বলে বামনের চাঁদ হাতে পাওয়া! এত আনন্দ সহ্য করা কি সহজ কথা! স্বয়ং রাজ-রাজেশ্বর—আজ কিনা মহারাণীর সঙ্গে এই দরিদ্রের—পর্ণ-কুটীরে—এসে উপস্থিত হয়েছেন!

অজিত। হেমাঙ্গ! আমি সমস্তই বুঝতে পেরেছি! তোমরা সব একে, একে, ব্রাহ্মণের নিকটে গমন কর! শশীশেখর! তুমি আপাততঃ এই কুটীরের সন্নিকটস্থ কোন স্থানে—শিবির সংস্থাপন করে, দ্রব্য সম্ভার সমস্ত রক্ষা করবার ব্যবস্থা কর!

(মন্ত্রী ব্যতীত সকলের একে একে কুটীর অভ্যন্তরে গমন)

শশী। রাজআজ্ঞা শিরোধার্য্য—

[প্রস্থান।

অজিত। মন্ত্রি মশাই! চলুন! সরল ব্রাহ্মণের—পবিত্র পদস্পর্শিত-পর্ণকুটীরের—ধুলিকণা স্পর্শ করে, আমরা একটু সরলতা শিক্ষা করিগে চলুন!

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার দয়ার কি তুলনা আছে! আপনি দয়ার অবতার! আমি আর আপনার কি প্রশংসা করব বলুন? আপনার এই দয়া দর্শনে, দেবতারাও স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদ করছেন।

[সকলের প্রস্থান।

(দয়ানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

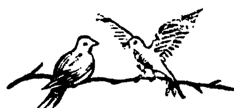
দয়ানন্দ। লীলাময়! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব আমি, তোমার লীলা কেমন করে হৃদয়ঙ্গম করব প্রভু! অনাথনাথ! পতিতপাবন! দারিদ্র-ভঞ্জন তুমি! আজ দরিদ্র ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা দূর করবার জন্য, মহারাজ অজিত কুমারের—পবিত্র হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছ! মহারাজ অজিত কুমার—আজ তোমার পুণ্যপ্রতিভাময়—স্বর্গীয় জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করে—দেবমূর্ত্তি ধারণ করেছেন! তোমার মহান্ মহিমা—যে হৃদয়ে একবার প্রতিফলিত হয়! সে হৃদয় কি আর কখন—এই তুচ্ছ সংসারের মায়ামোহে আচ্ছন্ন হতে পারে? না প্রভু না! তা কখনই হতে পারে না!

গীত।

দেখিলে যাঁরে—কিছু দেখিতে থাকে না,
ভাবিলে যাঁরে—ভব ক্ষুধা দূরে যায়!
বারেক হৃদয়ে নেহার তাঁহারে,
সে বিনে আপন—আর কে আছে ধর
যাঁহার কৃপার কণিকা লইয়ে,
এই বিশ্ব ভাসিতেছে সৌন্দর্য্যে মাতিয়ে,
এ—বিশ্ব—মাঝারে, তাঁরে না হেরিয়ে,

কি দেখিছ হায়,—ভুলিয়ে মায়ায় ॥
সংসার সাগরে—মায়াতে ডুবিয়ে,
তুচ্ছ সুখে কেন—আছরে ভুলিয়ে!
খুলিয়ে নয়ন—দেখরে চাহিয়ে,
কত মাধুরীমা—তাঁর মহিমায় ॥
কত শান্তিসুধা—তাঁর রূপে ক্ষরে,
কত প্রেমামৃত—তাঁর নামে ঝরে,
হেরিলে যাঁহারে—সুরাসুর নরে,
ত্রিতাপের জ্বালা সকলি জুড়ায় !!

[প্রস্থান।



শেষ দৃশ্য।

কুটীর সম্মুখস্থ স্থান।

অজিতকুমার, বিজয়কুমার, হেমাঙ্গমোহন, শিবশর্ম্মা, ত্রিলোচন ঠাকুর, অনাথকুমার, মায়াময়ী, উষারাণী, নির্ম্মলা, সবিতা ও চোপদারগণ আসীন।

ত্রিলো। সবিতা! সবিতা! পূজার আয়োজন কর! পূজার আয়োজন কর! স্বয়ং রাজলক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন! স্বয়ং রাজলক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন! মা! তোমার এত দয়া মা? এই দীন দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে, তুমি স্বয়ং এসে, উপস্থিত হয়েছ? মা! আমি কেমন করে—তোমার পূজা করব মা? আমি যে দীনের দীন! হীনের—হীন!

অজিত! ঠাকুর! আপনার সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দর্শনে, আমরা সকলেই পরম প্রীতিলাভ করেছি!

ত্রিলো। আমার কিছু ধর্ম্ম নেই মহারাজ! আমার কিছু ধর্ম্ম নেই! আমি মহাপাপী! আমি মহা নারকী! আমি আপনার আংটীর লোভ সম্বরণ করতে পারিনি—মহারাজ! আমি আপনার আংটীর লোভ সম্বরণ করতে পারিনি! আমার এই সহ-ধর্ম্মিনীই আমায় রক্ষা করেছেন! তা'নইলে আজ আমার যে, কি সর্ব্বনাশ হত—তা জানিনি! সবিতা! তুমি আমায় ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! আমি তোমাকে এতদিনেও চিন্তে পারিনি! আমায় ক্ষমা কর!

সবিতা। আমি তোমার চরণ সেবার দাসী মাত্র। আমাকে ওরকম

কথা ব'লনা! ধর্ম্মই যে মানুষের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা—এ কথা আমি, তোমার মুখেই শুনেছিলুম! তাই আমি তোমাকে কেবল ধর্ম্ম রক্ষা করতেই বলেছিলুম!

হেমাঙ্গ। মা ঠাক্‌রুন! ও পাগল ঠাকুরের কথা এখন ছেড়ে দিন! আপনাদের ধর্ম্মের উপর মতি গতি না থাকলে কি আর, এই লক্ষ্মীনারায়ণ—স্বয়ং এসে, আপনাদের এই পর্ণ কুটীরে উপস্থিত হন? চন্দ্র, সূর্য্য যাঁর মুখ দেখতে পায়না! সেই রাজকুল-লক্ষ্মী—পুত্র-কন্যা সঙ্গে নিয়ে, স্বয়ং যাঁর গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি কি বড় সামান্য ভাগ্যবান!

ত্রিলো। এ আমার ভাগ্য নয়! এ আমার ভাগ্য নয়! এ আমার সবিতার ভাগ্য! আমার ঐ সতীলক্ষ্মী সহধর্ম্মিনীর ভাগ্যে এ সব হয়েছে! আমার ঐ অনাথকুমারের ভাগ্যে—আজ মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং আমার গৃহে এসেছেন!

(দয়ানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

দয়ানন্দ। বাবা! ধর্ম্মপথে থাকলে—সকলের ভাগ্যেই এই রকম হয়! ধর্ম্মের কাছে ছোট বড় সবই সমান। ধর্ম্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম!

ত্রিলো। এ কি! ভিখারী ঠাকুর! আপনি এসেছেন? বাবা! আপনি কে—আমায় বলুন? আপনি কে—আমায় বলুন?

সবিতা। (চরণ প্রান্তে প্রণত হইয়া) বাবা! বাবা! এ সবই আপনার কৃপা! এ সবই আপনার কৃপা!

অনাথ। (নিকটে যাইয়া স্বালিঙ্গনে) ভিখারী ঠাকুর! এই দেখ! আমি তোমার সেই নাম গান করে—কত ভিক্ষা পেয়েছি! (মোহরের মালা প্রদর্শন)

দয়ানন্দ। ধন্য ! ধন্য তুমি বালক ! তোমাকে নাম মন্ত্রদানে—আমিও ধন্য হয়েছি ! (ত্রিলোচনের প্রতি) কেমন বাবা ! ধর্ম্মের মহিমা কি এইবার কিছু বুঝতে পেরেছে ?

ত্রিলো। (দয়ানন্দের পদ ধারণে) ঠাকুর ! আমায় রক্ষা করুন ! আমায় রক্ষা করুন ! আমি আপনাকে চিন্তে পারিনি ! আমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়েছি ! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছি !

দয়ানন্দ। তুমি কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হতে পারবে না ! তোমার এই সত্যধর্ম্ম-রূপিনী ! সাধ্বীসতী সহধর্ম্মিনী—যতক্ষণ তোমার সহায় থাক-বেন—ততক্ষণ কিছুতেই ধর্ম্ম তোমায় পরিত্যাগ করতে পারবেন না ! সহধর্ম্মিনীই—স্বামীর একমাত্র ধর্ম্মরক্ষাকারিণী ! (ছদ্ম-বেশ উন্মোচন করিয়া রাজার প্রতি) মহারাজ ! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন ! (হস্তোত্তলন)

অজিত। একি ! আমি এতক্ষণ বৃথা সন্দেহ করছিলুম ! গুরুদেব ! গুরুদেব ! আপনি ? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন ! আমি যে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পাচ্ছিনি ! (প্রণত হওন এবং সকলের ঐ সঙ্গে প্রণাম করণ) প্রভু ! ঘটনা স্রোতের তৃণ আমি—আমি কিছুই জানিনি !

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

দয়ানন্দ। মহারাজ ! এই নির্ভরশীলতার গুণেই—আজ আপনি নরাকারে দেবতা হয়েছেন ! এই দরিদ্রের পর্ণকুটীরে রাজদর্শন করে, আজ আমি ধন্য হলুম ! ভূপতি যে—জগৎপতির প্রতিনিধি, তা একমাত্র মহারাজ অজিৎ কুমারকে দেখেই বিশ্বাস হয় ! এমন—উদারতা যদি সমস্ত রাজাগণের হৃদয়ে—উদয় হয় ! তা হলে

এই পৃথিবী—স্বর্গে পরিণত হতে পারে! ধন্য! ধন্য রাজা অজিৎকুমার! ধন্য রাজ মহিমা!

সকলে। জয়! গুরুদেব দয়ানন্দ স্বামীকি জয়! জয়! মহারাজাধিরাজ অজিতকুমারের জয়!

হেমাঙ্গ। আর জয় ঐ নির্ম্মলা দেবী, আর এই হেমাঙ্গ দেবের জয়! বাবা! তাইত বলি যে, এতটা ঘটনা ঘটাবার মূল্ কে? এই যে, এইবারে মূল সন্ন্যাসী বেরিয়ে পড়েছেন! তা নইলে কি, অমনি ভানুমতীর খেলার মতন—এতটা ব্যাপার অমনি—ফুস্‌মন্ত্রে কখন হতে পারে? স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ—গুরুর কৃপা—আগে লাভ করা হয়েছে! আরে বাবা, কান্ টানলেই—মাথাকে যে আপনিই আস্‌তে হবে। গুরুর মতন গুরু পেলে কি আর, এ সংসারে কারুর কোন ভাবনা থাকে? এই জন্যই ত তুলসীদাস প্রভু বলে গেছেন, "সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ্ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ, তব্ কয়লা কি ময়লা ছুটে, যব্ আগ করে পরবেশ॥" তা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম্মফলরূপ—কয়লাকে যে, এই মহা-পুরুষের কৃপারূপ অগ্নিতে একেবারে ভস্ম করে ফেলেছে! আর কি এখানে দরিদ্রতা থাকতে পারে? মহাপুরুষের কৃপায়—আর ভগবানের কৃপায়—কি, কিছু প্রভেদ আছে? মহাপুরুষের কৃপা-লাভ করতে পারলে—মানুষ যে শত শত জন্মের কর্ম্মফল থেকে উদ্ধার হতে পারে! তা—এ ব্রাহ্মণের দরিদ্রতা দূর হবে, এ আর কি বেশী কথা? (করযোড়ে) দয়াময়! বর্ত্তমান আমার বড় কিছু একটা প্রার্থনা নেই! কিন্তু ঠাকুর! সেই, সেদিন—যেদিন —এ সংসারে আমার মুখ চাহিবার আর কেউ থাকবে না! চক্ষু দৃষ্টিহীন হবে! জিহ্বা বাক্যহীন হবে! গলা—ঘড়্‌ঘড় করবে!

এই সোণার নির্ম্মলা—আমার পাশে বসে রোদন করবে ! সেই—শেষের সেই দিনে—যেন এ দাস্‌কে বঞ্চনা—করবেন না !—সেই সময় একবার এসে—এই পা দুখানা আমার মাথায় চাপিয়ে দেবেন ! বাস্—তা'হলে আর আমি—কিছুই চাইনি ! (পদধূলি লইয়া) নির্ম্মলা ! আয় ! এ দিকে আয় ! একটু পায়ের ধুলো তোর মাথায় দিয়ে দি—আয় ! (পদধূলি লইয়া নির্ম্মলার মস্তকে প্রদান) আমি একলা উদ্ধার হলে—আমার মরেও তৃপ্তি হবে নারে ! আমার মরেও তৃপ্তি হবে না ! তোকেও উদ্ধার করতে হবে ! (নির্ম্মলা দয়ানন্দের পদধূলী গ্রহণপূর্ব্বক হেমাঙ্গের পদধূলী গ্রহণ) ওরে—আমার পায়ের ধুলো নিতে হবেনারে ! আমার পায়ের ধুলো নিতে হবে না ! আমি ত তোর ঘোরো ঠাকুর ! আমি অমনই তোর প্রতি প্রসন্ন থাকব ! এখন,—তুই—এই সাধনার ধন—শ্রীগুরুদেবের—পদধুলি নিয়ে—মাথায় দেরে ! এই পায়ের ধুলো, নিয়ে মাথায় দে !

[নিজ হস্তে দয়ানন্দের পদধুলি লইয়া, নির্ম্মলার মস্তকে প্রদান]

অজিত। সখা ! ধন্য তোমার গুরুভক্তি ! ধন্য তুমি !

দয়ানন্দ। হেমাঙ্গমোহন ! তোমার মতন উদার অন্তকরণ—নীরহঙ্কারী, ভক্তিমান ব্যক্তি—এ সংসারে খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায় ! তোমার সদানন্দময়—সরল মূর্ত্তি দর্শন করলে—মন পবিত্র হয় ! জীবন ধন্য হয় !

হেমাঙ্গ। দোহাই দয়াময় ! দোহাই আপনার ! আর আমার ঘাড়ে ঐ অহঙ্কারের বোঝাটা চাপিয়ে দেবেন না ! আমি তা হ'লে বোধ হয় আর মাটিতে পা দিয়ে চলতে পারব না ! ঐ দেখুন ! ঐ দেখুন ! আমার গুণের কথা শুনে—আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর

শ্রীচরণ দুখানা, বোধ হয় মাটী ছেড়ে আধ হাত্ উঁচুতে উঠে পড়েছে! দোহাই আপনার প্রভু! দোহাই আপনার! (করযোড়ে মিনতি প্রদর্শন) আমাদের রক্ষা করুন! আমাদের রক্ষা করুন!

অজিত। প্রভু! বহুদিন এ দাস শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হয়ে আছে! জানি না, কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছি! তাই দাস্‌কে দর্শনদানে—বঞ্চিত করে রেখেছেন।

দয়ানন্দ। মহারাজ! আমি আপনার মঙ্গলের জন্য, আপনার স্ত্রী পুত্রের মঙ্গলের জন্য, আপনার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, আপনার প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য, দিবারাত্র রাজ্যময়—ভিখারীর বেশে বিচরণ করে থাকি! ক্ষুধাতুরকে অন্নদান! রোগীকে ঔষধ দান! অনুতপ্তকে শান্তিদান! শোকাতুরকে শান্তনাদান! প্রভৃতি—নানাপ্রকার কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য—আমি সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকি! সর্ব্বদা আপনার সম্মুখবর্ত্তী হওয়াপেক্ষা—অন্তরালে অবস্থানপূর্ব্বক—শিষ্যের মঙ্গল কামনা করাই—গুরুর প্রধান ধর্ম্ম! অতএব আপনি নিশ্চিন্ত মনে—আপনার রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে—পরকালের পথ প্রশস্ত করুন!

অজিত। গুরুদেব! আপনার শ্রীপাদপদ্মই আমার একমাত্র ভবার্ণবের তরণী। আমার কায়, মন, প্রাণ—আমি সমস্তই আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেছি!—আমার মঙ্গলামঙ্গল আমি আর কিছুই জানি না! শ্রীগুরুর—শ্রীপাদপদ্মই আমার—এখন একমাত্র ভরসা! (পদধুলি গ্রহণ)

দয়ানন্দ। "অহোবত বিচিত্রানি চরিত্রানি মহাত্মনাম!
লক্ষীং তৃনায় মন্যন্তে তদ্ভারেন নমন্তি চ॥"

মহারাজ! অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতির—এরূপ নম্র ভাব দর্শনে, প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়! মহারাজ! আপনি নররূপী দেবতা! ভগবান আপনার মঙ্গল বিধান করুন!

অজিত। গুরুদেব! আপনি যে এই দীন ভিখারীর বেশে—আমার রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—বিচরণ করেন! কিন্তু রাজভাণ্ডারের—দ্বার কি, পরোপকারের জন্য রুদ্ধ? আপনার কোন' অনুমতি কখন সে স্থানে উপস্থিত হয় না কেন?

দয়ানন্দ। মহারাজ! দুঃখী না হলে, দুঃখের মর্ম্ম—কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না! ভিখারী না হলে—ভিখারীর মর্ম্মব্যথা—কখন বুঝতে পারা যায় না! পরোপকারের জন্য, ভিক্ষালব্ধ ধনই আমার নিকট কুবেরের ভাণ্ডারের কার্য্য করে! তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন! আমি যখন এই নিরন্ন ব্রাহ্মণের—একমাত্র বালককে—উষ্ণ জলপানে—ক্ষুধার যন্ত্রণা—নিবারণ করতে দেখলুম! তখন আমার প্রাণ বড়ই কাতর হয়ে উঠলো! আমি তখন—আমার ভিক্ষালব্ধ চালগুলি—এই ব্রাহ্মণের সেই শূন্যপাত্রে ঢেলে দিয়ে—কাতর প্রাণে—মা অন্নপূর্ণাকে—ডেকে বল্লুম—

“অনাথস্য—দীনস্য—ক্ষুধাতুরস্য—
ভয়ার্ত্তস্য—ভীতস্য—বদ্ধস্য—জন্তোঃ।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি শিবে শুভঙ্করী॥”

মা! জগৎপালিনি! দীনদুঃখহারিণি! অন্নচিন্তা নিবারিণি! সর্ব্ব ভয় বিনাশিনি! মা! এই নিরন্ন ব্রাহ্মণের অন্নচিন্তা—নিবারণ কর মা! আমার সেই কাতর প্রার্থনা—নিশ্চয়ই আমার মার কর্ণগোচর হয়েছিল! মা কি আমার সেই কাতর প্রার্থনা—

শুনে—স্থির থাকৃতে পারলেন? পারলেন না! তাই দেখুন মহারাজ! আজ স্বয়ং রাজকুললক্ষ্মী—মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিতে—এই পর্ণকুটীরে—বিরাজমানা! (ত্রিলোচনের প্রতি) ব্রাহ্মণ—ধন্য তুমি! ধন্য তোমার ভাগ্য!

ত্রিলো। ঠাকুর! সবই আপনার কৃপা! সবই আপনার কৃপা! সবিতা! তুমি ঠিক বলেছ! তুমি ঠিক বলেছ! ঠাকুর ভিখারীর বেশে এসে—ভিখারীকে দয়া করেছেন! ঠাকুর! আমায় পায়ে রাখুন! আমায় পায়ে রাখুন! (পদধারণ)

দয়ানন্দ। (ত্রিলোচনের হস্ত ধারণ করিয়া) ব্রাহ্মণ! খুব সাবধান! ধর্ম্মের পরীক্ষা বড়ই কঠিন! ধর্ম্মপুত্র—ধর্ম্মরাজ—যুধিষ্ঠিরকেও—স্বর্গ-দ্বারে উপস্থিত হয়ে—পরীক্ষা প্রদান করতে হয়েছিল! সুখে! দুঃখে! বিপদে! সম্পদে! আনন্দে! নিরানন্দে! কখন যেন—ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ কর না! মানুষের ইহকাল—পরকালের—একমাত্র—এমন প্রাণের বন্ধু আর কোথাও পাবে না! এটা নিশ্চয় জেনো! বাবা অনাথকুমার! এইসুখের দিনে—ঐ মধুর কণ্ঠে—একবার মধুর নাম গান করে, আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত কর!

অনাথ। আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনবো! (দয়ানন্দের পদধূলি লইয়া)

গীত।

ওগো, অসার ভাবনা আর ভেব না!
শুধু হরিনাম—মুখে বলনা!
ভজন, সাধন, কিছুই নাই—এই কলিতে ঐ নাম বিনা॥

গনা দিন, কেন ভুলে যাও !
থাক্‌তে সুদিন—শেষের সে দিন—বুঝে কিনে নাও !

(নেপথ্যে ধর্ম্মবালাগণের গীত)

ধর্ম্ম পানে চাও ! সবাই ধর্ম্মপানে চাও !
জে'ন ধর্ম্ম বিনে—শেষের দিনে,—কেউত সঙ্গে যাবে না !

অনাথ— ওগো, কেউত সঙ্গে যাবে না !
কেউত সঙ্গে যাবে না !!

(সহসা ধর্ম্মবালাগণের আবির্ভাব ও করযোড়ে)

তাই করযোড়ে সবায় বলি—
ধর্ম্মপথ—কেউ ছেড় না !
ধর্ম্মপথ—কেউ ছেড় না !!
(ওগো) ধর্ম্মপথ কেউ ছেড় না !!!



স্মৃতিকথা !

স্মৃতিকথা।

অতীতের স্মৃতি! বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্নপ্রায় দেখিয়া, সংক্ষেপে দুই একটী "স্মৃতিকথা" লিখিয়া রাখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইংরাজী সন ১৮৯৮ সালে "ভারত সঙ্গীত সমাজ" ভারতের রাজা, মহারাজা, প্রভৃতি উচ্চ পদ গৌরবে গৌরবান্বিত, সম্মাননীয়, সম্ভ্রান্ত, ধনকুবের ও সুধী মণ্ডলীর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের, ১৪৮ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ সুবিখ্যাত ভবনে, বিপুল আয়োজনে সংস্থাপিত হইয়া কলিকাতা নগরীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। বহু গণ্য-মান্য, বরেণ্য, সঙ্গীতানুরাগী সভ্যবৃন্দের দ্বারা সুশোভিত হইয়া, যে সময় "ভারত সঙ্গীত সমাজের" গৌরবপতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল, সেই সময়ে সঙ্গীতানু-শীলনের সহিত, নাটকাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য "সঙ্গীত সমাজের" নাট্যানুরাগী সভ্যগণের দ্বারা উক্ত সমাজ মন্দিরেই একটী "নাট্য সম্প্রদায়" বিগঠিত হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর সুবিখ্যাত নাট্যকার ও সঙ্গীতা-চার্য্য—সম্মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহানু-ভূতি ও যত্নে পরিচালিত হইয়া, উক্ত "নাট্যসম্প্রদায়" যখন ধীরেধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সুবিখ্যাত নাট্যকলাবিশারদ, অদ্বিতীয় নাট্যশিক্ষক স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় যখন উক্ত "নাট্যসম্প্রদায়ের" নাট্য-শিক্ষকরূপে শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সহৃদয় সভ্যবৃন্দের আন্তরিক আগ্রহে আমি—উক্ত "নাট্য সম্প্রদায়ের" অবৈতনিক অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই সময়ে আমি জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর নির্দ্দেশমত সুবিখ্যাত নাট্যকারদিগের নাটক সকল অভিনয়ের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা

করিয়াছিলাম। "অশ্রুমতী", "বিসর্জ্জন", "বাল্মিকী প্রতিভা", "পূর্ণচন্দ্র", "বিষাদ", "হিতেবিপরীত," "সধবার একাদশী" প্রভৃতি নাটক সকল অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই সময়ে "সঙ্গীত সমাজের" অন্যতম সভ্য আমাদিগের "নাট্য সম্প্রদায়ের" বিশেষ উৎসাহদাতা মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অটলকুমার সেন মহাশয় "নাট্য সম্প্রদায়ের" উন্নতিসাধনকল্পে সর্ব্বদাই আমাদিগকে সুযুক্তিপূর্ণ সদোপদেশ প্রদান করিতেন। অটল বাবুর স্থির, ধীর, শান্ত মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার সুমিষ্ট সরল ব্যবহারে "নাট্য সম্প্রদায়ের" সভ্যমাত্রেই আন্তরিক প্রীতিলাভ করিতেন। অটল বাবু নাট্যাভিনয়ের একজন বিশেষ উন্নতিকামী ছিলেন। আমি তাঁহার সরল ভাব দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতাম। অভিনয়োপযোগী নাটক নির্ব্বাচন ও নাট্যাভিনয়ের উন্নতি সাধন উদ্দেশে তিনি যে মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, আমরা সকলেই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাহার অনুমোদন করিতাম। "পূর্ণচন্দ্র", "পুনর্বসন্ত", "অশ্রুমতী" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দ্বারা, এই সময়ে "নাট্য সম্প্রদায়" অভিনয়োৎকর্ষের চরমসীমা প্রদর্শন করিয়াছিল। "সঙ্গীত সমাজের" পূর্ণ প্রতিভায় এই সময়ে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। মাননীয় মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর এবং খ্যাতনামা গ্রন্থকার মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া. (ইং ১৮৯৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী) "ভারত সঙ্গীত সমাজের" শুভ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাহার পর সুবিখ্যাত মল্লিক বংশের সম্মাননীয় স্বর্গীয় বাবু হেমচন্দ্র মল্লিক মহাশয় মহারাজার অবসর গ্রহণের পর, উক্ত সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়েই "নাট্য সম্প্রদায়" সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ কারণ লইয়া সভ্যগণমধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই "ভারত সঙ্গীত সমাজ" হইতে "ভারত সঙ্গীত সমিতির" উৎপত্তি হয়। এই সময়েই

"ভারত সঙ্গীত সমাজ" নবভাবে নবোদ্যমে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আসিয়া নূতন ভবনে সংস্থাপিত হইয়া অদ্যাবধি উক্ত কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটেই অবস্থিত রহিয়াছে। "ভারত সঙ্গীত সমিতি" উক্ত বারানসীঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনেই অবস্থিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সুনাম প্রতিষ্ঠার আশায় উভয় সম্প্রদায়ই এই সময়ে পূর্ণ উদ্যমে কার্য্য করিয়াছিলেন। অজস্র অর্থব্যয়ে "স্থায়ী নাট্য-মঞ্চ" নির্ম্মাণ দ্বারা, নাট্যাভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনাভিপ্রায়ে উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে "ভারতসঙ্গীত সমাজের" নব নাট্যমঞ্চে "পুনর্বসন্ত", "বিসর্জ্জন", "অশ্রুমতী" প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। এদিকে "সঙ্গীত সমিতির" পক্ষে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর প্রমুখ বহু রাজা মহারাজা এবং মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র সিংহ, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই, সি, বসু, স্বর্গীয় প্রসাদদাস বড়াল প্রভৃতি বহু সম্মাননীয় সম্ভ্রান্ত সুধীমণ্ডলী, এই সময়ে পৃষ্ঠপোষক হইয়া "সঙ্গীত সমিতির" বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। আমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষী, "সঙ্গীত সমিতির" প্রধান পৃষ্ঠপোষক, উন্নত-হৃদয় অমূল্য বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত জানিয়া, আমি সর্ব্বজন সম্মতিক্রমে পুনরায় "সঙ্গীত সমিতির" নাট্য সম্প্রদায়ের "অবৈতনিক অধ্যক্ষের" পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই সময় "ভারত সঙ্গীত সমাজ" ও "ভারত সঙ্গীত সমিতির" সভ্যগণ মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রখর স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু এরূপ সম্প্রদায়গত বিরোধ ভাবের মধ্যেও অটলবাবু নিরপেক্ষভাবে, উভয় সম্প্রদায়ের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া এবং উভয় স্থলেই বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যেরূপ উদার ও উন্নত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সকলের নিকটেই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। উন্নত নাট্যা-ভিনয়ের দর্শনকাঙ্ক্ষায় এই সময় "সঙ্গীত সমিতির" নাট্যানুরাগী সভ্যমাত্রেই

বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। সরলহৃদয়-স্বর্গীয় মহাত্মা বিপিন বিহারী দত্ত মহাশয় এই সময় "সঙ্গীত সমিতির" "নাট্য সম্প্রদায়ের" প্রধান উদ্যোগী হইয়া আমায় অশেষ প্রকারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আমি এই সময়েই প্রথম নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "রাজপুত কাহিনী" হইতে "জয়মল্ল" ও "পুত্তের" অমানুষিক বীরত্বগাথা অবলম্বন করিয়া "কমলা" নামক এক-খানি ক্ষুদ্র "ঐতিহাসিক নাটিকা" রচনা করি। ঐ ক্ষুদ্র 'নাটিকা' অভিনয় করিয়া, "ভারত সঙ্গীত সমিতির" "নাট্য সম্প্রদায়ের" সভ্যগণ বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাহারপর সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারদিগের কয়েকখানি সুবিখ্যাত নাটক উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই শুভ সময়েই উক্ত "নাট্য সম্প্রদায়" ভুক্ত সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টায়—অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" সর্ব্বজন প্রশংসিত হইয়া "কর্জ্জন রঙ্গমঞ্চে" অভিনীত হইয়াছিল। ইহার পর "সঙ্গীত সমিতির" সুধী সভ্যমণ্ডলীর আন্তরিক অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া, আমি "চণ্ডীরাম" নামক একখানি ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করি। এই সময় আমি মধ্যে মধ্যে অটল বাবুর নিকট গমনাগমন করিয়া নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতাম। "সঙ্গীত সমিতির" সভ্যগণ মধ্যে নাট্যরসজ্ঞ, নাট্যামোদী, নিরপেক্ষ সমা-লোচক ও গুণগ্রাহী মাননীয় স্বর্গীয় কুমার দক্ষিনেশ্বর মালিয়া বাহাদুর, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু অটলকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র সিংহ, এবং শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ সভ্য মহোদয়গণ সর্ব্বদাই আমাকে "নাটকরচনা" বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। স্বনামখ্যাত অমর কবি স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের কৃতী পুত্র ললিত বাবুর আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ উৎসাহবাক্যগুলি আমি

আমার জীবনে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের সুশিক্ষিত সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় আমার প্রথম প্রণীত পঞ্চাঙ্কনাটক "চণ্ডীরাম" পাঠ করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে নিজব্যয়ে "চণ্ডীরাম" নাটক প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। "সঙ্গীত সমিতির" সম্মাননীয় সভ্য স্বর্গীয় সিহাড়শোলাধিপতি কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর আমার "চণ্ডীরাম" নাটক পাঠে আন্তরিক প্রীতিলাভ করিয়া দুইশত সংখ্যা 'চণ্ডীরাম নাটক' স্বেচ্ছায় ক্রয় করিয়া আমার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা অসম্ভব—কারণ অমূল্য বাবুর ঋণ আমি জীবনে কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। এই সকল মহামনা মনিষীদিগের আন্তরীক চেষ্টায় "ভারত সঙ্গীত সমিতির" নাট্য সম্প্রদায়ের সভ্যগণ দ্বারা অভিনয়োপযোগী হইয়া, "চণ্ডীরাম নাটকের" যখন "ফুল্ রিহার্সাল" প্রদর্শিত হইল, তখন নাট্যামোদী সদাশয় সুধী সভ্যমাত্রেই "চণ্ডীরামের" "শিক্ষাভিনয়" দর্শনে আন্তরিক প্রীতিলাভ করিলেন। এবং সঙ্গীত সমিতির গৃহে স্থানাভাব হইবার সম্ভাবনায় সর্ব্বজনসম্মতিক্রমে সেই সময়ের সুবিখ্যাত "ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে" "চণ্ডীরাম" অভিনয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ইংরাজী ১৯০১ সালের ৯ই জুলাই তারিখে, "ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চের" সত্বাধিকারী এবং সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্তবাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহানুভূতিতে নাট্য-সম্প্রদায়ের সভ্যগণ দ্বারা আশাতীত উচ্চ প্রশংসার সহিত "চণ্ডীরাম নাটক" "ক্লাসক রঙ্গমঞ্চেই" প্রথম অভিনীত হয়। এই "চণ্ডীরাম" নাটক সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সংবাদপত্রসমূহ, এবং অমরবাবু স্বয়ং বিশেষ অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্তবাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "চণ্ডীরাম চরিত্র" অভিনয় করিয়া, চণ্ডীরাম নাটককে চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

"চণ্ডীরাম" অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই আমি "রত্নমালা" নামক বিচিত্রঘটনাপূর্ণ পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করি। এই "রত্নমালা" নাটক লইয়াই কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের স্বর্গীয় কানাইলাল শীলের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু গিরিমোহন মল্লিক, আমার উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার অর্পণে আমাকে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করিয়া ভূতপূর্ব্ব "রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে" ইংরাজী ১৯০৩ সালের ৬ই জুন তারিখে "রত্নমালা" নাটকের প্রথম অভিনয় করিয়া "ইউনিক থিয়েটারের" প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরাধিক এই 'রত্নমালার' উপর্য্যুপরি অভিনয়ে "ইউনিক থিয়েটার" কিরূপ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত অনেক নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী দর্শকের উন্নত হৃদয়ে, সুখ-স্মৃতিস্বরূপ অঙ্কিত হইয়া আছে। "রত্নমালা" অভিনয়ের পর "জাহানারা", "শ্রীরাধা", "অন্নপূর্ণা", "নতুন বাবু", "অবাককাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থ যাহা আমি রচনা করিয়াছিলাম তাহা ক্রমান্বয়ে "ইউনিক" ও "ন্যাশা-ন্যাল" রঙ্গমঞ্চে, উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয় সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সংবাদপত্র সমূহে যে সকল নিরপেক্ষ সমা-লোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় নাট্যামোদী সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। "ইউনিক থিয়েটার" হস্তান্তরিত হইয়া "ন্যাশান্যাল থিয়েটারে" পরিণত হইবার পর যদিও আমি উক্ত "ন্যাশান্যাল থিয়েটারের" কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম কিন্তু বিশেষ কোন কার্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই সময় আমাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে গমন করিতে হয়। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময় শুভাকাঙ্ক্ষী, সরল-চিত্ত সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া, পুনরায় নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। "সের আফগান" নামক ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়া প্রায় দুই বৎসরকাল পরে আমি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করি। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের

পর আরও দুই একখানি নাটকের পরিশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করা হয়। তাহাদের মধ্যে এই "ধর্ম্মপথ" নাটিকাখানিও গননীয়। আমি এতাবৎকাল আমার নব-রচিত নাটকাভিনয়ের জন্য কখন কাহার নিকট কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করি নাই। কিন্তু কার্য্যস্রোতের অনিবার্য্য প্রভাবে দুই চারিজন যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী গুণগ্রাহী, সহৃদয় সুহৃদের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া আন্তরিক ইচ্ছা না থাকিলেও আমি আমার উক্ত "ঐতিহাসিক নাটকখানি" অভিনয়োপযোগী হইয়াছে কি না জানিবার জন্য আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট গমন করি। গিরিশ বাবু তখন "কহিনূর থিয়েটারের" অধ্যক্ষ ছিলেন। আমার "ঐতিহাসিক নাটকের" ভূমিকা শ্রবণ করিয়া তিনি সন্তোষচিত্তে তাঁহার লেখক, পরম প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার ঐ নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে বলেন। অবিনাশবাবু নাটকখানি পাঠ করিয়া, যেরূপ নিরপেক্ষভাবে উদার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে উন্নতপ্রাণ গুণগ্রাহী গিরিশ বাবু উক্ত নাটকখানি "কহিনূর রঙ্গমঞ্চে" অভিনয় করিবার জন্য আন্তরিক অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই নানাপ্রকার দৈবদুর্ব্বিপাকে "কোহিনূর রঙ্গমঞ্চের" অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হওয়ায় গিরিশ বাবু বাধ্য হইয়া কোহিনূরের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তাহার পর "গ্রাম্য যোগীর ভিক্ষা প্রাপ্তি দুষ্কর জানিয়া" এতাবৎকাল আমি আর কাহারও নিকট আমার নাটক অভিনয়ের জন্য কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত মনেই অবস্থান করিতেছিলাম। কিন্তু অনিবার্য্য কার্য্যস্রোতের প্রবল প্রবাহ আবার আমার উপর আসিয়া নিপতিত হইল। বন্ধুসম্মিলনীতে আবার আমার গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। দুই চারিজন নাট্যানুরাগী-হৃদয়বান-সুহৃদ্ আমার

নবরচিত নাটক শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ উপরোধে উৎসাহিত হইয়া, বর্ত্তমান সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিধাতাপুরুষদিগের সন্নিকটে যাইবার জন্য উৎযোগী হইলাম। পরে কোন মহাত্মার নিকট গমন করিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমার নাটক সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শনে, উক্ত নাটকখানি অভিনয় করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তিনি উক্ত নাটকখানি শ্রবণ করিবার জন্য একদিনও সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন না। ইহা দেখিয়া আমি ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সকল আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। পরে পুনরায় উক্ত শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্বর্গের আগ্রহ যত্ন ও অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া, পুনরায় অন্য একটী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভাগ্যবিধাতার দ্বারস্থ হইলাম। সহানুভূতিপূর্ণ, সুমিষ্ট মৌখিক ব্যবহারে আপ্যায়িত হইলাম। আমার নবরচিত ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে একটু আলোচনাও হইল। পর ছিদ্রান্বেষী, কূট্ তর্কবাগীশ, পাণ্ডিত্যাভিমানী কোন এক নাট্যরথি নানা প্রকার কূট তর্কের অবতারণা করিয়া আমার নাটক খানিকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু উক্ত নাট্যমঞ্চের ভাগ্য বিধাতা মহাশয়, নিতান্ত সদয় হইয়া আমাকে দুই জন সুশিক্ষিত-নাট্যরসজ্ঞ সম্ভ্রান্ত সুধীর নিকট হইতে আমার উক্ত নাটকখানি অভিনয়োপযোগী হইয়াছে কি না এই সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ললিতচন্দ্র মিত্র, ও মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অটলকুমার সেন মহোদয়দ্বয়কে তিনি নিরপেক্ষ সমালোচক, গুণগ্রাহী ও নাট্যরসজ্ঞ জ্ঞানে ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও নিকট হইতে উক্ত "নাটক সম্বন্ধে" মতামত সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিলেন। এবং ইহাঁদিগের মধ্যে

যে কেহ হউক উক্ত নাটক "সাধারণ রঙ্গমঞ্চের" অভিনয়োপযোগী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেই তিনি বিনা আপত্তিতে উক্ত নাটকখানি অভিনয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি যেন তখন একটু আশার আলোক দেখিতে পাইলাম! এবং ললিত বাবুর সময়াভাব জানিয়া "ভারত সঙ্গীত সমাজের" বর্ত্তমান সেক্রেটারী চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বের পরিচিত অটল বাবুর নিকটেই গমন করিবার জন্য বাসনা করিলাম। এবং একদিন সন্ধ্যার সময় আমার নব রচিত "সের আফগান" নামক ঐতিহাসিক নাটকের পাণ্ডুলিপি হস্তে করিয়া, সিমুলিয়ার সেই ১০নং রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেনস্থ "রাজেন্দ্র সদনে" যাইয়া উপস্থিত হইলাম। কি সূত্রে, কাহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া, কি কার্য্যের জন্য, আজ প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর পরে পুনরায় কাঁশারিপাড়ার সেই সুবিখ্যাত সেন বংশের "রাজেন্দ্র সদনে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা অজ্ঞানান্ধ মানব আমি সম্পূর্ণ কিছুই অবগত হইলাম না।

নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী এবং নাট্যরসজ্ঞ জ্ঞানে আমার 'নাটক' সম্বন্ধে নিরুপেক্ষ অভিমত সংগ্রহের জন্যই আজ আমি চৌদ্দ পনর বৎসর পরে, অটল বাবুর নিকট আগমন করিয়াছি কেবল মাত্র এই ধারণাই হৃদয়ে লইয়া, সেই পুরাতন পবিত্র "রাজেন্দ্র সদনে" প্রবেশ করিলাম। এবং সমভাবে অবস্থিত সেই পুরাতন সোপানাবলী অবলম্বনে অটল বাবুর উপরের বৈঠকখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। অটল বাবু সে সময় বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। আমি অটল বাবুর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া মনে করিলাম যে, এই বিংশ শতাব্দির পরিবর্ত্তনশীল-যুগে—আজিকার এই প্রখর সৌখীনত্বের দিনে চৌদ্দ পনর বৎসরের মধ্যে—অটল বাবুর বৈঠকখানার কি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই! অপরিবর্ত্তনীয় "পীঠস্থানের ন্যায়" সেই সকল পুরাতন পশম-বিনির্ম্মিত-পবিত্র

দেব-দেবীর চিত্রে শুশোভিত হইয়া "সেন বংশের" সেই পুরাতন গৃহখানি এখন পর্য্যন্ত সমভাবেই অবস্থান করিতেছে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখিলাম কেবল কয়েকটী বৈদ্যুতিক আলোক, ও কয়েকখানি পাখা, তাহাও নিতান্ত সাদা-সিধা রকমের। সেই বনিয়াদী ঢালা বিছানা, সেই পুরাতন লিখিবার ডেস্ক, সেই সমস্ত পুরাতন দ্রব্য সমভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে। সেই অটল বাবুর স্বর্গীয় পিতৃদেব, মাতাঠাকুরাণী ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সমভাবে সেই স্থানেই সংস্থাপিত থাকিয়া, সত্ত্বগুণপূর্ণ, নিরহঙ্কারী, অটল বাবুর উন্নত হৃদয়ের তমোহীনতার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ১৩০৫ সালের শ্রাবণের "সাহিত্য মাসিক পত্রিকায়" চন্দননগরের সেই পর্ণকুটীর নিবাসী অসাধারণ উদ্যমশীল, মেধাবী মহাত্মা "কিঙ্কর সেনের" অদ্ভুত জীবন কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। পর্ণ-কুটীরবাসী হইয়াও "কিঙ্কর সেন" অসাধারণ বুদ্ধিবলে দিল্লীর বাদসাহের পাঞ্জার উপর কলম চালাইয়া "বেগর তক্ত আওর জাফ্‌রান" বাক্য লিখিয়া অসীম সাহস প্রদর্শনে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং এইরূপে বাদসাহের অনুগ্রহলাভে সক্ষম হইয়া, কিঙ্কর সেন "হুগলীর ফৌজদার" হইয়াছিলেন। সেই স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহাপুরুষের পুণ্যপ্রতিভাপূর্ণ পবিত্র সেনবংশের বর্ত্তমান কুল প্রদীপের আজ এ কি নিরহঙ্কারিতার পরিচয়! অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও এত উদারতা, এত বিনীত ভাব, এত মাৎসর্য্যহীনতার পরিচয়, কয়জন ধনবানের গৃহে দেখিতে পাওয়া সম্ভব! ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া, অধিকাংশ ধনবানকেইত অহঙ্কারে আত্মহারা ও মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায়! আমি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কিছুক্ষণ অটল বাবুর বৈঠকখানায় একাকী উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে, চৌদ্দ পনর বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কেবল দুই চারিখানি পশমনির্ম্মিত কৃষ্ণলীলার সুন্দর চিত্র এবং

দুই চারিখানি ফটোচিত্র নূতন সংরক্ষিত হইয়াছে। অটল বাবুর একখানি প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আমার তৈলচিত্র বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম যে, বয়ন-শিল্প-বিদ্যা-বিশালিনী, অটল বাবুর গুণময়ী গৃহিণীর হস্তে উক্ত প্রতিমূর্ত্তিখানি পশমের দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত চিত্রখানি যে, বয়ন-শিল্পবিদ্যার বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ পরে অন্তঃপুর হইতে অটল বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে অটল বাবুর সেই শান্ত সত্ত্বভাবপূর্ণ প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া, আমি আনন্দিত হইলাম। যথারীতি প্রণাম করিয়া, অটল বাবু সহাস্য বদনে অতি মিষ্টভাষে, আমার এতদিন পরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যে কারণে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহা সমস্তই খুলিয়া বলিলাম। অর্থাৎ আমার নব-রচিত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক "সের আফগান" আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তিনি যদি নিরপেক্ষ ভাবে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমার নাটকখানি কোন "সাধারণ রঙ্গ মঞ্চের" বিধাতা পুরুষের নিকট অভিনয় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অটল বাবুর চির উন্নত হৃদয়, পরোপকারের জন্য চিরদিনই উন্মুক্ত। তিনি আমার কথা শুনিবামাত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে, সহাস্য বদনে, সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আমার পাঠ করা অপেক্ষা আপনি যদি সন্ধ্যার পর আসিয়া আমাকে পুস্তকখানি পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, তাহা হইলে বোধ হয়, মতামত প্রদানের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারে।" যিনি শিয়ালদহ এবং প্রেসিডেন্সি কোর্টের অবৈতনিক বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত, যিনি হাইকোর্টের স্পেশাল জুরার, যিনি অসংখ্য সভা সমিতির ব্যবস্থাপক, অতুল বিভবের যিনি একমাত্র অধীশ্বর, তিনি যে এক কথায় কোন প্রকার কুটীল পন্থা অবলম্বনে আপত্তি না

করিয়া, আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্র নাট্যকারের একখানি সুবৃহৎ "পঞ্চাঙ্ক নাটক" শুনিবার জন্য অম্লানবদনে সম্মত হইলেন, এবং কোনপ্রকার চাতুরী অবলম্বন করিলেন না, ইহা দেখিয়াই আমি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করিলাম। কারণ কোন এক ভদ্রবংশীয় নামজাদা ব্যক্তির কথামত তাঁহারই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, প্রায় ছয়মাসকাল তাঁহার নিকট গমন করিয়াও আমি তাঁহাকে এই নাটকের একটী ছত্রও পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই! অথচ তিনি বাজে কথায় সর্ব্বদাই সময় অতিবাহিত করিতেন। এই জন্যই লোকে বলে যে, এই মনুষ্যের মধ্যেই * * * * * * সবই বর্ত্তমান আছে। কেহ কাহাকেও বিন্দুমাত্র মনবেদনা প্রদান করিতেও মর্ম্মবেদনা অনুভব করেন! আবার কেহ কেহ মানব হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আত্ম-তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। অটল বাবুর শতসহস্র কার্য্যের মধ্যেও যে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার গ্রন্থ শ্রবণের জন্য তিনি দুই ঘণ্টা করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন, ইহাতেই তাঁহার উন্নত হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। প্রায় পনর দিন ধরিয়া, ক্রমান্বয়ে আমার "নাটকখানি" মনোনিবেশ-পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া দুই একস্থানে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন ও সংযোজনার জন্য অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক, তিনি উক্ত "ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক" সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে যে, মূল্যবান উদার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গুণগ্রাহী, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য শীঘ্রই মুদ্রিত করিবার বাসনা রহিল। অটল বাবুর ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত সুযোগ্য সুশিক্ষিত নাট্যানুরাগী, নিরপেক্ষ ব্যক্তির উদার অভিমতের মূল্য নির্দ্ধারণে যাঁহারা সক্ষম নহেন, সেরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলাম। এবং "সের আফগান" রচনার জন্য, আর আমি কোন ক্ষোভই রাখিলাম না। কারণ উক্ত নাটক সম্বন্ধে,

অটলবাবুর নিকট হইতে আমি যে মূল্যবান মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমার নাটক রচনার সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে। ‘‘সের আফগান নাটক” সের আফগানের উন্নত দেব চরিত্রের আদর্শ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আমি আন্তরিক প্রীতির সহিত এই অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ বিচিত্র বিয়োগান্তক নাটক “সের আফগান” অটলবাবুর পবিত্র নামে “উৎসর্গ” করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, অটল বাবু সরলভাবে বলিলেন যে, ‘‘বিয়োগান্তক নাটকের উৎসর্গ তাঁহার নামে না হইলেই ভাল হয়”। “বিয়োগান্তক নাটক” আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতে উন্নত স্থান অধিকার করিলেও তিনি “বিয়োগান্তক” অপেক্ষা “মিলনান্তক” নাটকই অধিক পছন্দ করিয়া থাকেন। এই সময়ে আমি আমার “ধর্ম্মপথ নাটিকার” কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার নামে “উৎসর্গ” করিবার আন্তরিক অভিপ্রায় জানাইলাম। তাহাতে তিনি কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন না করাতে, আমি তাঁহাকে আমার নবরচিত করুণ রসাত্মক মিলনান্তক ‘‘ধর্ম্মপথ নাটিকা”খানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। অটলবাবু তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, “ধর্ম্মপথ” নাটিকা খানি শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি যথাযথ রূপে “ধর্ম্মপথ” সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অটল বাবুকে শ্রবণ করাইলাম। করুণরস পূর্ণ, ধর্ম্ম-ভাবময় ক্ষুদ্র নাটিকা খানির ভূমিকা শ্রবণ করিয়াই অটল বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রাহিতার গুণে, “ধর্ম্মপথের” উন্নতভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উহা প্রকাশ করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিলেন, এবং “ধর্ম্মপথ” “ভারত সঙ্গীত সমাজে” অভিনয় করিবার জন্য, আমাকে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আমি অটল বাবুর এইরূপ অকপট সদাশয়তা দর্শনে আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলাম। যাঁহার নিরপেক্ষতার ফলে আজ আমার এই “ধর্ম্মপথ” প্রকাশিত হইয়া “ভারত সঙ্গীত সমাজের”

সম্মাননীয় সুধী সভ্যবৃন্দের সম্মুখে অভিনীত হইবার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পবিত্র করে এই পবিত্র গ্রন্থ "ধর্ম্মপথ" উৎসর্গ করিয়া এবং তাঁহার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি এই গ্রন্থের সহিত গ্রথিত করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। যিনি নিরপেক্ষ গুণগ্রাহী, তাঁহার নিকট সকলের গুণই সমান ভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। অটল বাবুর নিরপেক্ষ উদার উন্নত সরল ব্যবহারে, সকলেই সমানভাবে সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন। কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় বিশেষের সভ্য সম্মিলনীর ফটো চিত্রে অটল বাবুর উচ্চ সম্মানলাভ দেখিয়া, বিশেষ আনন্দিত হইলাম! একপার্শ্বে তৎসাময়িক বঙ্গেশ্বর স্বয়ং "স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার" ও একপার্শ্বে মহামান্য "মহারাজাধিরাজ-বর্দ্ধমানাধিপতি" উপবেশন করিয়া "অটল বাবুর" উচ্চ সম্মানকে যেন চিরদিনের জন্য গৌরবময় করিয়া দিয়াছেন। অটলবাবু সকল সমাজে, সকল প্রকৃতির লোকের সহিত সমানভাবে সংমিশ্রিত হইয়াও নিজ উন্নত আদর্শ চরিত্রকে চির পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন।

বংশমর্য্যাদাকে আমাদের দেশের লোকে যে কেন এত মূল্যবান বিবেচনা করেন তাহা অনেক সদ্‌বংশের সুসন্তানদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। উচ্চবংশের উচ্চ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাঁহারা সক্ষম, তাঁহারাই বংশমর্য্যাদার পরিচয় প্রদানের যোগ্যপাত্র। নচেৎ অতি ঘৃণিত, জঘন্যকার্য্য দ্বারা চরিত্র কলুষিত করিয়া, যাঁহারা কেবল অসার অহঙ্কার-পূর্ণ গর্ব্বিত বাক্যে বংশ মর্য্যাদার পরিচয় প্রদান করিয়া, সংসারে বৃথা সম্মানলাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হন, তাঁহারা কেবল লোক সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দনীয়ই হইয়া থাকেন। অটল বাবুর নির্ম্মল চরিত্র, উদার উন্নত সরল ব্যবহার, নিরপেক্ষভাবে সকল অবস্থার ব্যক্তির সহিত সমানভাবে সদালাপ, নিরহঙ্কারী হইয়া বিধিপূর্ব্বক সামাজিক কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি বংশগত গুণ গরিমার পরিচয় প্রদানে সক্ষম হইয়া, যাঁহারা অটল বাবুর ন্যায়

বংশ-মর্য্যাদার গৌরব প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সে বংশ গৌরব শুনিবার ও শুনাইবার উপযুক্ত। অটল বাবুর পিতৃকুলের পরিচয় বোধ হয় "সাহিত্য পত্রিকার" পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সন ১৩০৫ সালের শ্রাবণের "সাহিত্য মাসিক পত্রিকায়" স্বনামধন্য "কিঙ্কর সেনের" অদ্ভুত জীবন-কাহিনী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বারা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়া লিখিত হইয়াছে। সেই "সেন বংশের" আদি পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা "হুগলীর ফৌজদার" "ভায়া কিঙ্কর সেনের" বংশগৌরব আজ পর্য্যন্ত সেন বংশধর অটল বাবুর দ্বারা অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অটল বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহাশয় চন্দননগর হইতে প্রথম কলিকাতার সিমুলিয়ায় (বর্ত্তমান কাঁসারি পাড়ায়) আসিয়া বাস করেন। প্রপিতামহ ৺রাধামোহন সেন মহাশয় সাময়িক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া খ্যাতনামা হইয়া "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক পুস্তক রচনা করিয়া অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি অনেক সুরজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত "সঙ্গীত তরঙ্গ" নামক গ্রন্থকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। পিতামহ ৺ভোলানাথ সেন গভর্ণমেণ্টের নিমক মহলের ডেপুটী দাওয়ান ছিলেন। এই সময় মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর নিমক মহলের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতা ৺রাজেন্দ্রনাথ সেন বানহাউসের সম্মাননীয় "বেনিয়ানের" পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশেষবিধ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। পরে অটলবাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর আদর্শ-চরিত্র স্বর্গীয় মহাত্মা সনৎকুমার সেন মহাশয় প্রায় একুশবৎসরকাল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অশেষ প্রকারে যশস্বী হইয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান অটলবাবু স্বয়ং ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। অটলবাবুর পিতৃকুলের পরিচয় যেমন গৌরবমণ্ডিত, মাতামহকুলও তদ্রূপ মহা-যশগৌরবে বিভূষিত। শ্যামবাজারের সুবিখ্যাত কৃষ্ণরাম বসুর বংশধর বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথম

যিনি নাটকাভিনয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সুবিখ্যাত মহামহিমান্বিত মহাত্মা ৺নবীনচন্দ্র বসু অটল বাবুর মাতামহ। যিনি মাতৃকুল ও পিতৃকুলের গুণ গৌরবে সর্ব্বদাই গৌরবান্বিত সেই সদাশয় মহাত্মা অটল বাবুর অর্থব্যয়, আগ্রহ, যত্ন ও নিরপেক্ষ গুণগ্রাহিতার ফলে আজ আমার এই ক্ষুদ্র নাটিকা "ধর্ম্মপথ" প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার প্রধান সম্মাননীয় প্রমোদাগার "ভারত সঙ্গীত সমাজের" নাট্যমন্দিরে অভিনীত হইয়া "নাটক" ও "নাট্যকারকে" চির গৌরবান্বিত করিয়া রাখিল। ভগবান অটলবাবুর ন্যায় নির্ম্মলচরিত্র, নিরহঙ্কারী, সদাশয় মহাত্মাকে এবং তাঁহার শান্ত-স্বভাব, প্রিয়দর্শন একমাত্র বংশধর স্নেহাস্পদ শ্রীমান অচলকুমার সেনকে সুস্থদেহে—দীর্ঘজীবি করিয়া—সেনবংশের পবিত্র সংসারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন! ইহাই এই গ্রন্থকারের আন্তরিক প্রার্থনা! ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিনীত গ্রন্থকার।